পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের মাঝে এক অপরূপ ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দাম: ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 38 Tuesday, 7 January, 2025 ✱ ৩০ বর্ষ, ৩৮ সংখ্যা ✱ ২১ পৌষ ১৪৩১, মঙ্গলবার, ৭ জানুয়ারি ২০২৫ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

২০০টিরও বেশি জায়গায় 'ব্ল্যাক স্পট', বাংলার সীমানায় উদ্বেগ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গে অনুপ্রবেশকারীদের গোপন পথ নিয়ে আরও উদ্বেগ। কোচবিহার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বিভিন্ন সীমান্তের অংশ খতিয়ে দেখার পর রিপোর্ট তৈরি করেছে বিএসএফ। সূত্রের খবর, প্রায় ২০০-র বেশি জায়গা ব্ল্যাক স্পট হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টইয়ারের অন্তর্গত ১৩৫টি জায়গা, উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টইয়ার সীমান্তের অন্তর্গত ৭৫টি জায়গা, কোচবিহার সীমান্তের ৮-১০টি জায়গা চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলোকে 'ব্ল্যাক স্পট' হিসাবে দাবি করা হচ্ছে। বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সূত্রের খবর, দুর্গম এলাকা, নদীর চোরাস্রোত-সহ একাধিক কারণে ওই অংশগুলো নজরদারির বাইরে থেকে যাচ্ছে। অতীতে গরু পাচারের জন্য ব্যবহার করা হত এই ব্ল্যাক স্পটগুলো। এখন সেই জায়গাগুলো অনুপ্রবেশকারীরা হাতিয়ার করছে। বিএসএফের পূর্বাঞ্চলীয় কমান্ড সূত্রের খবর, এই জায়গাগুলোর একাংশতে ইতিমধ্যেই বাড়তি বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে। বিশেষ নজরদারির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বিএসএফ। কোচবিহার থেকে সুন্দরবন পর্যন্ত বাংলাদেশ সীমান্ত রয়েছে ২,২১৭ কিলোমিটার। যার মধ্যে দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের অধীনস্থ স্থলসীমান্ত ৯১৩ কিলোমিটার, জলসীমান্ত ৩৬৪ কিলোমিটার। উত্তরবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের ৯৩৯ কিলোমিটার, জলসীমান্ত নেই। কোচবিহার-গুয়াহাটি ফ্রন্টিয়ারের স্থলসীমান্ত ১১০ কিলোমিটার, জলসীমান্ত ৬৭ কিলোমিটার। বিএসএফের দক্ষিণবঙ্গ আইজি মনিন্দর সিং পাওয়ার বলেন, ''এখনও পর্যন্ত আমাদের ক্ষেত্রে অরক্ষিত সীমান্তে কোনও অসুবিধা হয়নি। বিএসএফের বড় অংশ এখানে মোতায়েন করা হয়েছে। প্রযুক্তিও অত্যন্ত উন্নত হয়েছে। তার সাহায্যে রিমোট এলাকাগুলোতেও ভালভাবে নজরদারি চালানো যাবে।'' সূত্রের খবর, ব্ল্যাক স্পটগুলোর যে অংশগুলো নিয়ে সবচেয়ে বেশি চিন্তার, সেগুলিকে নিয়ে ইতিমধ্যেই স্তরে স্তরে বৈঠকে বসেছেন বিএসেফের শীর্ষ আধিকারিকরা। এখনও পর্যন্ত সমস্যার সমাধান হয়নি। প্রাথমিকভাবে জানা যাচ্ছে, বাংলাদেশের অস্থির পরিস্থিতির জন্য ভারতে যে অনুপ্রবেশের সংখ্যা বেড়েছে, তার মধ্যে ৮০ শতাংশই এই ব্ল্যাক স্পট এলাকাগুলো দিয়ে হয়েছে। ফলে স্বাভাবিকভাবেই উদ্বিগ্ন প্রশাসন।

মাওবাদীদের বিস্ফোরণে গাড়ির অংশ গাছে, শহিদ ৮ জওয়ান-সহ ৯

বিজাপুর, ৬ জানুয়ারিঃ ছত্তীসগঢ়ে মাওবাদী দমন অভিযান চলছে। তারই মধ্যে প্রত্যাঘাত করল মাওবাদীরা। আইইডি বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিরাপত্তারক্ষীদের একটি গাড়ি উড়িয়ে দিল। আর সেই বিস্ফোরণে মৃত্যু হল দান্তেওয়াড়া ডিস্ট্রিক্ট রিজার্ভ গার্ড-র ৮ জওয়ান ও গাড়িচালকের। সোমবার ছত্তীসগঢ়ের বিজাপুরে এই বিস্ফোরণ ঘটায় মাওবাদীরা। বস্তারের ইন্সপেক্টর জেনারেল(আইজি) সুন্দররাজ পি জানিয়েছেন, মাওবাদী দমনে যৌথ অভিযান শেষে ফিরছিলেন ওই জওয়ানরা। একটি স্করপিও গাড়িতে ফিরছিলেন তাঁরা। কুতরু থানা এলাকায় আম্বেলি গ্রামে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটায় মাওবাদীরা। গাড়িটি ছিন্নভিন্ন হয়ে যায়। এমকি, গাড়ির অংশ গাছের ডালে গিয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আট জওয়ান ও গাড়িচালকের। গুরুতর জখম হয়েছেন আরও ৬ জওয়ান। ঘটনায় শোকপ্রকাশ করেছেন ছত্তীসগঢ়ের মুখ্যমন্ত্রী বিষ্ণু দেও সাই। তিনি বলেন, ''মৃত জওয়ানদের

পরিবারকে সমবেদনা জানাই। জওয়ানদের এই আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না। মাওবাদীদের নির্মূল করতে আমাদের লড়াই জারি থাকবে।'' জওয়ানদের মৃত্যুকে শোকপ্রকাশ করে ছত্তীসগঢ়ের উপমুখ্যমন্ত্রী অরুণ সাও জানিয়েছেন, মাওবাদী দমন অভিযান জারি থাকবে। খুব তাড়াতাড়ি ছত্তীসগঢ় মাওবাদী-মুক্ত হবে। জওয়ানদের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বলেন, ''এই শোক ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব নয়। কিন্তু, আমি নিশ্চিত করে বলতে চাই, আমাদের জওয়ানদের আত্মত্যাগ ব্যর্থ হবে না। ২০২৬ সালের মার্চের মধ্যে দেশকে মাওবাদী-মুক্ত করব আমরা।'' প্রায় ২ বছর পর নিরাপত্তাবাহিনীর উপর এত বড় হামলা চালাল মাওবাদীরা। এর আগে ২০২৩ সালের ২৬ এপ্রিল দান্তেওয়াড়া জেলায় একটি গাড়ি উড়িয়ে দিয়েছিল মাওবাদীরা। ১০ পুলিশকর্মী ও গাড়িচালক সেই বিস্ফোরণে মারা যান।

'এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী কথা দিয়েছিলেন, রাখেননি'

'গঙ্গাসাগর সেতু' নির্মাণের ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, ৬ জানুয়ারিঃ প্রায় আড়াই মাস কেটে গিয়েছে। আজ, সোমবার দেশের মাটিতে পা রাখলেন বাংলাদেশে বন্দি থাকা ৯৫ জন ভারতীয় মৎস্যজীবী। সোমবার দুপুর ১২টা নাগাদ তাঁদের ট্রলারে চাপিয়ে গঙ্গাসাগরে নিয়ে আসা হয়। যেখানে উপস্থিত ছিলেন সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী বঙ্কিম হাজরা-সহ জেলা প্রশাসনের অফিসাররা। গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি দেখতে আজই গঙ্গাসাগরে আসেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ওই মৎস্যজীবীদের সঙ্গে দেখা করেন। আর কেন্দ্রীয় সরকারকে কাঠগড়ায় তুলে 'গঙ্গাসাগর সেতু' নির্মাণের কথা ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এই মৎস্যজীবীদের ভারতে ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তৎপর হয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। রাজ্যের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় সরকারেরও দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়। কিন্তু গঙ্গাসাগর মেলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কোনও অনুদান দেন না বলে অভিযোগ করলেন মুখ্যমন্ত্রী। কুম্ভমেলায় কোটি কোটি টাকা খরচ করে কেন্দ্র। যেখানে এক কোটির মতো মানুষ গঙ্গাসাগরে এলেও কোনও সাহায্য করা হয় না বলে অভিযোগ মুখ্যমন্ত্রীর। এই বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''আমি বারবার কেন্দ্রীয় সরকারকে বলেছিলাম এখানে সাহায্য করতে। যাতে এখানে আসা পুণ্যার্থীরা সহজে পরিষেবা পেতে পারেন। ওদের দিকে তিন-চার বছর তাকিয়ে ছিলাম। কিন্তু ওরা টাকা দেয়নি। মানে আর দেবেও না। তাই আমরাই সব ব্যবস্থা করে দিয়েছি।'' গঙ্গাসাগর মেলার প্রাক্কালে এলাকা পরিদর্শন করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আর এদিনই সাগরে পৌঁছে বাংলাদেশ থেকে ফেরা ৯৫ জন মৎস্যজীবীদের সঙ্গে সাক্ষা করেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। একাধিক প্রকল্পের কথাও জানান তিনি। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য, ''আমরা একটা সমুদ্রসাথী প্রকল্প চালু করব। ২ লক্ষ মৎস্যজীবী উপকৃত হবেন। যে দু'মাস মাছ ধরতে যেতে পারেন

সোমবার গঙ্গাসাগরে মৎস্যজীবীদের অর্থসাহায্য মুখ্যমন্ত্রীর।

না, সেই সময় এই টাকা রাজ্য সরকার দেবে। আর মৎস্যজীবীর মৃত্যু হলে ২ লক্ষ করে টাকা দেওয়া হবে। এটা মৎস্যবন্ধু প্রকল্প। তার সঙ্গে মৎস্যজীবীদের পেনশন দেওয়া হবে। মৎস্যজীবীদের লোনের জন্য ক্রেডিট কার্ড করে দেওয়া হয়েছে।'' এছাড়া 'গঙ্গাসাগর সেতু' গড়ে তুলতে উদ্যোগ নিয়েছে রাজ্য সরকার। যেখানে স্থলভাগের মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে জুড়ে যেতে চলেছে সাগরদ্বীপ। এই সেতু আগামী চার বছরের মধ্যে গড়ে তোলার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে রাজ্য সরকারের পূর্ত দফতর। আর এই সেতু তৈরি হয়ে গেলে পুণ্যার্থীদের বিরাট উপকার হবে। আগামী ২০২৯ সালের জানুয়ারি মাসে যখন পুণ্যার্থীরা গঙ্গাসাগর মেলায় আসবেন তখন কলকাতা থেকে সোজা গাড়ি নিয়ে কপিল মুনির আশ্রম পর্যন্ত চলে আসতে পারবেন। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, ''এই সেতু কেন্দ্রীয় সরকারের তৈরি করে দেওয়ার কথা। এক কেন্দ্রীয় মন্ত্রী আমায় কথা দিয়েছিলেন এই সেতু তৈরি করে দেবেন। কিন্তু কথা রাখেননি। তাই আমরাই গঙ্গাসাগর সেতু তৈরি করে দেবো সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ডিপিআর হয়ে গিয়েছে। টেন্ডারও পেয়ে গিয়েছে।'' এদিন গঙ্গাসাগরে ভারত সেবাশ্রম সংঘে গিয়ে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা স্বামী প্রণবানন্দজি মহারাজের ছবিতে আরতি করেন মুখ্যমন্ত্রী। এর পর মেলা আয়োজনে সহযোগিতা করায় সংঘকে ধন্যবাদও জানান মমতা। এদিন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''ভারত সেবাশ্রম সংঘ শুধু গঙ্গাসাগর মেলা নয়, তাদের প্রচুর ভলান্টিয়ার এখানে কাজ করে। গঙ্গাসাগরে তারা যে ভাবে কাজ করে সেজন্য ভারত সেবাশ্রম সংঘকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। প্রশাসনের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে ভাবে তাদের ভলান্টিয়াররা কাজ করে তার কোনও বিকল্প নেই। রামকৃষ্ণ মিশন যেমন শিক্ষায় এগিয়ে, ভারত সেবাশ্রম সংঘ তেমন সেবায় এগিয়ে। ঝড়, জল, সাইক্লোন, বন্যা, প্রাকৃতিক দুর্যোগে আর কাউকে না পেলে ভারত সেবাশ্রম সংঘকে আপনারা পাবেনই। একটা দু'টো জায়গায় কয়েকজন লোক আছেন যারা হয়তো কাজটা করেন না। ৯৯ শতাংশ লোক কাজটা করেন। আমি তাদের সবাইকে, স্বেচ্ছাসেবক, তীর্থযাত্রীকে আমার প্রাণ ভরা অভিনন্দন জানাই।'' এর পর মমতা বলেন, ''গঙ্গাসাগর মেলাটা আমরা টোটালটাই রাজ্য সরকারের পয়সা খরচ করে করি। সবাই আমাদের সহযোগিতা করেন। ছোট্ট ঘটনাকে কেন্দ্র করে এমন কিছু করবেন না যাতে প্ররোচনার সৃষ্টি হয়।'' অনেকের মতে, 'কয়েকজন কাজটা করে না' বলে আসলে ভারত সেবাশ্রম সংঘের বেলডাঙা শাখার প্রধান স্বামী প্রদীপ্তানন্দজিকে ইঙ্গিত করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। লোকসভা ভোটের আগে মুর্শিদাবাদের বেলডাঙায় তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবির, সাম্প্রদায়িক উসকানিমূলক মন্তব্য করেন বলে অভিযোগ ওঠে। বিধায়কের সেই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন স্বামী প্রদীপ্তানন্দজি। তার পর থেকেই মমতার চক্ষুশূল হন তিনি। যদিও ওই মন্তব্যের জন্য হুমায়ুন কবিরকে কোনও শাস্তি দেয়নি তৃণমূল।

কলকাতায় এইচএমপিভি আক্রান্ত সাড়ে ৫ মাসের শিশু, কেন্দ্রের নির্দেশিকা

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা ও নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারিঃ শেষমেশ কলকাতায় পৌঁছে গেল এইচএমপি ভাইরাস। পাঁচমাসের এক শিশু এইচএমপিভি ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এর আগে দেশে আরও তিন শিশু এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে। এবার কলকাতায় এসে গেল এই ভাইরাস। চিনের নয়া এই ভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ এদিন পাওয়া যায় ভারতে। কলকাতার আগে দেশের তিন শিশুর শরীরে এইচএমপিভি ভাইরাস পাওয়া যায়। তিন শিশুর মধ্যে ২ জন কর্নাটকের। আর একজন গুজরাটের। এদিন সকালেই ওই তিনশিশুর এইচএমপি ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার রিপোর্ট পজিটিভ আসে। ওই তিন শিশুর কারও বিদেশ ভ্রমণের ইতিহাস নেই। কীভাবে তারা আক্রান্ত হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে কলকাতায় এইচএমপি ভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গেল হল। সাড়ে ৫ মাসের এক শিশুর শরীরে এই ভাইরাসের হদিস পাওয়া গিয়েছে। জানা গিয়েছে, বাইপাসের ধারে বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ছিল সে। কলকাতায় বাড়ি হলেও কর্মসূত্রে ওই শিশুর পরিবার মুম্বইয়ে থাকে। ওই শিশুর পরিবার নভেম্বরে মুম্বই থেকে কলকাতায় আসে। সেইসময় শিশুটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। পঞ্চসায়রের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। আপাতত সে সুস্থ রয়েছে। তবে তার এইচএমপি ভাইরাসের রিপোর্ট পজিটিভ। কলকাতায় এইচএমপি ভাইরাসে আক্রান্তের খোঁজ পাওয়া গেলেও এই নিয়ে এখনই উদ্বেগের কিছু নেই বলে জানালেন চিকিৎসক সুমন পোদ্দার। তিনি বলেন, ''এইচএমপি ভাইরাস নতুন নয়। এখনই উদ্বেগের মতো কিছু হয়নি। একদম শিশুদের ক্ষেত্রে নিমোনিয়া হওয়ার সম্ভাবনা থেকে যায়। সেক্ষেত্রে একটু সজাগ থাকতে হবে।'' আর এমন পরিস্থিতিতে বাড়ছে আতঙ্ক। তবে দেশবাসীকে আতঙ্কিত নয়, সতর্ক হওয়ার পরামর্শ দিচ্ছেন ডাক্তাররা। একই সঙ্গে অ্যাডভাইসরি জারি করল দিল্লি। দিল্লি সরকারের জারি করা অ্যাডভাইজারিতে বলা হয়েছে, ইলি ও সারি কেসে নজরদারি চালাতে হবে। কোনও রোগীর পজিটিভ হলে, যথাযথ আইসোলেশনে রাখতে হবে তাঁকে। 'আক্রান্তর তথ্য আপলোড করতে হবে পোর্টালে। 'অক্সিজেন সহ অন্যান্য পরিকাঠামো মজুত রাখতে হবে হাসপাতালে হাসপাতালে। ওষুধের পর্যাপ্ত জোগান রাখতে হবে হাসপাতালে-হাসপাতালে। উল্লেখ্য, ২০২৫ সাল শুরু হতে না হতেই ফের এইচএমপিভি ভাইরাসের আতঙ্ক। ঠিক করোনার সময় যেভাবে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন, সাধারণ নাগরিক এবার এইচএমপিভি-র খবর সামনে আসতেই ধীরে-ধীরে ভয় বাড়ছে। তবে চিকিৎসকরা বারেবারে বলছেন আতঙ্কিত না হতে। মাস্ক পরা ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতার উপরেই জোড় দিচ্ছেন তাঁরা। করোনার মতোই এবারও এইচএমপিভি-র উপত্তিস্থল সেই চিন। তবে এবার খোঁজ মিলল ভারতেও। চিকিৎসকরা বলেছেন, এইচএমপিভির লক্ষণগুলি ফ্লু এবং অন্যান্য শ্বাসযন্ত্রের সংক্রমণের মতো। কাশি, জ্বর, নাক বন্ধ হওয়া এবং শ্বাসকষ্ট এই ভাইরাসে আক্রান্ত হওয়ার প্রাথমিক লক্ষণ। এমনকি এই ভাইরাস ব্রঙ্কাইটিস বা নিউমোনিয়ার মতো জটিলতাও সৃষ্টি করতে পারে। মূলত, বয়স্ক ও বাচ্চারা বেশি আক্রান্ত হলেও সব বয়সী মানুষদের মধ্যেই আক্রান্তের সম্ভবনা রয়েছে।

বাস বাড়ছে কলকাতায়, মমতার ধমকেই কাজ! রাস্তায় নামলেন পরিবহণমন্ত্রী

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ প্রশাসনিক মিটিংয়ে কলকাতার বাস নিয়ে রীতিমতো অসন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী। মমতার তোপের মুখে পড়েছিলেন মন্ত্রী। সেই সঙ্গে কলকাতায় রাস্তায় বেরিয়ে পরিস্থিতি ঘুরে দেখার ব্যাপারেও পরামর্শ দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। তবে এই ধমকের পরেই কাজ হয়েছে। সোমবার সকাল থেকেই কার্যত আদা জল খেয়ে ময়দানে নেমে পড়ে পরিবহণ দফতর। এমনকী বিভিন্ন জায়গায় এদিন দেখা যায় যে পুলিশ বাসের কাগজপত্রও পরীক্ষা করে দেখছে। সূত্রের খবর, সোমবার পরিবহন দফতরের একাধিক আধিকারিক আমতলা ডিপো, ঠাকুরপুকুর ৩এ ডিপো, শিলপাড়া ডিপোতে ঘুরে দেখেন। যাত্রীদের সঙ্গে কথাও বলেন। এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পরেই বাসের সংখ্যা বাড়ছে রাস্তায়। কলকাতা শহর ও শহরতলি এলাকায় বাসের ট্রিপের সংখ্যা বাড়ানো হচ্ছে। সব মিলিয়ে ৪১৯৮টি ট্রিপের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। এর আগে ৫৫০টি বাস নিয়ে ৩৩০০ টি ট্রিপ করার ব্যবস্থা ছিল। নিউ টাউন এলাকায় এর আগে ১০৮টি ট্রিপ ছিল। এবার ১৫৬টি বাস করা হচ্ছে। এদিকে পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী ও পরিবহণ সচিব সেক্টর ফাইভে গিয়ে বাসের

পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আসেন। কার্যত মুখ্যমন্ত্রী ধমক খাওয়ার পরেই রাস্তায় নামেন। মন্ত্রী সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''মুখ্যমন্ত্রী যেখানে আমাদের ঘাটতি থাকে তখনই আমাদের বলেন। এয়ারপোর্ট থেকে ফেরার পথে তিনি দেখেন কয়েকজন রাস্তায় দাঁড়িয়েছিলেন। এরপরই তিনি বাসের ট্রিপ বাড়ানোর কথা বলেন। আমরা বিভিন্ন জায়গায় ঘুরছি। যে সব জায়গা থেকে প্রচুর মানুষ জানে পরিমাণ সরকারি বাস থাকা দরকার সেটা কোথাও কোথাও অভাব দেখা যায়। 'ট্রান্সপোর্ট ডিপার্টমেন্ট সাইলেন্ট ডিপার্টমেন্ট হয়ে গিয়েছে। মন্ত্রী, সচিব কোনও দিন ভিজিট করেছেন। এদিকে মন্ত্রী সেই সময় বলেছিলেন কিছু বাস বাড়িয়েছি। এরপর মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন কিছু বলে কিছু হয় না। তুমি কি বাড়িয়েছ?'' এদিকে মুখ্যমন্ত্রীর ধমকের পরেই রাস্তায় নামেন পরিবহণমন্ত্রী। বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে যাত্রীদের সঙ্গে কথা বলেন। সেক্টর ফাইভ থেকে রোজ বাস ধরেন যাঁরা তাঁদের একাংশ বলেন, হাওড়ার দিকে যাওয়ার পর্যাপ্ত বাস পাই না। এটা দেখা দরকার। এদিকে সূত্রের খবর, একাধিক রুটে বাস বাড়ছে বলে খবর। হাতিশালা হাওড়া, উল্টোডাঙা ইকোস্পেস, সাপুরজি হাওড়া, নিউটাউন হাওড়া, হাইল্যান্ড উইলোজ হাওড়া, উল্টোডাঙা-ইকোস্পেস, দমদম স্টেশন-করুণাময়ী রুটে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। তবে সূত্রের খবর, একাধিক রুটে কাগজপত্র ছাড়াই চলছে বাস। থানায় মাসিক ভিত্তিতে টাকার বিনিময়ে ছাড় মিলছে বলেও অভিযোগ।

শিক্ষার হতশ্রী চেহারায় উত্তর প্রদেশকেও হার মানাল বাংলা! রিপোর্ট

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রের রিপোর্টে হতশ্রী শিক্ষার ছবি এই বাংলার। নবম দশম শ্রেণিতে এক লাফে ড্রপ আউটের সংখ্যা বেড়ে ১২ শতাংশের বেশি। বাংলার থেকে কম ড্রপ আউট উত্তর প্রদেশ, রাজস্থানেও। রাজ্যে ৬ হাজারেরও বেশি স্কুল চলছে, মাত্র এক জন শিক্ষকের ভরসায়। বন্ধ হওয়ার মুখে সাড়ে হাজারেরও বেশি স্কুল। কারণ ওই স্কুলগুলোতে কোনও এনরোলমেন্ট নেই। এমনই ভয়াবহ রিপোর্ট কেন্দ্রের। বিশেষজ্ঞদের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, যদি ১০০ জন পড়ুয়া নবম শ্রেণি থেকে দশম শ্রেণিতে উঠছে। তাহলে শিক্ষায় থাকছে ৮৮ জন। ১২ জন পড়ুয়া শিক্ষাব্যবস্থা থেকে ছিটকে যাচ্ছে। তাহলে তারা যাচ্ছে কোথায়? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, যারা স্কুল ছাড়ছে, সকলেই কাজের তাগিদে শিশু শ্রমিক হয়ে যাচ্ছে। কেউ বা পাড়ি দিচ্ছে ভিন রাজ্যে। কিন্তু কেন এই শিক্ষাব্যবস্থা থেকে দূরে চলে যাওয়ার প্রবণতা? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অষ্টম শ্রেণির পর্যন্ত পাশ-ফেল নেই। একজন পড়ুয়া যখনই শিক্ষাব্যবস্থার মধ্যে ঢোকে, ক্লাস এইট পর্যন্ত উত্তীর্ণ হয়ে চলে যাবে। নবম শ্রেণি থেকে উঠে যাচ্ছে মিড ডে মিল। পড়াশোনার জন্য বাড়ি থেকেও একটা মোটামুটি অঙ্কের খরচ হয়। করোনার পর সরকারি স্কুলগুলিতে উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছিল স্কুলছুটের সংখ্যা। যার প্রভাব পড়ে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের সংখ্যাতেও। স্কুলছুট কমাতে শিক্ষা দফতরের ভূমিকা নিয়ে এই সময় প্রশ্ন তুলেছে শিক্ষক সংগঠনগুলির একাংশ। প্রাথমিক ভাবে স্কুল মনে করছে, সপ্তম শ্রেণিতে স্কুলছুটের হার ২-৩ শতাংশ। নবম থেকে দ্বাদশ পর্যন্ত সেই সংখ্যা আরও বেড়ে যাচ্ছে। তা আর কোনওভাবেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না। কেন এই উদ্বেগজনক রিপোর্ট? প্রধান শিক্ষক সংগঠনের সভাপতি চন্দন মাইতি বলেন, ''আমরা দেখেছি, এই মুহূর্তে সারা বিশ্বে ২.৫ মিলিয়ন ড্রপ আউট রয়েছে। আমাদের দেশে মধ্যপ্রদেশ-সহ বিভিন্ন রাজ্যে স্কুল বন্ধ হচ্ছে। আমাদের রাজ্য ব্যতিক্রমী ছিল, কিন্তু এবার তাতেও ঢুকে গিয়েছে। কেন্দ্র দেখছে ১২ শতাংশ ড্রপ আউট, কিন্তু আমরা দেখছি, তার থেকেও বেশি ড্রপ আউট হয়। মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড নেওয়ার পরও পরীক্ষা দেয় না। যে জন্য তাদের উৎসাহিত করা হয়, সেই টাকাটা সঠিক লোককে দেওয়া হচ্ছে কিনা, সরকার-শিক্ষা দফতরের উচিত রিভিউ নেওয়া। শিক্ষক সংগঠনগুলোর সঙ্গে বৈঠক করা। কোনও আলোচনা না করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে, তা চাপিয়ে দেওয়া হচ্ছে।'' নবম-দশম শ্রেণিতেই কেন ড্রপ আউটের শতাংশ বেশি? বিশেষজ্ঞরা বলছেন, নবম দশম শ্রেণিতে মিড ডে মিল দেওয়া হয় না, এটা ঠিক। কিন্তু ট্যাবের টাকা দেওয়া হয়, সবুজ সাথীর সাইকেল দেওয়া হয়। শিক্ষক নিয়োগ না হলে সমস্যা বাড়ছে স্কুলগুলোতে। যেখানে প্রতি বছর শিক্ষক নিয়োগ হত, সেটাই ফিরিয়ে আনতে হবে বলে বিশেষজ্ঞরা বলছেন। বিশেষজ্ঞদের মতে, স্কুলে যদি শিক্ষকই না থাকে, তাহলে পড়ুয়ারা কেন যাবে? শিক্ষাবিদ দেবাশিস সরকার বলেন, ''কোনও রিপোর্টেরই প্রয়োজন পড়ে না। গত এক দশক ধরে মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের এনরোলমেন্ট ফিগারটা দেখে আর বাংলার ডেমোক্রেটিক পপুলেশনের ফিগারটা দেখলেই বোঝা যাবে। মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকে এনরোলমেন্টের সংখ্যাটা কমছে।'' সম্প্রতি রাজ্য সর্বশিক্ষা মিশনের রিপোর্ট দেখাচ্ছিল, তফসিলি জাতি ও জনজাতির ক্ষেত্রে স্কুলছুট বেড়ে দ্বিগুণ হয়েছে। তার উপরে মাধ্যমিক স্তরে রাজ্যের প্রায় সব স্কুলে কমবেশি এই চিত্র ফুটে ওঠায় চিন্তায় সরকার।

জেলেই আমরণ অনশনের ডাক প্রশান্ত কিশোরের

পাটনা, ৬ জানুয়ারিঃ এ বার জেলেই আমরণ অনশনের ডাক দিলেন জন সূরয পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর। সোমবার ভোররাতে পাটনার গান্ধী ময়দানের অনশন মঞ্চ থেকে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁকে। গ্রেপ্তারের পরে আদালত জামিন দিলেও তিনি বেল বন্ডে সই করতে অস্বীকার করেন। তার জেরে আদালত পিকে-কে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। আদালত চত্বর থেকেই প্রশান্ত কিশোরের একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছে। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা যাচ্ছে, ''আমি থামব না। জামিনও নেব না। অনশনও ভাঙব না। প্রশাসন যা পারে করুক। এরা ভেবেছিল আমায় তুলে নিয়ে এলেই আন্দোলন থেমে যাবে। জামিন হয়ে যাবে এবং তার পর সব শেষ। তেমনটা মোটেই হবে না।'' প্রশান্ত কিশোরের আইনজীবী ওয়াইবি গিরি জানান, আদালত শর্ত দিয়েছিল, জামিন নিতে গেলে কোনওভাবেই আর অনশন কিংবা বিক্ষোভ প্রদর্শন করা যাবে না। তবে তাঁর মক্কেল এই শর্ত মানতে চাননি। বেল বন্ডে সইও করেননি পিকে। ফলে তাঁকে জেল হেফাজতে পাঠানো হয়েছে। বিহার পাবলিক সার্ভিস কমিশনের ৭০তম প্রাথমিক পরীক্ষা বাতিলের দাবিতে পাটনার গান্ধী ময়দানে তিনি অনশন করছিলেন। সোমবার ভোররাতে অনশন মঞ্চ থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। টেনে হিঁচড়ে অ্যাম্বুল্যান্সে তোলা হয় পিকে-কে। কার্যত জোর করেই পাঠানো হয় এইমস হাসপাতালে। জন সূরয পার্টির অভিযোগ, প্রশান্ত কিশোরের সঙ্গে বর্বরোচিত আচরণ করেছে পুলিশ। এমনকী পুলিশের বিরুদ্ধে তাঁকে চড় মারারও অভিযোগ তোলা হয়েছে।

'আমি নির্দোষ, আপনার কাছেই প্রমাণ করব', চার্জ গঠন হতেই বিচারককে বললেন পার্থ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ নিয়োগ দুর্নীতিতে ইডির মামলায় চার্জ গঠন হল। সোমবার ব্যাঙ্কশাল আদালতে চার্জ গঠন করা হয় সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র ওরফে কালীঘাটের কাকু, প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। এ দিন আদালতে দাঁড়িয়ে ইডি-র বিশেষ আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহার প্রশ্নের জবাবে পার্থর দাবি, 'আমি নির্দোষ। আপনার কাছেই প্রমাণ করব।' এ দিন চার্জ গঠন হয় অয়ন শীল, মানিক ভট্টাচার্যের বিরুদ্ধেও। প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এ দিন হাজির ছিলেন আদালতে। বিচারক তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা সব অভিযোগ তাঁকে শোনান। এর পরই পার্থর বক্তব্য শুনতে চান বিচারক। পার্থ জানান, সমস্ত অভিযোগ কাল্পনিক। সবই মিথ্যা। তা তিনি প্রমাণও করবেন। শুনানি শেষে পার্থ বলেন, ''চার্জ গঠন করে ভাবমূর্তি কালিমালিপ্ত করার চেষ্টা করছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। প্রমাণ ছাড়াই চার্জ গঠন হয়েছে।'' বিচারক বলেন, ''এ তো আদালত অবমাননার সমতুল অভিযোগ।'' শুনেই পার্থ বলেন, ''আপনার উপর আস্থা আছে।'' বিচারক বলেন, ''আপনি কী করে ভাবলেন, প্রমাণ ছাড়া আপনার বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হল?'' অন্যদিকে কালীঘাটের কাকু অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাই এ দিন ভার্চুয়ালি তাঁকে পেশ করা হয়। সূত্রের খবর, ভার্চুয়ালি তাঁকে বিচারক জানিয়ে দেন, কোন কোন ধারায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন হল। বাইপাসের ধারে যে বেসরকারি হাসপাতালে সুজয়কৃষ্ণ ভদ্র চিকিৎসাধীন। ইডি এ দিন কালীঘাটের কাকুর মেডিক্যাল রিপোর্ট জমা দেয় আদালতে। তারা জানায়, কালীঘাটের কাকু এই মুহূর্তে হাই-ডিপেনডেন্সি ইউনিট বা এইচডিইউ-এ চিকিৎসাধীন। তাঁর জন্য মেডিক্যাল বোর্ডও গঠন করা হয়েছে। কালীঘাটের কাকুর বুকে পেসমেকার বসানো। তা বদলানোর প্রয়োজন রয়েছে কি না তা জানতে এনজিওগ্রাফি করা হবে। অন্যদিকে এদিন আদালতে হাজির প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি

মানিক ভট্টাচার্য। কোন কোন ষড়যন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত তিনি, কীসের টাকা তাঁর পকেটে ঢুকেছে, সেই সব এদিন উল্লেখ করেন বিশেষ ইডি আদালতের বিচারক শুভেন্দু সাহা। বিচারক বলেন, ''আপনি প্রাথমিক বোর্ডের প্রধান হিসেবে দায়িত্বে থেকে কোটি কোটি টাকা কামিয়েছেন। আপনি অন্যতম অভিযুক্ত। আপনি অন্যদের সঙ্গে নিয়ে ষড়যন্ত্র করেছেন। উচ্চপদে থেকে চাকরি দিয়েছেন অবৈধভাবে।'' সামনে মানিককে রেখে বিচারক আরও বলেন, ''প্রাথমিক বোর্ডের প্রেসিডেন্ট হিসেবে পদের অপব্যবহার করেছেন আপনি। তাপস মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত থেকে অবৈধভাবে চাকরি দিয়েছেন মোটা টাকার বিনিময়ে। কোভিডের সময়ে অনলাইন ক্লাসের নামে টাকা নেওয়া হয়েছে। টাকা গিয়েছে আপনার ছেলের সংস্থায়। আপনার স্ত্রীর অ্যাকাউন্টে গিয়েছে মোটা অঙ্কের টাকা। সুজয় কৃষ্ণ ভদ্র আপনার সঙ্গে রোজ মোবাইলে যোগাযোগ রাখতেন। আপনার অফিসে যেতেন। চাকরিপ্রার্থীদের নামের তালিকা দিতেন। আপনি আপনার পদের অপব্যবহার করে মানি লন্ডারিং করেছেন।'' এরপর বিচারক প্রশ্ন করেন, ''আপনি কি দোষী না দোষী নন?'' উত্তরে মানিক ভট্টাচার্য বলেন, ''আমি দোষ মানব তখনই, যখন মামলা থেকে অব্যাহতির যে আবেদন করেছি, তার অর্ডার কপি পাব।'' এরপর বিচারক আবারও প্রশ্ন করেন, ''আপনি দোষ স্বীকার করবেন, না কি করবেন না?'' মানিকের জবাব, ''স্যার আমার বক্তব্য রেকর্ড করা হোক।'' এ কথা শুনে বিচারক বলেন, ''আমি এটা ধরলাম যে আপনি দোষ স্বীকার করলেন না। এই পর্যায়ে অন্য কোনও পদক্ষেপ করা যাবে না।'' আবারও মানিক প্রশ্ন করেন, ''আমি কিছু বলতে পারব না?'' বিচারকের প্রশ্নের জবাব না দিয়ে পাল্টা প্রশ্ন করায় ক্ষুব্ধ হন বিচারক। তিনি বলেন, ''মানিকবাবু বাইরে গিয়ে বসুন নাহলে বাইরে বের করতে বাধ্য হব।'' এরপর কথা বলেন মানিকের আইনজীবী গোপাল হালদার। তিনি বলেন, ''আপনি শুনতে চাইছেন না। আমাদের কথা শুনুন। এটা তো ডিকটেশন হয়ে যাচ্ছে।'' তবে তারপরও কিছু শুনতে চাননি বিচারক।

মমতার জন্মদিনে বাংলায় শুভেচ্ছাবার্তা খাড়গের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উপলক্ষ্যে শুভেচ্ছা জানালেন কংগ্রেসের জাতীয় সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তিনি গত রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায়. বাংলায় লেখেন, তৃণমূলের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারপার্সন মমতা দিদিকে জন্মদিনের আন্তরিক শুভেচ্ছা। আপনার দীর্ঘ ও সুস্থ জীবন কামনা করছি।উল্লেখ্য, রবিবার মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৭০ বছরে পদার্পণ করেন। তাঁকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী-সহ বহু বিশিষ্ট ব্যক্তি।

নীতীশের আর ভুল করবো না মন্তব্যকে কটাক্ষ জিতেন্দ্রর, বললেন তিনি তৃতীয়বারও ভুল করবেন

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি ঃ বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমারের আর ভুল করবো না, মন্তব্যকে কটাক্ষ করলেন এনসিপি-এসসিপি নেতা জিতেন্দ্র আওহাদ। জিতেন্দ্রর মতে, নীতীশ কুমার তৃতীয়বারের জন্যও ভুল করবেন।বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার বলেছেন, আমি এদিক-ওদিক গিয়েছি, এই ধরনের ভুল আর করবো না। নীতীশের এই মন্তব্যকে কটাক্ষ করে জিতেন্দ্র আওহাদ বলেছেন, তিনি ফের এই ভুল করবেন।

মুক্তি পেল শাহিদ কাপুরের সিনেমা ‘দেবা’র টিজার

মুম্বই, ৬জানুয়ারি ঃ অ্যাকশন অবতারে বহুদিন পর শাহিদ কাপুর। এবার তিনি পুলিশ অফিসারের ভূমিকায়। শাহিদ কাপুর তাঁর আগামী সিনেমা ‘ এক পুলিস অফিসারের চরিত্রে অভিনয় করবেন। আগেই সেই কথা জানিয়েছিলেন খোদ অভিনেতা। রবিবার মুক্তি পেয়েছে ‘দেবার’র টিজার। তাতে শাহিদকে দেখা যাচ্ছে ক।। মেজাজের এক পুলিস অফিসারের চরিত্রে। সিনেমাটির পরিচালনা করেছেন রোশন অ্যান্ড্রুস। ‘ সিনেমাতে প্রচুর অ্যাকশন দৃশ্য থাকবে বলে জানিয়েছেন নির্মাতারা। শাহিদ ছা।।ও এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা যাবে পূজা হেগড়েকে। আগামী ৩১ জানুয়ারি বড়পর্দায় মুক্তি পাবে ‘দেবা’।

ঘন কুয়াশায় গঙ্গাসাগরে কমল দৃশ্যমানতা, মুখ্যমন্ত্রীর সফর ঘিরে নিরাপত্তা জোরদার

গঙ্গাসাগর, ৬ জানুয়ারি ঃ ভোররাত থেকেই ঘন কুয়াশার আস্তরণ। কুয়াশা এতটাই বেশি যে, গঙ্গাসাগরে দৃশ্যমানতা কমে গেল। সোমবার ভোররাত থেকেই ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল চারিদিক।সোমবারই আসছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়েও ব্যস্ততা তুঙ্গে। সুন্দরবন পুলিশ ডিস্ট্রিক্ট এর তরফেও কন্ট্রোল রুম গড়ে তোলা হয়েছে। এখন শেষ মুহূর্তের কাজ চলছে জোরকদমে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ মুখ্যমন্ত্রী ধামির, একাধিক বিষয়ে চর্চা উভয়ের

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি সোমবার দিল্লিতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী ও মুখ্যমন্ত্রী ধামির মধ্যে একাধিক বিষয়ে চর্চা হয়ে থাকতে পারে। উত্তরাখণ্ডে আয়োজিত জাতীয় গেমসে প্রধানমন্ত্রীকে আমন্ত্রণ জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি। তিনি প্রধানমন্ত্রীকে মালারি (চামোলি) শাল এবং নারায়ণ আশ্রমের একটি প্রতিরূপ উপহার দেন।

মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে বিজেডি-র প্রতিবাদ, সুর চড়ালেন নবীনের দলের নেতারা

ভুবনেশ্বর, ৬ জানুয়ারি ঃ মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এবার বিজেপির বিরুদ্ধে সুর চড়াল বিজু জনতা দল (বিজেডি)। সোমবার বিজু জনতা দল (বিজেডি) কর্মীরা ভুবনেশ্বরের লোয়ার পিএমজি স্কোয়ারে জমায়েত করেন, সেখানে মুদ্রাস্ফীতি এবং নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের দাম বৃদ্ধির অভিযোগ এনে বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হন।বিজু জনতা দলের (বিজেডি) সাংসদ সস্মিত পাত্র বলেছেন, এখন ওড়িশা উচ্চ মূল্যবৃদ্ধিতে জর্জরিত এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি ঘটছে এবং ওড়িশার জনগণকে প্রভাবিত করছে। দ্রব্যমূল্যের দাম সর্বকালের মধ্যে সর্বোচ্চ। আলু থেকে পেঁয়াজ, চাল থেকে চিনি, ওড়িশায় প্রতিটি নির্দিষ্ট পণ্য এবং সবজির দাম এখন আকাশ ছুঁয়েছে। এটা শুধু বিজেডির লড়াই নয়। এটা ওড়িশার সাড়ে চার কোটি মানুষের লড়াই। মুখ্যমন্ত্রী মোহন চরণ মাঝির কোনও ধারণা নেই কীভাবে সরকার চালাতে হয়। তাঁর পুরো মন্ত্রিসভা অত্যন্ত অযোগ্য।

দক্ষিণ শালমারা-মানকাচরে কোটি টাকার মাদকদ্রব্য সহ আটক দুই

দক্ষিণ শালমারা (অসম), ৬ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর জেলা পুলিশের ড্রাগস-বিরোধী অভিযান সমানেই চলছে। আজ সোমবার জেলা পুলিশ মাদক-বিরোধী অভিযান চালিয়ে কোটি টাকা মূল্যের হেরোইন সহ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নেশার ক্যাপসুল ও ট্যাবলেট বাজেয়াপ্ত করেছে। এর সঙ্গে আটক করা হয়েছে দুই মাদক কারবারিকে।জানা গেছে, গোপন সূত্রে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আজ ভোররাতে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার প্রতাপ দাসের নেতৃত্বে পুলিশের এক বিশেষ দল দক্ষিণ শালমারার দ্বিতীয় খণ্ড গ্রামে ড্রাগস-বিরোধী অভিযান চালায়। অভিযানে কুখ্যাত দুই ড্রাগস মাফিয়াকে আটক করে তাদের হেফাজত থেকে বিপুল পরিমাণের মাদকদ্রব্য বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।আটককৃত অভিযুক্ত দুই মাদক কারবারি দক্ষিণ শালমারা থানা এলাকার দক্ষিণ শালমারা দ্বিতীয় খণ্ডগ্রামের তুজামিল হক (৪৪) এবং আসিফ আলি (৩৯)-র হেফাজত থেকে ১.০৩৫ কিলোগ্রাম ওজনের মোট ১,৪৪৭টি নাইট্রাজেপাম ট্যাবলেট, ৯২১ গ্রাম ওজনের মোট ১,২৪৮টি ট্রেমাডল ক্যাপসুল, ১৩গ্রাম হেরোইন, হেরোইন বিক্রির জন্য ব্যবহৃত ৩২টি খালি প্লাস্টিকের শিশি, একটি স্মার্ট মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করেছেন পুলিশের অভিযানকারীরা।

আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছে দেশঃযোগী আদিত্যনাথ

লখনউ, ৬ জানুয়ারি ঃ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আদিবাসী সংস্কৃতি সংরক্ষণের জন্য পূর্ণ প্রস্তুতি নিয়ে কাজ করছে দেশ। জোর দিয়ে বললেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তিনি বলেছেন, এই লক্ষ্যে অনেক কর্মসূচিও চালানো হচ্ছে। একই ধারাবাহিকতায়, আপনাদের মনে থাকবে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বিরসা মুণ্ডার জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে ১৫ নভেম্বর দিনটিকে 'জনজাতি গৌরব দিবস' হিসাবে ঘোষণা করেছিলেন।উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ রবিবার ১৬তম উপজাতি যুব কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন এবং ওড়িশা, ঝাড়খণ্ড, ছত্তিশগড় এবং মধ্যপ্রদেশের অংশগ্রহণকারী যুবকদের সাথে আলাপচারিতা করেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ এদিন বলেছেন, এই বছরটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ, এটি বিরসা মুন্ডার ১০০ তম জন্মবার্ষিকী এবং তাই এই অনুষ্ঠানটি নেহরু যুব কেন্দ্র দ্বারা দেশের যুবকদের সাথে সংযোগ স্থাপনের জন্য আয়োজন করা হচ্ছে।

ঘন কুয়াশায় দৃশ্যমানতা তলানিতে, ট্রাক ও ডিসিএম-এর মধ্যে সংঘর্ষ, আহত দুই

লখনউ, ৬ জানুয়ারি ঃ সোমবার সকালে উত্তর প্রদেশের লখনউতে ঘন কুয়াশার জেরে দৃশ্যমানতা ছিল তলানিতে। এর ফলে একটি দ্রুতগামী ট্রাক ও একটি ডিসিএম-এর মধ্যে মুখোমুখি ধাক্কা লাগে। সংঘর্ষের ফলে চালক এবং সহকারী গুরুতর আহত হয়েছেন।ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে আহতদের উদ্ধার হাসপাতালে নিয়ে যায়। এই ঘটনার জেরে যান চলাচল ব্যাহত হয়। ঘটনাস্থল থেকে দুমড়ে মুচড়ে যাওয়া গাড়ি সরিয়ে নেয় পুলিশ। ঘন্টাদুয়েকের মধ্যে ট্র্যাফিক ব্যবস্থা সচল করা হয় বলে জানা গেছে।

সাঁকরাইলে আগুনে পুড়ে ছাই ছাপাখানা

হাওড়া, ৬ জানুয়ারি ঃভয়াবহ অগ্নিকান্ড হাওড়ার সাঁকরাইলে। আগুনে পু।ে ছাই ছাপাখানা। ঘটনাটি ঘটেছে সাঁকরাইলের মানিকপুরের কাছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, রবিবার গভীর রাতে একটি বন্ধ থাকা ছাপাখানায় হঠাৎ আগুনের শিখা দেখতে পান স্থানীয়রা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে পুলিশ ও দমকল বাহিনী।জানা গেছে, প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান এলাকাবাসীরা। প্রায় ঘন্টাখানেকের

সিরিয়ার ঘটনাবলীর যৌথ কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলেঃসর্বোচ্চ নেতা

ইরান,৬ জানুয়ারিঃইরানের সর্বোচ্চ নেতা বলেছেনঃসিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী, মূল হোতা হলো আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। চক্রান্তের প্রধান কমান্ড রুম আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইলে রয়েছে।এইসব ঘটনা নিয়ন্ত্রণের চাবিকাঠি যে তাদের হাতে সে সম্পর্কে আমাদের কাছে প্রমাণ রয়েছে। এসব প্রমাণ নিয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই।তাসনিম নিউজ এজেন্সি জানিয়েছে, আজ (গত ১১ ডিসেম্বর বুধবার) ইমাম খোমেনি হোসাইনিয়ায় ইসলামি ইরানের সর্বোচ্চ নেতা আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ীর সঙ্গে দেশের বিভিন্ন স্তরের হাজার হাজার মানুষ সাক্ষা করেছেন।এতে কোনো সন্দেহ নেই যে সিরিয়ায় যা ঘটেছে তা আমেরিকা ও ইসরাইলের যৌথ পরিকল্পনার ফসল। হ্যাঁ, সিরিয়ার একটি প্রতিবেশী সরকার এ ক্ষেত্রে একটি সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছে এবং করে যাচ্ছে-সবাই তা দেখছে। কিন্তু নিঃসন্দেহে মূল ষড়যন্ত্রকারী এবং চক্রান্তকারী আমেরিকা ও ইহুদিবাদী ইসরাইল। তিনি সিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলীর সাথে ইহুদিবাদী ও আমেরিকার আচরণকে এর অন্যতম প্রমাণ হিসেবে অভিহিত করে বলেনঃতারা যদি সিরিয়ায় ঘটনার মূল হোতা না হয়ে থাকে, তাহলে অন্যান্য দেশের মত তারা কেন নীরব থাকল না? কেন তারা শত শত স্থাপনা, বিভিন্ন কেন্দ্রের অবকাঠামো, বিমানবন্দর, গবেষণা কেন্দ্র, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসহ সিরিয়ার বিভিন্ন এলাকায় বোমাবর্ষণ করার মতো অযাচিত হস্তক্ষেপ করলো?ঘটনার প্রথম দু'য়েক দিনেই সিরিয়ার ৭৫টি পয়েন্টে হামলার কথা আনুষ্ঠানিকভাবে স্বীকার করেছে আমেরিকা। বিপ্লবের নেতা এ প্রসঙ্গে বলেনঃতাদের পাশাপাশি ইহুদিবাদীরাও সিরিয়ার ভূমি দখল করে তাদের ট্যাংক নিয়ে দামেস্কের কাছাকাছি চলে এসেছে। যেই আমেরিকা অন্যান্য দেশের ছোটখাটো সীমান্ত লঙ্ঘনের ঘটনায় অনেক বেশি সংবেদনশীলতা দেখায়, তারা একটু প্রতিবাদও তো করলো না, উল্টো বরং তারা সাহায্য করেছে। তো, সিরিয়ার এই ঘটনায়. কি প্রমাণ হয় না যে এইসব দুর্ঘটনার পেছনে তাদের হাত রয়েছে?হজরত আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী সিরিয়ার বিষয়ে যুক্তরাষ্ট্র ও ইহুদিবাদীদের জড়িত থাকার আরেকটি প্রমাণ ব্যাখ্যা করে বলেনঃ শেষের দিনগুলোতে সিরিয়ার একটি অঞ্চলের জনগণের জন্য-বিশেষ করে জয়নাবিয়াহ-এলাকার জন্য কিছু সাহায্য ও ত্রাণ পাঠানোর কথা ছিল। কিন্তু ইহুদিবাদীরা সমস্ত স্থলপথ এবং বিমানপথ বন্ধ করে দেয়। আমেরিকা এবং ইহুদিবাদীরা ওই সাহায্যগুলোকে ফ্লাইটের মাধ্যমেও আকাশপথে স্থানান্তর করতে দেয় নি। যদি তারা সিরিয়ার ঘটনার নেপথ্যে না থাকবে এবং কোন সন্ত্রাসী বা সশস্ত্র গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিরিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করবে, তাহলে তারা সিরিয়ার জনগণকে সাহায্য করা বন্ধ করল কেন?সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃপ্রতিরোধ ফ্রন্টের বৈশিষ্ট্য হলোঃযত বেশি ধাক্কা দেবেন, তত তারা শক্তিশালী হবে। যত বেশি অপরাধযজ্ঞ চালাবেন, তত বেশি উদ্যমী হবে। আপনি তাদের সাথে যত বেশি লড়াই করবেন, তত বেশি তারা বিস্তৃত হবে। আমি আপনাদের বলতে চাই, মহান আল্লাহর ইচ্ছায় প্রতিরোধ ফ্রন্টের পরিধি গোটা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলকে আগের চেয়ে বেশি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলবে। এই পুরো অঞ্চলে প্রতিরোধ ফ্রন্ট আগের চেয়েও অনেক বেশি শক্তিশালী হবে।প্রতিরোধের অর্থ সম্পর্কে যার বিন্দুমাত্র ধারনা নেই, তারা মনে মনে ভাবে, যখন প্রতিরোধ ফ্রন্ট দুর্বল হয়ে পড়েছে, তখন ইসলামি ইরানও দুর্বল হয়ে পড়বে। আমি আপনাদের দৃ।তার সঙ্গে জানাতে চাই, সর্বশক্তিমান আল্লাহর ইচ্ছায়, ইরান অনেক শক্তিশালী এবং সামনের দিকে আরো বেশি শক্তিশালী হবে ইনশাআল্লাহ।অবশ্য যেসব আগ্রাসীর কথা উল্লেখ করলাম তাদের প্রত্যেকেরই একটি উদ্দেশ্য আছে। তাদের লক্ষ্য ভিন্ন, তাদের মধ্যে কেউ কেউ সিরিয়ার উত্তর বা সিরিয়ার দক্ষিণ থেকে ভূমি দখল করতে চাচ্ছে, আমেরিকা এ অঞ্চলে তাদের অবস্থান মজবুত করতে চাচ্ছে,এগুলোই তাদের লক্ষ্য। সময়মতো দেখা যাবে তাদের এইসব লক্ষ্যের কোনোটাই অর্জিত হবে না ইনশাআল্লাহ। সিরিয়ার দখলকৃত এলাকা মুক্ত হবে উদ্যমী সিরিয়ান যুবকদের মাধ্যমে এটা যে ঘটবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। আমেরিকার অবস্থানও মজবুত হবে না, আল্লাহর রহমতে, আমেরিকাকেও প্রতিরোধ ফ্রন্ট্রের মাধ্যমে এ অঞ্চল থেকে বিতাড়িত করা হবে।তিনি গত ১৪ মাসের চাপে হিজবুল্লাহ, হামাস, ইসলামি জিহাদ এবং অন্যান্য ফিলিস্তিনি বাহিনী শক্তিশালী হয়েছে বলে উল্লেখ করেন। এই শক্তিশালী হবার ঘটনাকে সত্যের চিহ্ন হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেনঃবিপর্যয়ের চাপ এবং সাইয়েদ হাসান নাসরুল্লাহকে হারানোর ক্ষতি খুব ভারী ছিল, কিন্তু হিজবুল্লাহর শক্তি এবং মুষ্টি আরো বেশি শক্তিশালী হয়েছে এবং এই সত্য উপলব্ধি করে তারা যুদ্ধবিরতি চাইতে বাধ্য হয়েছে।তিনি ইহুদিবাদীদের সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধাকে জাতিগুলোর জন্য লাল রেখা বলে উল্লেখ করে বলেনঃ ইহুদিবাদী এবং তাদের সহযোগীদের জানা উচিত ঐশি নিয়ম অনুসারে অপরাধ কখনও বিজয় নিয়ে আসে না। আজ সেই ঐশি নীতি এবং ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটছে গাজা, জর্দান নদীর পশ্চিম তীর এবং লেবাননে।বহু বছর ধরে সিরিয়ায় ইরানের উপস্থিতির কথা উল্লেখ করে সর্বোচ্চ নেতা বলেনঃ একটি বিষয় যা অধিকাংশ তরুণ-তরুণীই জানে না তা হলো, সিরিয়া সরকারকে আমাদের সাহায্যের আগে, অর্থা পবিত্র প্রতিরক্ষার একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়ে যখন সবাই সাদ্দামের পক্ষে এবং আমাদের বিপক্ষে কাজ করছিল, সিরিয়া সরকার তখন ইরানকে গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দিয়েছিল। সিরিয়া সরকার ওই সিদ্ধান্তমূলক পদক্ষেপ নিয়ে ইরাক থেকে ভূমধ্যসাগরে তেলের পাইপলাইন বন্ধ করে দেয় এবং সাদ্দামকে তার আয় থেকে বঞ্চিত করে।তিনি সিরিয়া ও ইরাকে ইরানি যুবকদের উপস্থিতি এবং কিছু ইরানি কমান্ডারের উপস্থিতির কারণ হিসেবে আইএসআইএস মোকাবেলার কথা উল্লেখ করে বলেনঃ আইএস আইএস ছিল নিরাপত্তাহীনতার একটি বোমা। তারা সিরিয়া ও ইরাককে নিরাপত্তাহীন করার পর আমাদের দেশকেও নিরাপত্তাহীন করার চূড়ান্ত লক্ষ্যে কাজ করছিল।আমাদের কর্মকর্তারা খুব দ্রুত বুঝতে পেরেছিলেন যে আইএসআইএসের সন্ত্রাসীযাত্রা বন্ধ করা না হলে নিরাপত্তাহীনতা পুরো ইরানকে ছেয়ে ফেলবে। তাদের সন্ত্রাসী বিপর্যয়ের উদাহরণ আপনারা আমাদের সংসদ, শাহচেরাগ এবং কেরমানের ঘটনাগুলোতে দেখেছেন।সিরিয়ার ঘটনা থেকে শিক্ষণীয় বিষয়ের কথা তুলে ধরে তিনি বলেনঃপ্রথম শিক্ষা হল শত্রুকে অবহেলা না করা। সিরিয়ায় শত্রুরা খুব দ্রুত কাজ করেছে কিন্তু তাদেরকে গোয়েন্দা রিপোর্ট আগেই দেওয়া উচিত ছিল এবং তা প্রতিরোধ করা উচিত ছিল। আমাদের গোয়েন্দা সংস্থা কয়েক মাস আগে সিরিয়ার কর্তৃপক্ষকে সতর্কবার্তা পাঠিয়েছিল। আয়াতুল্লাহিল উজমা খামেনেয়ী আরও বলেনঃইসলামি বিপ্লবের ৪৬ বছরে আমরা ছোট-বড়ো অনেক কঠিন ঘটনা ও পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে গেছি, যেমন সাদ্দামের বিমান তেহরান বিমানবন্দরে বোমাবর্ষণ করেছিল এবং জনগণের হৃদয়ে ভীতি সৃষ্টি করেছিল, কিন্তু সমস্ত তিক্ত ঘটনার মুখোমুখি হবার পরও ইসলামী প্রজাতন্ত্র এক মুহূর্তের জন্যও নিষ্ক্রিয় হয় নি।সর্বোচ্চ নেতা তাঁর বক্তৃতার শেষে ইরানের জনগণকে সক্রিয় ও সদাপ্রস্তুত থাকার আহ্বান জানিয়ে বলেনঃ আল্লাহর রহমতে এ অঞ্চলে ইহুদিবাদ এবং তাদের পশ্চিমা খবিসদের মূল উপাটন করা হবে।

অসমের ১১টি জেলায় শুরু চলতি বছরের প্রথম দফার ‘ গুণোৎসব ২০২৫’, মূল্যায়ন ১৪,১১,৮৭৪ লক্ষ পড়ুয়ার

গুয়াহাটি, ৬ জানুয়ারি ঃ নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী সোমবার রাজ্যের ১১টি জেলায় শুরু হয়েছে চলতি বছরের প্রথম দফার ‘ ২০২৫’। প্রথম দফার মূল্যায়ন পর্ব চলবে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত। চারদিনের ‘ পর্বে মূল্যায়ন হবে বিভিন্ন স্কুলের মোট ১৪,১১,৮৭৪ লক্ষ ছাত্রছাত্রীরা। ‘ ২০২৫’-এর মূল ভাবনা ‘ শিক্ষা নিশ্চিত করা’। সোমবার সকালে নিজের অফিশিয়াল এক্স হ্যান্ডলে সংশ্লিষ্ট সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ডা. রণোজ পেগু আরও লিখেছেন, ‘ ভবিষ্য শিক্ষার উচ্চমান উন্নয়নে এর সফল সমাপ্তি নিশ্চিত করতে সকলের সহযোগিতা এবং সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি।’চলতি বছরের প্রথম দফার ‘ ২০২৫’-এর সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়ে মন্ত্রী ডা. পেগু জানিয়েছেন, ‘ ২০২৫, গুণমান শিক্ষা নিশ্চিতকরণ ভাবনার ভিত্তিতে ৬ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত ১১টি জেলার ১৬,০৫৬টি স্কুল এবং ১৪,১১,৮৭৪ জন শিক্ষার্থীকে ৬,৩৬৫ জন এক্সটার্নাল অবজার্ভার মূল্যায়ন করবেন।’আজ থেকে ৯ জানুয়ারি পর্যন্ত যে সব জেলায় ‘ ২০২৫’ পর্ব চলবে সেগুলি যথাক্রমে শ্রীভূমি, কামরূপ, কারবি আংলং, বরপেটা, বজালি, কোকরাঝাড়, লখিমপুর, নগাঁও, শিবসাগর, দক্ষিণ শালমারা-মানকাচর এবং ওদালগুড়ি। এই পর্বে আদর্শ বিদ্যালয়, চা বাগান আদর্শ বিদ্যালয়, কস্তুরবা গান্ধী বালিকা বিদ্যালয়, নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু আবাসিক বিদ্যালয় এবং চা বাগান ব্যবস্থাপনা বিদ্যালয় সহ মোট ১৬,০৫৬টি সরকারি ও প্রাদেশিক বিদ্যালয়ের মূল্যায়ন হবে।গুণোসবে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির ১৪,১১,৮৭৪ জন ছাত্রছাত্রীদের মূল্যায়নে এক্সটার্নাল অবজার্ভার হিসেবে নিয়োজিত করা হয়েছে রাজ্য সরকারের মন্ত্রী, সাংসদ, বিধায়ক, এসএসসি, ইএমএস, আইএএস, আইপিএস, আইএফএস, একেএস, এপিএস, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির কর্মকর্তা সহ মোট ৬,৩৬৫ জনকে।

কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করেই এক দশক নষ্ট করেছে এএপি সরকারঃপ্রধানমন্ত্রী

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃআম আদমি পার্টি শাসিত দিল্লি সরকার কেন্দ্রের সঙ্গে লড়াই করেই এক দশক সময় নষ্ট করেছে বলে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী অভিযোগ করেছেন। রবিবার দিল্লির রোহিণীর জাপানিজ পার্কে এক জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, আগামী ২৫ বছর দিল্লির উন্নয়নের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে ভারত বিকশিত দেশের তকমা অর্জন করবে। গত বছর কেন্দ্রের বিজেপি সরকার, দিল্লির নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য পরিষেবা এবং উন্নয়নমূলক কাজের জন্য ৭৫ হাজার কোটি টাকারও বেশি বরাদ্দ করেছে। এর লক্ষ্য হল দিল্লিকে এমন এক রাজধানীতে রূপান্তরিত করা যা ভারতের সমৃদ্ধ ঐতিহ্যকে প্রতিফলিত করবে এবং বিশ্ব শৃঙ্খলার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও এক গুরুত্বপূর্ণ হাব হিসেবে কাজ করবে।

কর্ণাটকে দু'জনের শরীরে এইচএমপি ভাইরাসের হদিশ, নজর রাখছে আইসিএমআর

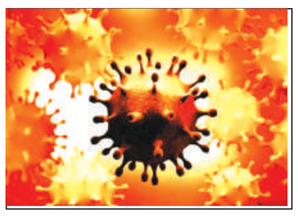

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারি ঃ কর্ণাটকে দু'জনের শরীরে মিলল এইচএমপি ভাইরাসের হদিশ। কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রক জানিয়েছে, ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিক্যাল রিসার্চ (আইসিএমআর) কর্ণাটকে হিউম্যান মেটাপনিউমোভাইরাস-এর দু'টি কেস শনাক্ত করেছে।হিউম্যান মেটাপনিউমোভাইরাস (এইচএমপিভি)-এ আক্রান্ত হয়েছে বেঙ্গালুরুর এক শিশু। আট মাসের ওই শিশুর শরীরে এই ভাইরাসের সংক্রমণের লক্ষণ মিলেছে। এক বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা চলছিল ওই শিশুর। সেখানেই নমুনা পরীক্ষায় সংক্রমণের হদিস পাওয়া যায়। এছাড়াও কর্ণাটকেই আরও একজনের শরীরে এইচএমপি ভাইরাসের হদিশ।

প্রকাশ্যে অক্ষয়ের সিনেমা ‘ স্কাই ফোর্স’-এর ট্রেলার

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি ঃ বছর শুরুর মাসে বক্সঅফিস ভাগ্য পরীক্ষায় হাজির অক্ষয় কুমার। তাঁর অভিনীত ‘ স্কাই ফোর্স’-এর প্রথম ঝলক মুক্তি পেল গত রবিবার। স্কাই ফোর্স ছবির গল্প ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের সময় ভারতের প্রথম এবং মারাত্মক বিমান হামলাকে কেন্দ্র করে আর্বতিত। এটি একটি অ্যাকশন-প্যাকড দেশাত্মবোধক ছবি। স্কাই ফোর্সে মুখ্য ভূমিকায় রয়েছেন অক্ষয় কুমার। তাঁকে দেখা যাবে ভারতীয় বায়ুসেনার অফিসার হিসাবে। আছেন নবাগত বীর পাহারিয়া। ‘ স্কাই ফোর্স’ সিনেমাটি পরিচালনা করেছেন অভিষেক কাপুর এবং সন্দীপ কেলওয়ানি। এই সিনেমাতে অভিনয় করতে দেখা যাবে সারা আলি খান ও নিমরত কউরকে। আগামী ২৪ জানুয়ারি বড়পর্দায় মুক্তি পাবে ‘ স্কাই ফোর্স’ সিনেমাটি।

শিক্ষকদের অবসরের বয়সসীমা বাড়ানো হয়নি, সোশ্যাল মিডিয়ায় জানালেন ব্রাত্য

কলকাতা, ৬জানুয়ারিঃ রাজ্য সরকারি শিক্ষকদের অবসরের বয়স পাঁচ বছর বৃদ্ধি পাচ্ছে, এই ধরণের একটি খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারিত হওয়ার পর রীতিমতো শোরগোল পড়ে যায়। কিন্তু এই দাবি খারিজ করে দিয়েছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু।তিনি রবিবার সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, কয়েকটি সমাজ মাধ্যমে একটি খবর প্রচারিত হয়েছে যে, রাজ্য সরকার শিক্ষকদের অবসরের বয়স বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংবাদটি সম্পূর্ণ ভুল ও ভ্রান্তিমূলক।এমনভাবে ভুয়ো খবর ছড়ানোর প্রচেষ্টা বাস্তবিকই অর্থহীন।এ ধরনের বিভ্রান্তি সমাজমাধ্যমে প্রচার না করার আবেদন জানাচ্ছি।

প্রয়াত বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রাজাগোপাল চিদাম্বরম

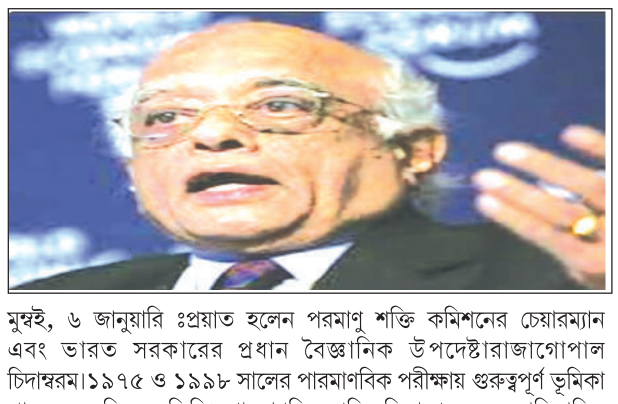

মুম্বই, ৬ জানুয়ারি ঃপ্রয়াত হলেন পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান এবং ভারত সরকারের প্রধান বৈজ্ঞানিক উপদেষ্টারাজাগোপাল চিদাম্বরম।১৯৭৫ ও ১৯৯৮ সালের পারমাণবিক পরীক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তিনি। পারমাণবিক শক্তি বিভাগের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, গত শনিবার ৮৮ বছর বয়সে মুম্বইয়ের যশলোক হাসপাতালে দেহাবসান হয়েছে প্রবাদপ্রতীম এই বিজ্ঞানীর।১৯৭৫ এবং ১৯৯৯ সালে যথাক্রমে পদ্মশ্রী এবং পদ্মবিভূষণে ভূষিত হন রাজাগোপাল চিদাম্বরম। ভারতের অন্যতম বিশিষ্ট পরীক্ষামূলক পদার্থবিদ হিসেবে বিবেচিত চিদাম্বরম দেশের মৌলিক বিজ্ঞান এবং পারমাণবিক প্রযুক্তির অনেক ক্ষেত্রে অসামান্য অবদান রেখেছিলেন।ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরু থেকে ১৯৬২ সালে পিএইচডি করেন। ওই বছরে ভাবা অ্যাটমিক রিসার্চ সেন্টারে (বার্ক) যোগ দেন। ১৯৯০ সালে তিনি বার্কের পরিচালক হন। ১৯৯৩ থেকে ২০০০ সাল পর্যন্ত চিদাম্বরম ভারতের পরমাণু শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ছিলেন।১৯৭৪ সালে পোখরানে শান্তিপূর্ণ পারমাণবিক বিস্ফোরণ পরীক্ষার নকশা ও বাস্তবায়নে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। তিনি ডিপার্টমেন্ট অফ অ্যাটমিক এনার্জি (ডিএই)-র নেতৃত্বেও ছিলেন। ১৯৯৮ সালের মে মাসে পোখরান পরীক্ষায় ব্যবহৃত পারমাণবিক বিভিন্ন যন্ত্রের নকশা করেন তাঁরা।ডিএই-র তাঁর পরিচালনায় থাকাকালীন, পারমাণবিক বিদ্যুৎ কর্মসূচি অনন্য উচ্চতায় পৌঁছেছিল। পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলির সক্ষমতা সেই সময় দ্রুত বৃদ্ধি পায়। তিনি ১৯৯৪-৯৫ সাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক পারমাণবিক শক্তি সংস্থার (আইএইএ) পরিচালনমণ্ডলীর চেয়ারপার্সন ছিলেন। ২০০৮ সালে চিদাম্বরমকে '২০২০ এবং তার পরে আইএইএ-র ভূমিকা' বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করার জন্য কমিশনের সদস্য হিসাবে নিযুক্ত করে। এছাড়াও তিনি ১৯৯০-৯৯ সালে ‘ ইউনিয়ন অফ ক্রিস্টালোগ্রাফি’-র কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্য এবং পরে সহ-সভাপতি ছিলেন।পদ্মশ্রী এবং পদ্মবিভূষণ ছাড়া, চিদাম্বরমের ঝুলিতে রয়েছে একাধিক পুরস্কারঃযেমন-ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্স, বেঙ্গালুরুর বিশিষ্ট প্রাক্তন ছাত্র পুরস্কার (১৯৯১),ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল সায়েন্স অ্যাকাডেমি কর্তৃক দ্বিতীয় জওহরলাল নেহরু জন্মশতবর্ষের আন্তর্জাতিক ভিজিটিং ফেলোশিপ (১৯৯২),ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশনের সি.ভি.রমন জন্মশতবর্ষ পুরস্কার (১৯৯৫),লোকমান্য তিলক পুরস্কার (১৯৯৮),বীর সাভারকর পুরস্কার (১৯৯৯),দাদাভাই নওরোজি মিলেনিয়াম অ্যাওয়ার্ড (১৯৯৯),ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান অ্যাকাডেমির মেঘনাদ সাহা পদক (২০০২),শ্রী চন্দ্রশেখরেন্দ্র সরস্বতী জাতীয় বিশিষ্ট পুরস্কার (২০০৩),হোমি ভাভা লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড অফ দ্য ইন্ডিয়ান নিউক্লিয়ার সোসাইটি (২০০৬),ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল একাডেমি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং থেকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে লাইফটাইম কন্ট্রিবিউশন অ্যাওয়ার্ড (২০০৯),ভারতীয় জাতীয় বিজ্ঞান একাডেমি থেকে সি.ভি. রমন পদক (২০১৩),কাউন্সিল অফ পাওয়ার ইউটিলিটিসের লাইফটাইম অ্যাচিভমেন্ট অ্যাওয়ার্ড (২০১৪)।

মোরাঘাটে রাজ্য সড়ক পারাপার বাইসনের, উৎসাহ-আতঙ্ক একসঙ্গে

বানারহাট, ৬ জানুয়ারি ঃ গত রবিবার বিকেলে বানারহাট থানার অন্তর্গত মোরাঘাট বনাঞ্চলে এক বিরল দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি হয়। গয়েরকাটা থেকে নাথুয়া যাওয়া রাজ্য সড়কের ওপর বিশাল একটি বাইসন রাস্তা পার হচ্ছিল। এই দৃশ্য মুহূর্তে এলাকায়. আলোড়ন তৈরি করে।একদিকে বাইসন দেখে সড়কে যানবাহন থমকে যায় এবং স্থানীযদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে, বিশালাকার এই বন্যপ্রাণীকে এত কাছ থেকে দেখার সুযোগে এলাকাবাসীর মধ্যে প্রবল উসাহ দেখা যায়। কেউ কেউ মোবাইলে সেই দৃশ্য বন্দি করেন।স্থানীয় বন দফতর সূত্রে জানা গেছে, মোরাঘাট বনাঞ্চল থেকে বাইসনগুলি প্রায়ই খাদ্যের সন্ধানে লোকালয়ে চলে আসে। তবে, মানুষের উপস্থিতি বুঝতে পেরে দ্রুতই সেগুলি বনাঞ্চলে ফিরে যায়।

আবহাওয়া

দেশের জাতীয় রাজধানী দিল্লির মতোই সকাল হল তিলোত্তমা কলকাতায়। রবিবার ভোরে কুয়াশার চাদরে মুখ ঢাকলো মহানগর-সহ শহরতলি। দৃশ্যমানতা তলানিতে। উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা কুয়াশায় ঢাকা পড়ে এদিন। রবিবার দিনের আকাশ ভোরের দিকে কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। এদিন সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ২৫ ডিগ্রি এবং ১৬ ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।হাওয়া অফিস সূত্রে জানা গেছে, রবিবার থেকে দক্ষিণবঙ্গে আগামী তিনদিনে বেশ কয়েক ডিগ্রি পর্যন্ত তাপমাত্রা বাড়তে পারে। উত্তরবঙ্গেও তাপমাত্রা কিছুটা বাড়তে পারে। তবে বুধবারের পর থেকে ফের শীত ফিরবে। আগামী কয়েকদিন দক্ষিণবঙ্গে কিছুটা মেঘলা আকাশ থাকতে পারে বলে জানা যাচ্ছে আবহাওয়া দফতর সূত্রে। বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে উত্তরবঙ্গের কিছু জেলাতে।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৮মনিট এবং রাত ২ টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

২১ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, সোমবার, ইংরেজীঃ৬ জানুয়ারী ২০২৫, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ২২ পৌষ, চান্দ্রঃ ৭ মাধব মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২২ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৬ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৭ বাকচিং, আসামঃ ২১ পুহ, মুসলিমঃ৬-রজব-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ২০ঃ ৩৩ এবং অস্তঃবিকাল ০৫ঃ০৪ঃ ০২।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ৪৯ঃ ১৮(৬) এবং অস্তঃরাত্রি ১১ঃ২৭ঃ ৫৪(৬)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ০৩ দং ৩১৩৩২.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃ উত্তরভাদ্রপদ রাত্রিঃ০৭ঃ৫৫ঃ১২ দং ৩৩৫৬২৫ পর্যন্ত পরে রেবতীকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৬ঃ৪৬ঃ ০৩ দং ৩১৩৩২.৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃপরিঘ শেষ রাত্রি ঘ ০৩ঃ ১০ঃ২৫ দং ৫২৩৫৭.৫ পর্যন্ত পরে শিবঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ২০ঃ৩৮ থেকে - ০৭ঃ৪৬ঃ২৬ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ১২ঃ১৪ থেকে - ১১ঃ২০ঃ৫৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৪৩ঃ২৬ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ৫০ পর্যন্ত, তারপর ০২ঃ ৪৮ঃ১৪ থেকে - ০৩ঃ৪১ঃ২০ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ১২ঃ৩২ থেকে - ০২ঃ৫৫ঃ২৬ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৫৫ঃ০৮ থেকে - ০২ঃ৪৮ঃ১৪ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ২৩ঃ১৫ থেকে - ০৩ঃ৪৩ঃ৪১ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৭ঃ৪১ঃ০৫ থেকে - ০৯ঃ০১ঃ৩১ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ১০ঃ০২ঃ৪৯ থেকে - ১১ঃ৪২ঃ২৩ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮২২২৫১৫ (২০) ৩ পদচন্দ্রঃ১১২২৮১১ (২৭) ২ পদমঙ্গলঃ ৩৬৩১৩৬ (৮) ১ পদবুধঃ ৮২১৭৪০ (১৯) ১ পদবৃহস্পতিঃ১১৯১৮৫৩ (৪) ৩ পদশুক্রঃ১০৮৩২৩৪ (২৪) ১ পদশনিঃ১০১৭৪৫৩৩ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯১৫৫৪ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯১৫৫৪ (১২) ৪ পদ মঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃধনু রাশি সকাল ০৬ঃ৫৪ঃ৩৪ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৮ঃ৪১ঃ২৭ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ১৪ঃ ৫১ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১১ঃ ৪৫ঃ৫৬ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ ২৬ঃ২৯ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ ২৪ঃ৫২ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৫ঃ৩৮ঃ১২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি বিকাল ০৭ঃ৫৩ঃ৫৫ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ০৫ঃ১৪ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ১৫ঃ২৬ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ২৯ঃ৩৫ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৪ঃ৪৫ঃ২১ পর্যন্ত।

ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন রেল প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন মোদি

নয়াদিল্লি, ৬ জানুয়ারিঃ প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের রায়গাদা রেলওয়ে ডিভিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তেলেঙ্গানার চারলাপল্লী নতুন টার্মিনাল স্টেশনের উদ্বোধন করেন।শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংজি জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর শিক্ষা এবং জীবন একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ জাতির স্বপ্নকে অনুপ্রাণিত করে। সংযোগে ভারতের দ্রুতগতির অগ্রগতির প্রশংসা করে, শ্রী মোদি বলেছিলেন যে ২০২৫ সালের শুরু থেকে, ভারত তার মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত করে তার উদ্যোগগুলিকে ত্বরান্বিত করছে। তিনি গতকাল দিল্লি-এনসিআর-এ নমো ভারত ট্রেনের সম্প্রতি উদ্বোধনের পাশাপাশি দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রী মোদী যোগ করেছেন যে আজকের ঘটনাটি এই সত্যের আরও একটি সাক্ষ্য যে সমগ্র জাতি একসাথে, ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ জম্মু ও কাশ্মীর, ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানায় চালু করা প্রকল্পগুলি উত্তর, পূর্বের জন্য আধুনিক সংযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় উল্লম্ফন চিহ্নিত করেছে। এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চল। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ মন্ত্র একটি উন্নত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করছে। তিনি এই উন্নয়নের জন্য এই রাজ্যগুলির জনগণ এবং ভারতের সমস্ত নাগরিককে অভিনন্দন জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে ডেডিকেটেড মালবাহী করিডোরের মতো আধুনিক রেল নেটওয়ার্কের কাজ দেশে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, এই বিশেষ করিডোরগুলি নিয়মিত ট্র্যাকের উপর চাপ কমিয়ে দেবে এবং উচ্চ গতির ট্রেনের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করবে। শ্রী মোদী জোর দিয়েছিলেন যে মেড ইন ইন্ডিয়ার প্রচারের সাথে সাথে রেলের একটি পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি বলেন, মেট্রো ও রেলওয়ের জন্য আধুনিক কোচ তৈরি করা হচ্ছে। স্টেশনগুলিও পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, স্টেশনগুলিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে এবং রেলস্টেশনগুলিতে একটি স্টেশন, একটি পণ্য স্টল স্থাপন করা হচ্ছে। এই সমস্ত উদ্যোগ রেল সেক্টরে লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। ''গত এক দশকে লক্ষাধিক যুবক রেলওয়েতে স্থায়ী সরকারি চাকরি পেয়েছে। নতুন ট্রেনের কোচ তৈরির কারখানায় কাঁচামালের চাহিদা অন্যান্য সেক্টরেও আরও কাজের সুযোগের দিকে নিয়ে যায়, শ্রী মোদী যোগ করেছেন।রেলের বিশেষ দক্ষতার কথা মাথায় রেখে দেশের প্রথম গতি-শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে, নতুন বিভাগ এবং সদর দপ্তর স্থাপন করা হচ্ছে, যা জম্মু, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং লেহ-লাদাখের মতো অঞ্চলগুলিকে উপকৃত করছে। তিনি বলেছিলেন যে জম্মু ও কাশ্মীর রেলের পরিকাঠামোতে নতুন মাইলফলক অর্জন করছে, উধমপুর-শ্রীনগর-বারামুল্লা রেল লাইনের সাথে, যা আজ সারা দেশে আলোচিত হচ্ছে। শ্রী মোদী বলেন, চেনাব সেতুর সমাপ্তি, বিশ্বের সর্বোচ্চ রেলওয়ে আর্চ ব্রিজ, লেহ-লাদাখের জনগণকে সুবিধা প্রদান করে এই অঞ্চলটিকে ভারতের বাকি অংশের সাথে সংযুক্ত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।শ্রী মোদী মন্তব্য করেছেন যে আঞ্জি খাদ সেতু, যা দেশের প্রথম কেবল-ভিত্তিক রেল সেতু,ও এই প্রকল্পের অংশ। তিনি বলেন, চেনাব সেতু এবং আঞ্জি খাদ সেতু এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক অগ্রগতি এবং সমৃদ্ধির প্রসারে প্রকৌশলের অতুলনীয় উদাহরণ।প্রধানমন্ত্রী হাইলাইট করেছেন যে ওড়িশা প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ এবং একটি বিশাল উপকূলরেখার আশীর্বাদপুষ্ট এবং আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের জন্য উল্লেখযোগ্য সম্ভাবনা রয়েছে। তিনি বলেছিলেন যে রাজ্যে ₹৭০,০০০ কোটিরও বেশি মূল্যের বেশ কয়েকটি রেল প্রকল্প চলমান রয়েছে, পাশাপাশি সাতটি গতি শক্তি কার্গো টার্মিনাল স্থাপন করা হচ্ছে, যা বাণিজ্য ও শিল্পকে বাড়িয়ে তুলছে। শ্রী মোদী বলেছিলেন যে আজ ওড়িশার রায়গাদা রেলওয়ে বিভাগের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে, যা ওড়িশা বিশেষ করে দক্ষিণ ওড়িশায় পর্যটন, ব্যবসা এবং কর্মসংস্থানের প্রচারে রাজ্যের রেলওয়ে অবকাঠামোকে শক্তিশালী করবে, যেখানে আদিবাসী পরিবারের সংখ্যা বেশি।আজ তেলেঙ্গানার চারলাপল্লী নতুন টার্মিনাল স্টেশনের উদ্বোধন করে, প্রধানমন্ত্রী আউটার রিং রোডের সাথে সংযোগ করে আঞ্চলিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করার সম্ভাব্যতা তুলে ধরেন। এই স্টেশন, আউটার রিং রোডের সাথে সংযুক্ত, এই অঞ্চলের উন্নয়নকে উল্লেখযোগ্যভাবে উত্সাহিত করবে, তিনি বলেছিলেন। শ্রী মোদী স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম, লিফট, এসকেলেটর, সৌর-চালিত অপারেশন সহ আধুনিক সুযোগ-সুবিধাগুলিও তুলে ধরেন, বলেন, টেকসই অবকাঠামো তৈরিতে এটি একটি পদক্ষেপ। তিনি আরও হাইলাইট করেছেন যে এই নতুন টার্মিনালটি সেকেন্দ্রাবাদ, হায়দ্রাবাদ এবং কাচিগুড়ার বিদ্যমান স্টেশনগুলির উপর চাপ কমিয়ে দেবে, যা মানুষের জন্য ভ্রমণকে আরও সুবিধাজনক করে তুলবে।০৬ জানুয়ারী ২০২৫ বিকাল ৩০ ০ দিল্লী দ্বারাপ্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদি আজ ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে বিভিন্ন রেল প্রকল্পের উদ্বোধন ও ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন। নতুন জম্মু রেলওয়ে বিভাগের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি ইস্ট কোস্ট রেলওয়ের রায়গাদা রেলওয়ে ডিভিশন ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন এবং তেলেঙ্গানার চারলাপল্লী নতুন টার্মিনাল স্টেশনের উদ্বোধন করেন।শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংজি জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁর শুভেচ্ছা জানাতে গিয়ে, প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে তাঁর শিক্ষা এবং জীবন একটি শক্তিশালী এবং সমৃদ্ধ জাতির স্বপ্নকে অনুপ্রাণিত করে। সংযোগে ভারতের দ্রুতগতির অগ্রগতির প্রশংসা করে, শ্রী মোদি বলেছিলেন যে ২০২৫ সালের শুরু থেকে, ভারত তার মেট্রো রেল নেটওয়ার্ক ১০০০ কিলোমিটারেরও বেশি বিস্তৃত করে তার উদ্যোগগুলিকে ত্বরান্বিত করছে। তিনি গতকাল দিল্লি-এনসিআর-এ নমো ভারত ট্রেনের সম্প্রতি উদ্বোধনের পাশাপাশি দিল্লি মেট্রো প্রকল্পের উদ্বোধনের কথা উল্লেখ করেছেন। শ্রী মোদী যোগ করেছেন যে আজকের ঘটনাটি এই সত্যের আরও একটি সাক্ষ্য যে সমগ্র জাতি একসাথে, ধাপে ধাপে এগিয়ে যাচ্ছে, কারণ জম্মু ও কাশ্মীর, ওড়িশা এবং তেলেঙ্গানায় চালু করা প্রকল্পগুলি উত্তর, পূর্বের জন্য আধুনিক সংযোগের ক্ষেত্রে একটি বড় উল্লম্ফন চিহ্নিত করেছে। এবং দেশের দক্ষিণ অঞ্চল। তিনি পুনর্ব্যক্ত করেছেন যে সবকা সাথ, সবকা বিকাশ মন্ত্র একটি উন্নত ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিণত করতে সাহায্য করছে। তিনি এই উন্নয়নের জন্য এই রাজ্যগুলির জনগণ এবং ভারতের সমস্ত নাগরিককে অভিনন্দন জানিয়েছেন।প্রধানমন্ত্রী জোর দিয়েছিলেন যে ডেডিকেটেড মালবাহী করিডোরের মতো আধুনিক রেল নেটওয়ার্কের কাজ দেশে দ্রুত এগিয়ে চলেছে। তিনি বলেন, এই বিশেষ করিডোরগুলি নিয়মিত ট্র্যাকের উপর চাপ কমিয়ে দেবে এবং উচ্চ গতির ট্রেনের জন্য আরও সুযোগ তৈরি করবে। শ্রী মোদী জোর দিয়েছিলেন যে মেড ইন ইন্ডিয়ার প্রচারের সাথে সাথে রেলের একটি পরিবর্তন হচ্ছে। তিনি বলেন, মেট্রো ও রেলওয়ের জন্য আধুনিক কোচ তৈরি করা হচ্ছে। স্টেশনগুলিও পুনর্নির্মাণ করা হচ্ছে, স্টেশনগুলিতে সোলার প্যানেল স্থাপন করা হচ্ছে এবং রেলস্টেশনগুলিতে একটি স্টেশন, একটি পণ্য স্টল স্থাপন করা হচ্ছে। এই সমস্ত উদ্যোগ রেল সেক্টরে লক্ষ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করছে। ''গত এক দশকে লক্ষাধিক যুবক রেলওয়েতে স্থায়ী সরকারি চাকরি পেয়েছে। নতুন ট্রেনের কোচ তৈরির কারখানায় কাঁচামালের চাহিদা অন্যান্য সেক্টরেও আরও কাজের সুযোগের দিকে নিয়ে যায়, শ্রী মোদী যোগ করেছেন।রেলের বিশেষ দক্ষতার কথা মাথায় রেখে দেশের প্রথম গতি-শক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে বলে মন্তব্য করেন প্রধানমন্ত্রী। রেলওয়ে নেটওয়ার্ক প্রসারিত হওয়ার সাথে সাথে, নতুন বিভাগ এবং সদর দপ্তর স্থাপন করা হচ্ছে, যা জম্মু, কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব এবং লেহ-লাদাখের মতো অঞ্চলগুলিকে উপকৃত করছে।

মেট্রোয় আত্মহত্যার চেষ্টা, ট্রেন চলাচল ব্যাহত

কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ চাঁদনি চক মেট্রো স্টেশনে মেট্রো লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনা ঘটল। তার জেরে সোমবার ব্লু লাইনে (দক্ষিণেশ্বর থেকে কবি সুভাষ) বিপর্যস্ত হয় মেট্রো পরিষেবা। জানা গিয়েছে, বেলা ১২ টার পর চাঁদনি স্টেশনের আপ লাইনে দক্ষিণেশ্বরগামী ট্রেনের সামনে আচমকাই লাফ মারেন এক ব্যক্তি। আত্মহত্যার চেষ্টার ঘটনায় ময়দান থেকে গিরিশ পার্ক পর্যন্ত আপ এবং ডাউন দুই লাইনেই পরিষেবায় ব্যাঘাত ঘটে। পর পর ট্রেন দাঁড়িয়ে পড়ে। এই ঘটনার পরে দ্রুত স্টেশন খালি করে দেওয়া হয়। তাঁকে উদ্ধার করতে তৃতীয় লাইনে বিদ্যুৎসংযোগ বিচ্ছিন্ন করা হয়। মেট্রোর মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক রাকেশ কুমার বলেন, ''চাঁদনি চক স্টেশনে এক জন লাইনে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করেন। তাঁকে উদ্ধারের চেষ্টা চলছে। সাময়িকভাবে কবি সুভাষ ও ময়দান এবং দক্ষিণেশ্বর থেকে গিরিশ পার্কের মধ্যে মেট্রো চলাচল করে।

অকাল প্রয়াণ সাংবাদিকের

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ রবিবার রাতে মাত্র ৫০ বছর বয়সে অকালপ্রয়াণ ঘটল একটি নামী সংবাদ চ্যানেলের সাংবাদিক সন্দীপ সরকারের। এক সপ্তাহ আগে পর্যন্ত কাজ করেছেন পুরোদমে। পায়ে চোট লাগার পর সংক্রমণ বাড়তে শুরু করে। গত সোমবার থেকে ভর্তি ছিলেন মুকুন্দপুরের একটি বেসরকারি হাসপাতালে। গোটা শরীরে সেপ্টিসেমিয়া ছড়িয়ে পড়ে। ক্রমেই অবনতি ঘটছিল শারীরিক অবস্থার। ৬ দিন ধরে মৃত্যুর সঙ্গে দাঁতে দাঁত চেপে লড়াই চালিয়েছিলেন। বুধবার ভেন্টিলেশনে দেওয়া হয়। শারীরিক অবস্থার অবনতি হয়। পায়ের সংক্রমণ সেপ্টিসেমিয়া ছড়িয়ে পড়ে। সমস্ত অঙ্গ বিকল হতে শুরু করে। সংক্রমণ ছড়ানো ঠেকাতে শুক্রবার সন্ধেয় জরুরি ভিত্তিতে ডান পা বাদ দেওয়া হয়। সংকটজনক থাকলেও শেষ চেষ্টা করেন চিকিৎসকরা। রক্তচাপ প্রবল ওঠানামা করা শুরু হয়। তারপর থেকেই আরও অবনতি। শেষরক্ষা হয়নি। রবিবার নিভে যায় সন্দীপের জীবনদীপ। ৫ জানুয়ারি রাত সাড়ে নটা নাগাদ আচমকা কার্ডিয়াক অ্যারেস্টেই শেষ সবকিছু। হাসপাতালে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন সাংবাদিক সন্দীপ সরকার। ১৯৭৪ সালে ৬ সেপ্টেম্বর তাঁর জন্ম। যাদবপুর বিদ্যাপীঠ থেকে মাধ্যমিক, তারপর যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক, সেখান থেকেই সাংবাদিকতার পাঠ নেন। জার্নালিজমে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা করার পর পেশাদারি সাংবাদিক জীবনের শুরু।

আবার বাঘের আতঙ্কে আতঙ্কিত মৈপীঠ এর মানুষ

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,কুলতলি, ৬ জানুয়ারিঃ আবার বাঘের আতঙ্কে সুন্দরবনের কুলতলি বিধানসভার মৈপীঠ উপকূল থানার দক্ষিন বৈকুন্ঠপুর এলাকার মানুষ। শীতের শুরু থেকেই অনবরত লোকালয়ে বাঘের হানা দেখা যাচ্ছে সুন্দরবনের কুলতলি ও মৈপীঠের বিভিন্ন এলাকায়। বাঘের আতঙ্কে তাই আতঙ্কিত গোটা গ্রাম। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কুলতলির মৈপীঠ উপকূল থানার এলাকায় গত শুক্রবারের পর আবারও বাঘ দেখলেন স্থানীয় এক বাসিন্দা সোমবার। এইভাবে বারবার লোকালয়ে বাঘে আতঙ্কে আতঙ্কিত হয়ে পড়েছে গ্রামবাসীরা। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে মৈপীঠ উপকূল থানার ওসি শান্তনু বিশ্বাসের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। গ্রামে বাঘের উপস্থিতি নিশ্চিত হতেই বন

দফতরকে খবর দেয় পুলিশ। পরে স্থানীয় নলগোড়া বীট অফিস ও রায়দীঘি রেঞ্জ অফিস থেকে বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে বাঘের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, এদিন বেলায় মৈপীঠ দক্ষিন বৈকুন্ঠপুর বিদ্যাধরী নদী লাগোয়া ড্রেনের মুখ এলাকায় রাস্তায় একটি গবাদি পশুকে বাঘ এসে মেরে ফেলে বলে অভিযোগ। এর পরে নদীর চড়ে বাঘের পায়ের ছাপ দেখতে পায় স্থানীয় বাসিন্দারা। আর তাঁর পরে বনকর্মীরা অনুসরণ করে বোঝার চেষ্টা করছে বাঘটি পুনরায় জঙ্গলে চলে গিয়েছে নাকি লোকালয়ের মধ্যে রয়েছে। গ্রামবাসীরা টাইগার টিম ও বনকর্মীদের সাথে লাঠি হাতে গ্রামে পাহারা দিচ্ছে। পাশাপাশি নাইলনের জাল দিয়ে পুরো এলাকা ঘেরার কাজ করছে বন দফতরের কর্মীরা। এদিন বিকালে এ ব্যাপারে স্থানীয় বাসিন্দারা বলেন, শীতের মরশুমে জঙ্গল থেকে লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে।

বাঘ বিভিন্ন নদী কিংবা খালগুলিতে জল কম থাকার কারণে অনায়াসে জঙ্গল থেকে খাবারের সন্ধানে লোকালয়ের মধ্যে ঢুকে পড়ে। এই লোকালয়ে কোনো পোস্টে বিদ্যুত না থাকায় আর ঘনঘন বাঘ ঢুকে পড়ায় আতঙ্কিত তাঁরা। তবে এ ব্যাপারে গ্রামবাসীদের ভয়ের কোন কারণ নেই বলে এদিন জানালেন বন দফতরের কর্মীরা।

অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের উদ্যোগে দুস্থদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, হরিপাল হুগলি,৬ জানুয়ারিঃ অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীরা সারা বছর মা ও শিশুদের সুরক্ষায় এবং তাদের মধ্যে সরকারি পুষ্টিকর খাদ্য প্রদানে নিয়োজিত থেকে এক প্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতার কর্তব্য পালন করে চলেছেন। নিজেদের এই সামাজিকতার প্রবণতাকে আরো ছড়িয়ে দেওয়ার তাগিদে পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল কংগ্রেস অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী সহায়িকা ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের হরিপাল ব্লক ইউনিটের পক্ষ থেকে আজ হরিপাল বিবেকানন্দ মহাবিদ্যালয় এর সম্মুখে দুস্থ মানুষদের মধ্যে শীতবস্ত্র বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হলো। এই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন হরিপালের আশুতোষ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সুমিত সরকার সহ হরিপালের ১৫ টি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী এবং সহায়িকা বৃন্দ। উক্ত এসোসিয়েশন এর সদস্য তথা অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী শিল্পা হালদার জানান আমাদের এই সংগঠন সবসময় মানুষের সেবায় নিয়োজিত ,এই ঠান্ডায় দুস্থ মানুষেরা যাতে কিছুটা স্বস্তি পায় তার জন্যই আমাদের এই উদ্যোগ। তিনি জানান কোভিদ আক্রান্তের সময়ে আমরা সমস্ত অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের কাছ থেকে কিছু কিছু অর্থ সংগ্রহ করে প্রায় ৬৮ হাজার টাকা আমরা মুখ্যমন্ত্রীর ত্রান তহবিলে তুলে দিয়েছিলাম।

সম্প্রতি খানাকুলে বন্যার সময়ও আমরা প্রায় দুশো কুড়ি জন মানুষের মধ্যে শুকনো খাবার বিতরণ করেছি। তিনি বলেন মানুষের মুখে হাসি ফোটানোই আমাদের আনন্দ তাই আগামী দিনেও এইরুপ কর্মসূচি আমরা চালিয়ে যাব এই আশা রাখি।

এসইআর-এর ফ্রেইট লোডিং-এর প্রবণতা বাড়ছে

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে চলতি আর্থিক বছরের ২০২৪-২৫ এর প্রথম নয় মাসে (অর্থাত্ এপ্রিল-ডিসেম্বর) ১৫৬.৮৬ মিলিয়ন টন উপত্তিগত মাল লোড করেছে, যা আগের আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় ১.৬৩ বেশি গত আর্থিক বছরের একই সময়ের তুলনায় এপ্রিল-ডিসেম্বর, ২০২৪-২৫-এ মূল মালবাহী রাজস্ব ২.১৭ বৃদ্ধি পেয়েছে এপ্রিল-ডিসেম্বর ২০২৪ এর মধ্যে, মালবাহী লোডিং থেকে রাজস্ব উত্পাদন হয়েছে ১৪২১৬.৯৯ কোটি টাকা এর বিপরীতে আগের বছরের একই সময়ে ১৩৯১৪.৪৭ কোটি টাকা

এসইআর উপরোক্ত সময়ের মধ্যে ৪১.৩৮ মিলিয়ন টন কয়লা লোড করেছে, যা গত অর্থবছরের একই মাসের তুলনায় ৬.৫৪ বেশি মাল লোডিং এর অন্যান্য প্রধান পণ্য ছিল লৌহ আকরিক, পিগ আয়রন এবং ফিনিশড স্টিল, সিমেন্ট, খাদ্যশস্য, সার ইত্যাদিএসইআর-এর ফ্রেইট লোডিং-এর প্রবণতা বাড়ছে

প্রৌঢ়ার মৃত্যু

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ মধ্যরাতে দক্ষিণ কলকাতায় গড়ফা এলাকায় এক ভয়াবহ আগুনের জেরে প্রাণ গেল এক প্রৌঢ়ার। কীভাবে আগুন লাগল, তাই নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। মৃত ওই মহিলার নাম বেবি মণ্ডল। জানা গিয়েছে, রবিবার রাত প্রায় দেড়টা নাগাদ গড়ফা এলাকার কালীতলা রোডের ওই বাড়িতে আগুন আগে। ঘটনা জানাজানি হতেই ছড়ায় আতঙ্ক। দ্রুত খবর দেওয়া হলে দমকলের চারটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে গিয়ে আগুন নেভানোর কাজ শুরু করে। বেবি মণ্ডল নামে মহিলা ওই বাড়িতে একাই ছিলেন। আগুন লাগার পরেও বাড়ির ভিতর থেকে তাঁর কোনও সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। ফলে স্থানীয়দের মধ্যে উদ্বেগ আরও বাড়তে থাকে।

অস্বাভাবিক মৃত্যু গৃহবধূর

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ৬ জানুয়ারিঃ শ্বশুরবাড়িতে কীটনাশক জাতীয় কিছু খেয়ে অস্বাভাবিক মৃত্যু হলো এক গৃহবধূর। ঘটনার তদন্তে নেমেছে হাওড়ার দাসনগর থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, মৃতার নাম লীলা নস্কর (২৪)। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার ডোমজুড়ের ধর্মতলা এলাকায়। আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ডোমজুড় গ্রামীণ হাসপাতালে। পরে অবস্থার অবনতি হলে তাঁকে দাসনগরের একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়।

সোমবার সকালে সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। প্রাথমিকভাবে এটি আত্মহত্যা বলে মনে করা হলেও মৃত্যুর কারণ খতিয়ে দেখতে দেহ ময়নাতদন্তে পাঠিয়েছে পুলিশ। তবে, বিকেল পর্যন্ত এই ঘটনায় মৃতার বাপের বাড়ির তরফে কোনও অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।

চন্দননগর স্টেশন থেকে মহিলাকে আটক করল জিআরপি, উদ্ধার কচ্ছপ

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ৬ জানুয়ারিঃ মাছ বাজারের কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন মহিলা। হাতে একটা বাজারের ব্যাগ। ওই মহিলা ট্রেন থেকে নেমে বাজারের পথ ধরে এগোচ্ছিলেন। কিন্তু যাত্রীরা খবর দিয়েছিল জিআরপিতে। ওই মহিলা যখন থেকে ট্রেনে উঠেছিলেন, তখন থেকেই অদ্ভূত গন্ধ বেরোচ্ছিল। পরে বোঝা যায়, সেই গন্ধটা মহিলার ব্যাগ থেকেই আসছিল। কিন্তু ব্যাগ নিয়ে ট্রেন থেকে নেমে যাওয়ার পর সেটাই উধাও হয়ে যায়। তাতেই সন্দেহ দানা বাঁধে। এদিকে আবার জিআরপি-র কাছেও গোপন সূত্রে খবর ছিল। জিআরপি গিয়ে ওই মহিলার গিয়ে ধরতেই গন্ধের উৎসের পর্দাফাঁস। চন্দননগর স্টেশন থেকে এক মহিলাকে আটক করল জিআরপি। পুলিশ ব্যাগে তল্লাশি চালিয়ে দেখে, ছোট ছোট কচ্ছপ রয়েছে তার মধ্যে। ২১ টি কচ্ছপ দুটি ব্যাগে করে নিয়ে যাচ্ছিলেন মহিলা। জেরা করে জিআরপি জানিয়েছে, বিহার থেকে দূন এক্সপ্রেসে ওই কচ্ছপ নিয়ে আসা হয়েছিল। গোপন সূত্রে খবর পেয়ে শেওড়াফুলি জিআরপি চন্দননগর স্টেশন মহিলাকে আটক করে। চন্দননগর স্টেশন লাগোয়া মাছ বাজারের কাছে ব্যাগ তল্লাশিতে কচ্ছপ পাওয়া যায়। বেআইনিভাবে বিক্রির উদ্দেশ্যে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে জানা গিয়েছে। এখানে কার কাছে বিক্রি করা হত,মহিলার সঙ্গে আর কেউ আছে কিনা তা খতিয়ে দেখছে জিআরপি।

‘সামান্য প্রতিভাও যদি ভুল করে জন্ম নিয়ে নেয়, তাদের দেশান্তরী হতে হয়, কটাক্ষ তসলিমার

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ বাংলাদেশকে নিয়ে ফের কটাক্ষ করলেন তসলিমা নাসরিন। সামাজিক মাধ্যমে তিনি লিখেছেন, ''কাউকে ভিটেমাটি ছেড়ে উদ্বাস্তু হওয়ার বেদনা বইতে হতো না। বাংলা হয়ে উঠতো সত্যিকারের সোনার বাংলা। রবিবার এক্স হ্যান্ডলে তাঁর এই বার্তায় সোমবার সকাল ৯ টা ৫০ পর্যন্ত লাইক, প্রতিক্রিয়া ও শেয়ার হয়েছে যথাক্রমে ৪ হাজার ২০০, ৫০ ও ৩১৮। তিনি লিখেছেন, ''পূর্ব বাংলার মাটি কী আশ্চর্য স্বর্ণগর্ভা মাটি! এই মাটিকে প্রণাম না করে থাকা যায় না। অসাধারণ সব বড় কবি, বড় সাহিত্যিক, বড় চিত্রকর, বড় নাট্যকার, বড় শিল্পী, বড় চলচ্চিত্র নির্মাতা, বড় রাজনীতিক, বড় দার্শনিক, বড় গবেষক, বড় মনীষী, বড় বিজ্ঞানী জন্মেছিলেন পূর্ববঙ্গে। দেশভাগ এবং হিন্দুবিদ্বেষ তাঁদের নিয়ে ফেলেছে ভারতবর্ষের নানা প্রান্তে। যদি বহিরাগত

মুসলমানকে ভারতবর্ষে ঢুকতে না দেওয়া হতো, অথবা যদি বহিরাগত মুসলমানকে পূর্ববঙ্গে ঢুকতে বাধা দেওয়া হতো, তাহলে বাঙালিকে ধর্মান্তরিত হতে হতো না। পূর্ববঙ্গ থেকে হাজারো প্রতিভাকে বিদেয় নিতে হতো না। আজ পূর্ববঙ্গ নিঃস্ব। প্রতিভাহীন জঙ্গিরা আস্ফালন করে বেড়ায়। লক্ষ লক্ষ ঘৃণাজীবী জন্মায় প্রতিদিন। সামান্য প্রতিভাও যদি ভুল করে জন্ম নিয়ে নেয়, তাদের দেশান্তরী হতে হয়। এই পূর্ববঙ্গ কার অভিশাপে আজ দোযখের আগুন হয়ে উঠেছে?

উত্তরপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের ৫ সদস্য ও দুই কোচ কে সংবর্ধনা দেয়া হলো

বনস্পতি দে, উত্তরপাড়া হুগলি,৬ জানুয়ারিঃ সাত বছর পর সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের ৫ সদস্যকে ও দুইজন স্থানীয় কোচ কে সম্বর্ধনা দেওয়া হল উত্তরপাড়া পুরসভার পক্ষ থেকে। হুগলির উত্তরপাড়ার গৌরী সিনেমার উল্টোদিকে জি টি রোডের ধারে এক মঞ্চে অভ্যর্থনা দেওয়া হল সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের পাঁচ ফুটবলার ও দুই কোচ কে। ফুটবলাররা ট্রফি মেমেন্টো ব্লেজার ফুলের তোড়া খেলার কিটস পেয়ে ও অতি মূল্যবান খেলার জুতো পেয়ে খুব খুশি । এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ সুব্রত মুখার্জি সহ কাউন্সিলররা ছিলেন প্রাক্তন চেয়ারপারসন অদিতি কুন্ডু সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা প্রচুর ভিড়ে সাধারণ মানুষের উপস্থিতি ছিল লক্ষ্য করার মতো। একে একে

ফুটবলারদের সংবর্ধনা জানানো হয়। দুই কোচ সঞ্জয় চক্রবর্তী ও সীমন্ত দাস তাদেরও সম্বর্ধনা দেওয়া হলো চারজন ফুটবলার উত্তরপাড়ার নেতাজি ব্রিগেডে কোচিং ক্যাম্পের ফুটবলার অপর একজন উত্তরপাড়া ফুটবল একাডেমির ফুটবলার । এই ফুটবল একাডেমির কোচ বাস্তব রায়। নেতাজি ব্রিগেডের কোচ সঞ্জয় চক্রবর্তী তার হাতে প্রচুর ফুটবলার তৈরি হয়েছে। সেইসব ফুটবলাররা কলকাতার বড় ক্লাবগুলোতে খেলেছে ও দেশের প্রতিনিধিত্ব করেছে এখনো বেশ কিছু ফুটবলার কলকাতার বড় ক্লাবগুলিতে খেলছে। এই প্রসঙ্গে বিজয়ী বাংলা দলের সদস্য বাবুলাল মান্ডি বলেন খুব ভালো লাগছে আমরা সাত বছর পর সন্তোষ ট্রফি জয়লাভ করলাম। বাংলাকে চ্যাম্পিয়ন করলাম। আমাদের কঠোর পরিশ্রমের জন্য সম্ভব হয়েছে। বাবুলালের বাড়ি, হুগলির মগরায় ভোরবেলা বাড়ি থেকে বেরিয়ে উত্তরপাড়ায় প্র্যাকটিস করতে আসেন আবার বাড়ি ফিরতে ফিরতে তার দুপুর ২ টা বাজে জানালেন বাবুলাল। একটা খুব চাকরির দরকার বললেন বাবুলাল। নতুন প্রজন্ম ওদের উদ্দেশ্যে বাবুলাল বলেন কঠোর পরিশ্রম করতে হবে শৃঙ্খলা মানতে হবে। তবে সাফল্য আসবে। কোচ সঞ্জয় চক্রবর্তী বললেন কঠোর পরিশ্রম ও শৃঙ্খলা মেনে চললে সাফল্য আসবেই তার প্রমাণ বাংলা দলের সন্তোষ ট্রফি জয় ছোট ছোট ছেলেদের ভালো করে ফুটবল খেলতে হবে। কঠোর প্র্যাকটিস করতে হবে। শৃঙ্খলা অবশ্যই মেনে চলতে হবে। এইগুলো করলেই সাফল্য আসবে। পুরো চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বললেন খুব ভালো লাগছে উত্তরপাড়া পৌরসভার পক্ষ থেকে সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলার পাঁচ সদস্য ও তাদের দুই কোচকে সম্বর্ধনা দেওয়া হলো আমরা তাদের সাফল্য কামনা করি। উত্তরপাড়াতে আরও মাঠের দরকার আমরা একটা মাঠ তৈরি করেছি যাতে ছেলেরা ভালো করে ফুটবল খেলতে পারে। তবে কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। শৃঙ্খলে মেনে চলতে হবে। বাংলা দলের পাশ সদস্যের নাম রবি লাল মান্ডি মনতোষ মাঝি ইসরাফিল দেওয়ান অরিত্র ঘোষ বিক্রম প্রধান।

উত্তরপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্ট এর ব্যবস্থা

দুরন্ত বার্তা, উত্তরপাড়া হুগলি,৬ জানুয়ারিঃ উত্তরপাড়া পুরসভার উদ্যোগে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য মক টেস্ট এর ব্যবস্থা। এই মক টেস্ট পরীক্ষা উত্তরপাড়া হিন্দমোটরের বেশ কিছু স্কুলে মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মক টেস্ট পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। সোমবার দুপুর বারোটা থেকে পরীক্ষার্থীরা মক টেস্ট পরীক্ষা দিতে স্কুল গুলিতে আসে তারা বেশি উৎসাহ নিয়ে মক টেস্ট পরীক্ষা দিতে শুরু করে। উত্তরপাড়া পৌরসভার উদ্যোগে পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম তুলে দিলেন উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব তিনি পরীক্ষার্থীদের উৎসাহ দিলেন বললেন ভালো করে পরীক্ষা দাও উত্তরপাড়ার একটি স্কুলে তিনি গিয়েছিলেন তার সঙ্গে দেখা গেল উত্তরপাড়া পুরসভা সিআইসি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি ও কাউন্সিলর অর্ণব রায় এছাড়া মাখলা দেবিশ্বরী স্কুলে পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ উপস্থিত ছিলেন । এইসঙ্গে শিক্ষক শিক্ষিকারা অন্যান্য স্কুলের পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম তুলে দিলেন পরীক্ষার হলে উপস্থিত হয়ে কাউন্সিলররা কলম দিলেন পরীক্ষার্থীদের হাতে। এই প্রসঙ্গে

পুরচেয়ারম্যান দিলীপ যাদব বললেন এটা খুব ভালো জিনিস। বড় পরীক্ষা দেওয়ার আগে তারা যাতে আরো স্বাভাবিক হয় কোন অসুবিধা না হয়। সেই জন্যই পরীক্ষার ব্যবস্থা করা আমরা আগে স্কুল গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সঙ্গে আলোচনা করে নিয়েছিলাম এরপরে আর মাধ্যমিক পরীক্ষায় অসুবিধা হবে না তাদের পরীক্ষা দিতে প্রত্যেকবারই আমরা এটা করে যাব। উত্তরপাড়া অমরেন্দ্র বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক সুশান্ত বাবু বললেন পুরসভার উদ্যোগ খুব ভালো লেগেছে। পরীক্ষার্থীদের খুব ভালো হবে। আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি । পরিচালন সমিতির সভাপতি উৎপলাদিত্য ব্যানার্জি বলেন এর ফলে পরীক্ষার্থীদের খুব উপকার হবে নার্ভাস ব্যাপারটা থাকবে না উত্তরপাড়া খেলাধুলা ও পড়াশোনায় খুব ভালো ফল করে পুরসভাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি চেয়ারম্যানকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ভবিষ্যতে এইভাবে মক টেস্ট হওয়া উচিত।

পুরসভার সিআইসি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন পুরসভা কে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। এই উদ্যোগটা খুব ভালো পরীক্ষার্থীদের জন্য মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের পরে তারা স্বাভাবিকভাবে পরীক্ষা দিতে পারবে। এদিন পরীক্ষার্থীদের হাতে কলম তুলে দেওয়া হলো আশা করি তারা খুব ভালো রেজাল্ট করবে। তাদের খুব উপকার হবে।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব

দুরন্ত বার্তা

৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩৮ সংখ্যা, মঙ্গলবার ২২ পৌষ, ১৪৩১

দিনু ঠাকুর ও বিশ্বভারতী

আজকের রবীন্দ্রসঙ্গীত নামকরন করেন রবীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র দীনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। আজকের রবীন্দ্রসঙ্গীত বেঁচে আছে শুধু দীনেন্দ্রনাথেরই জন্য। কিন্তু তিনি প্রায় বিস্মৃত। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর(১৬ ডিসেম্বর, ১৮৮২, ২১ জুলাই,১৯৩৫), ছিলেন প্রখ্যাত সঙ্গীতজ্ঞ ও কবি। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রধান স্বরলিপিকার এবং রবীন্দ্রনাথের ক্ষসকল গানের ভাণ্ডারী। দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্ম ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ ই ডিসেম্বর (২ রা পৌষ, ১২৮৯ বঙ্গাব্দ) বৃটিশ ভারতের কলকাতায় জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারে। তিনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠভ্রাতা দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র ও দ্বীপেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পুত্র। আট বৎসর বয়সের সময় তার মাতা সুশীলা দেবী প্রয়াত হন। কাশিয়াবাগান স্কুলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে প্রথমে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুলে ও পরে সিটি স্কুলে ভরতি হন। এখান তিনি এন্ট্রান্স পাশ করে প্রেসিডেন্সি কলেজে আই.এসসি তে ভর্তি হন। ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে আইন পড়তে লণ্ডন যান, কিন্তু পড়া শেষ না করে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে প্রপিতামহ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মৃত্যুর সময় দেশে ফিরে আসেন। এই সময়ে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়েন। ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে পুনরায় আইন পড়তে লণ্ডনে গেলেও পরীক্ষা না দিয়ে দেশে ফিরে আসেন। কিন্তু পাশ্চাত্য সঙ্গীতের তালিম নিয়ে আসেন। ঠাকুর বাড়ির সাঙ্গীতিক পরিমণ্ডলে বড় হওয়ার সূত্রে তার সঙ্গীতে অনুরাগ জন্মেছিল। অনেক গুণীজনের কাছে তালিম পেয়ে হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীতে দক্ষতা অর্জন করেন। প্রাথমিক ভাবে তিনি পণ্ডিত বিষ্ণু নারায়ণ ভাতখণ্ডে প্রদর্শিত পথে স্বরলিপি ব্যবহার করতেন, যদিও তিনি মধ্যে পাশ্চাত্য সঙ্গীতে নৈপুণ্য ছিল। তিনি অত্যন্ত সুকণ্ঠ ছিলেন ও গানের স্বরলিপি রচনায় তার স্বাভাবিক দক্ষতা ছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু সংগীতের সুর সংযোজন করেন এবং সুর-সংরক্ষণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও নিয়েছিলেন। তিনিই রবীন্দ্রনাথের গানকে রবীন্দ্র সংগীত নামে পরিচিতি দেন। ১৯২১ খ্রিস্টাব্দে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আগেই ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সঙ্গীত ভবন। তত্ত্বাবধায়ক ছিলেন মরাঠি গায়ক ভীমরাও শাস্ত্রী, নকুলেশ্বর গোস্বামী, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। শুরুতে তিনিই অধ্যক্ষ ছিলেন। ১৯২৩ খ্রিস্টাব্দে অধ্যক্ষ হন ভীমরাও শাস্ত্রী। ১৯২৮ খ্রিস্টাব্দে ভীমরাও মহারাষ্ট্রে ফিরে গেলে তিনি পুনরায় অধ্যক্ষ হন। পঁচিশ বৎসর তিনি সঙ্গীতের শিক্ষক ছিলেন। অমায়িক স্বভাবের দিনেন্দ্রনাথ অভিনয়েও কুশলী ছিলেন। সেকারণে শান্তিনিকেতনে ব্রহ্মচর্যাশ্রম ও বিশ্বভারতীর অভিনয় ও সংগীতানুষ্ঠানে তার সহযোগিতা অপরিহার্য ছিল। রবীন্দ্রনাথের বহু নাটকে তিনি অসামান্য অভিনয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে 'নটীর পূজা' ছবিতে সুরারোপ ও ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দে মুম্বইয়ে অনুষ্ঠিত 'তাসের দেশ' নৃত্যনাট্যে অংশগ্রহণ করেছেন। দিনেন্দ্রনাথ কবিতা রচনাতেও সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে তার রচিত বীণ কাব্যগ্রন্থ বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রম হতে প্রকাশিত হয়েছিল। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সিংহ ভাগের স্বরলিপিকার ছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথ নতুন কোনো গান রচনা করার পরপরই তিনি স্বেচ্ছায় বা রবীন্দ্রনাথের নির্দেশে শিখে নিতেন। এরপর তিনি সে গানের স্বরলিপি করে - সংরক্ষণ করতেন।

মদনমোহন তর্কালঙ্কার

একটা সময়ে হয়তো তারা গাড়িঘোড়া চড়তো ঠিকই, কিন্তু এখন তাদের চাকরির জন্য হয় নেতাদের পেছনে টাকার থলি নিয়ে ঘুরতে নয়, নয়তো ধর্ণাতলায় গিয়ে বসতে হয় ! গাড়ি অবশ্য মাঝে মাঝে চড়তে পায়... তবে কলকাতা পুলিশের প্রিজন ভ্যান ! সে যাক, ওসব আমাদের গা সয়া হয়ে গেছে। বাংলা ভাষায় শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষার উপযোগী পড়ার বই প্রথম রচনা করেন ইনি। তাঁর 'শিশুশিক্ষা' গ্রন্থটি বিদ্যাসাগর মশাইয়ের বর্ণপরিচয়েরও আগে প্রকাশিত। স্বয়ং রবিঠাকুরের প্রাথমিক শিক্ষার হাতেখড়ি এই বইটি দিয়ে। তিনি 'শিশুশিক্ষা' পুস্তকটির 'প্রথমভাগ' ১৮৪৯ সালে এবং 'দ্বিতীয় ভাগ' ১৮৫০ সালে প্রকাশ করেন। পরবর্তীকালে পুস্তকটির 'তৃতীয়ভাগ' এবং 'বোধোদয়' শিরোনামে 'চতুর্থভাগ' প্রকাশিত হয়। তাঁর লেখা বিখ্যাত কিছু পঙ্‌ক্তির মধ্যে রয়েছে, পাখী সব করে রব, রাতি পোহাইল, সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি, সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি। লেখাপড়া করে যে,গাড়ি ঘোড়া চড়ে সে ! মনে পড়লো কিছু? ছোটোবেলায় এসব কবিতা মুখস্থ করে পাঠশালার গণ্ডি পেরিয়েছি আমরা। কবিতার দু'এক লাইন আমার বয়সী এখনও অনেকে মনে করতে পারেন। যদিও বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই বলতে পারবেন না বাংলা শিশু সাহিত্যের অতি প্রচলিত ওই কবিতার রচয়িতার নাম। আর এখনতো মুখের বুলি ফুটতেই বাবা-মা ঝাঁপিয়ে পড়েন বাচ্চার ঠোঁটে ইংরেজি রাইম গুঁজে দিতে। শিশুশিক্ষা' লেখার ঠিক পরেই লেখেন 'স্ত্রীশিক্ষা' নামে একটি বই। যেখানে তিনিই প্রথম বলেছিলেন শিশুকে শিক্ষিত করতে গেলে মায়ের শিক্ষাই আগে দরকার। ১৮১৭ সালে আজকের দিনে (৩রা জানুয়ারি) নদিয়ার নাকাশিপাড়ার কাছে বিল্বগ্রামে জন্ম মদনমোহনের। প্রাথমিক শিক্ষা শেষ করে ১৮২৯ খ্রিস্টাব্দে এসে ভর্তি হন কলকাতার সংস্কৃত কলেজে। সেখানে সতীর্থ পেলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মশাইকে। শিক্ষক পেলেন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার ও প্রেমচাঁদ তর্কবাগীশের মতো পন্ডিতদের। তাঁদের কাছে পাঠ নিলেন সাহিত্য, ব্যাকরণ, অলঙ্কারশাস্ত্র, জ্যোতিষ ও স্মৃতিশাস্ত্র। ১৮৪১ সালে পেয়ে যান জজ-পণ্ডিতের সার্টিফিকেট। কবি-প্রতিভার জন্য সংস্কৃত কলেজ থেকে তিনি 'কাব্যরত্নাকর' এবং পাণ্ডিত্যের জন্য 'তর্কালঙ্কার' উপাধি লাভ করেন। তাঁর পারিবারিক উপাধি 'চট্টোপাধ্যায়' হলেও প্রাপ্ত উপাধি 'তর্কালঙ্কার' হিসেবেই তিনি সুপরিচিত।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

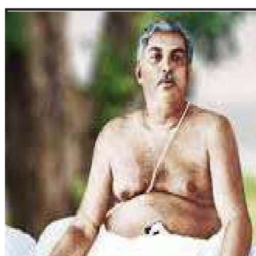

জীব সেবাকে সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। আসলে মা চান অসহায় নারীদের সেবা করতে। অবহেলিত অপমানিত নারীদের রক্ষা করা উচিত। মাই ডাক দেন, নারী শিক্ষার প্রচলন করতে। নারী শিক্ষার খুবই প্রয়োজন। মায়ের ইচ্ছাকে যদি পূরণ করা যায় তাহলে কিন্তু সে জীব সেবার কাজ করে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে। জীব সেবা পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তার আগে জীব সেবা হতো সেটা নমঃ নমঃ করে। কিন্তু মায়ের পুজো চেয়ে জীব সেবাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে মায়ের নাম সারা বিশ্বে সমাদর পেতে শুরু করে।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

শ্রীশ্রী ঠাকুর রামকৃষ্ণ তিনি বলতেন, তাঁর সন্তানরা জীবের সেবা আগে করবে। তারপরে তারা অন্ন গ্রহণ করবে। এটাই হচ্ছে মা ভবতারিনীর প্রধান এবং মুখ্য ইচ্ছা। মায়ের ইচ্ছাকে সব সময়ে পূরণ করার চেষ্টা করতে হয়। মায়ের ইচ্ছাকে যদি পূরণ করা যায় তাহলে কিন্তু জীব সেবার কাজ বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে পারে। আসলে দক্ষিণেশ্বর থেকে জীব সেবা পরম ধর্ম বলে গ্রহণ করা হয়েছিল। তার আগে জীব সেবা হতো সেটা নমঃ নমঃ করে। কিন্তু দক্ষিণেশ্বরে মায়ের পুজো চেয়ে জীব সেবাকে বেশি করে প্রাধান্য দেওয়ার ফলে স্বামী বিবেকানন্দ সারা বিশ্বের সমাদর পেতে থাকেন। ভগিনী নিবেদিতাকে স্বামী বিবেকানন্দ নিয়ে এসেছিলেন তাঁর জীব সেবাকে সার্থক রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। আসলে মা সারদা চেয়েছিলেন অসহায় নারীদের সেবা করতে। তারা ভগিনী নিবেদিতার মতো একজন সাহসী মহিলাকে কাছে পেলে অবহেলিত অপমানিত নারীরা তাদের জীবনকে সার্থক করতে পারবে। তারা ধন্য হবে ভগিনী নিবেদিতার সংস্পর্শ লাভ করলে।

'আনন্দ ভবন'-এর প্রধান আইনজীবী মতিলাল নেহরু পুত্র জওহরকে উল্লেখযোগ্য স্থানে প্রতিষ্ঠিত করতে 'গান্ধি দর্শন'-এ বিশ্বাসী হন

রবীন্দ্রকুমার শীল

(পূর্ব প্রকাশের পর)

(১৯৪৭ সালে স্বাধীন ভারতের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করেই পণ্ডিত নেহরুর ওপরে চাপ বৃদ্ধি পেতে থাকে। তিনি তখন দিশাহারা। তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ এবং জোট নিরপেক্ষ নীতি কতখানি সাফল্য করেছিল তার মূল্যায়ন করার সময় এসে গিয়েছে। আজকে যখন মৌলবাদী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়াতে চেষ্টা করছে এই সময়ে নেহরুর প্রবর্তিত দুই নীতির অভাব ক্রমশ বৃদ্ধি লাভ করছে। তাঁর চিন্তিত এই দুই নীতিকে বলা যেতে পারে 'নেহরু দর্শন'। এই 'নেহরু দর্শন'ই স্বাধীন ভারতের পথ হয়। সেই পথ ধরেই কী চলতে থাকবে ভাবী কালের ভারত? এ নিয়ে আলোচনা করা প্রয়োজন।)

এই সম্পত্তির আসল মালিক ছিলেন এলাহাদাবাদের শেখ ফৈরাজ আলি। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে এই বাংলোটি বিনা ভাড়ায় বসবাস করতে দিয়েছিল ১৮৬১ সালে যখন সিপাহী বিদ্রোহের ১৮৫৭ সালে তিনি ব্রিটিশদের পক্ষ নিয়েছিলেন। এটা তারই উপহার স্বরূপ ছিল। ১৮৭৩ সালে ফৈয়াজ আলি মারা গেলেন তখন তার পুত্র ছিল একেবারে নাবালক। তার ফলে আদালত তত্ত্বাবধানে সম্পত্তি দেখাশুনা করার দায়িত্বভার গ্রহণ করলো। ১৮৮৮ সালে তাঁর উত্তরাধিকারীদের অনুরোধে আদালত জেলা কালেক্টরদের সম্পত্তি বিক্রিকরার আদেশ দিল। আলিগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের সৈয়দ আহমেদ খানের পুত্র এলাহাবাদ হাইকোর্টের বিচারপতি সৈয়দ মহম্মদ এই বাড়িটি ৯ হাজার টাকায় ক্রয় করেন। তারপরে তিনি এই বাড়িটির সংস্কার করেছিলেন। ছয় বছর বাদে ১৮৯৪ সালে মহম্মদ রাজা জয়কৃষেন দাসকে বিক্রি করে দিয়েছিলেন ২০ হাজার বা ১৯ হাজার টাকা দিয়ে। তারপরে যখন মতিলাল নেহরুর হাতে এই সম্পত্তি এসে উপস্থিত হল তখন তিনি এটিকে আধুনিকীকরণ করছিলেন। তাঁর জীবন সগ্রাম স্বার্থক হল। তিনি এবারে অভিজাত সম্প্রদায়ের একজন হয়ে উপস্থিত হলেন। সেই সময়ে সুইমিং পুল সহ আলোর ব্যবস্থা করেছিলেন মতিলাল। সেখানে সাঁতার কাটতেন জওহরলাল। তাঁর বোন বিজয় লক্ষনী বাবার সঙ্গে টেনিস খেলতেন। সেই সময়ে মতিলাল বাড়িতে জনসমাবেশ করতেন সেখানে সাহেব থেকে শুরু করে উচ্চপদস্থ সরকারি অফিসার থেকে শুরু করে অভিজাত শ্রেণির লোকেরা উপস্থিত থাকতো। সেখানে উপস্থিত থাকতেন জওহরলাল নেহরু। জওহরলালের মা স্বরূপরানি ভারতীয় বেশভূষা পরতেন। তিনি বাড়ির অভিজাত সম্প্রদায়ের সমাবেশে যোগদান করতেন। তিনি সামান্য ইংরেজি জানতেন। তিনি বাড়ির মধ্যেই আভিজাত্যকে ধরে রাখতেন তা বাইরে প্রকাশ করতেন না। মতিলাল ওকালতি ব্যবসায় সাফল্য লাভ করতে শুরু করে দিয়েছিলেন। তার ফলে তিনি তখন এলাবাদ ওকালতি জগতে বিখ্যাত আইনজীবী হিসাবে পরিচিত হতে থাকলেন। তিনি পরিস্কার করে বলতেন আমি টাকা পাওয়ার জন্য আইনী ব্যবসা করছি। তিনি লখনউতে তালুকদারদের মামলায় অংশ গ্রহণ করতেন এবং রাজার মতো সেখানে বসবাস থেকে শুরু করে চলাফেরা করতেন। এরপরে মতিলাল তাঁর পুত্র জওহরলালকে আইসিএস করা জন্য চিন্তাভাবনা করতে শুরু করলেন। ব্রিজলাল নেহরুকে অক্সফোর্ড পাঠালেন ১৯০৫ সালে। ১৯০০ সালে যখন জওহরলাল মাত্র দশ বছরের তখন জওহরকে ইংরেজি ভাষা শেখানোর জন্য পিতা মতিলাল একজন দক্ষ ইরেজি শিক্ষক নিয়োগ করেন। তারপরে তিনি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলেন যে পুত্র জওহরকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করবেন যাতে সব বিষয়ে পারদর্শী হতে পারে। পণ্ডিত গঙ্গানাথা ঝা'কে নিয়োগ করলেন সংস্কৃত এবং হিন্দি শিক্ষক হিসাবে। তারপরে যাতে সঠিক পদ্ধতিতে আইসিএস পঠনপাঠন গ্রহণ করতে পারে তার জন্য আইরিশ-বেলজিয়ান ফার্দিনান্দ টি ব্রুকসকে গৃহ শিক্ষক হিসাবে নিয়োগ করলেন। এই শিক্ষককে মতিলালের কাছে পাঠিয়ে ছিলেন অ্যানি বেসান্ত (১৮৪৭-১৯৩৩)। অ্যানি বেসান্ত একজন রাজনীতিবিদ ও দার্শনিক ছিলেন পাশাপাশি তিনি আবার লেখক জর্জ বার্নার্ড শ'র পরিচিত ছিলেন। ফার্দিনান্দ জওহরলালকে এমনভবে শিক্ষিত করে দিয়েছিলেন যা পরবর্তীকালে ভারতের রাজনীতিবিদ হতে তাঁকে সাহায্য করছিল। শিক্ষক ব্রুকসের অধীনে জওহরলাল ছিলেন ১৯০১ সাল থেকে ১৯০৪ সাল পর্যন্ত। সেই সময়ে বালক জওহরলালকে সুশিক্ষিত করতে ব্রুকস বই পড়ার অভ্যাস তৈরি করে দিয়েছিলেন। বিশ্বের সেরা সেরা

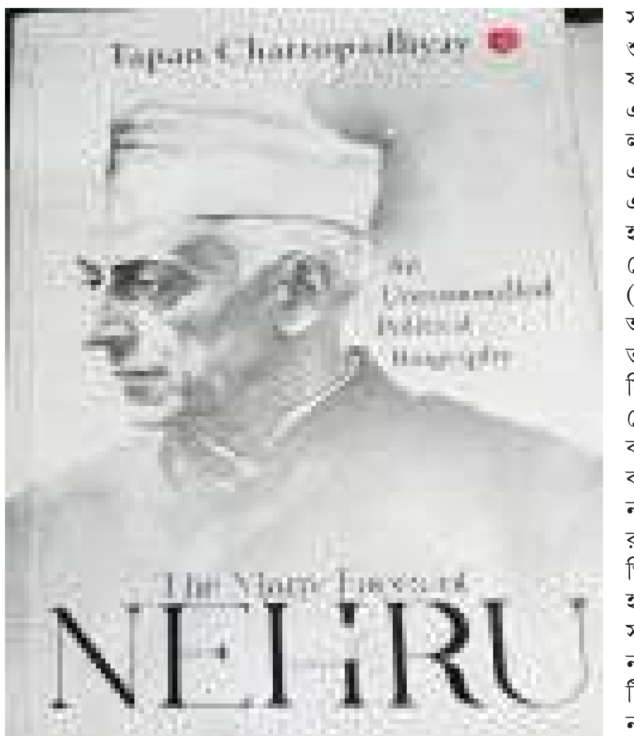

পণ্ডিতদের বই পড়তে থাকতেন বালক জওহরলাল। তাঁর ইংরেজি বইয়ের মধ্যে ছিল লুইস ক্যারলের ফ্যানটাসি জঙ্গল বুকস, ডন কুইসট, ওয়ালটার স্কট, চার্লস ডিকেনস, উইলিয়াম মেকপিস, থ্যাকার, এইচজি ওয়েলস, মার্ক টোয়েন, সালর্ক হোমস, অ্যান্টনি হোপ, পিটার ইবসেন সহ আপও বিভিন্ন স্বাদের বই। ইংরেজি ক্লাসিক্যাল বইগুলি পড়ানোর নেশা তৈরি করে দিয়েছিলেন বালক জওহরকে শিক্ষক ব্রুকস। শিক্ষিক ব্রুকস ছাত্র জওহরকে ইংরজি কবিতা পড়া করা ও ইংরজি কবিতা রচনা করাও শেখান। সেই কারণে আমরা দেখতে পাই যে জওহরলালের ইংরেজি ভাষার মধ্যে একটি মাধুর্য রয়েছে। জওহরলাল আবার কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের (১৮৬১-১৯৪১) কবিতা পড়তে বেশি ভালোবাসতেন। তবে জওহরলাল নেহরু ছবি আঁকা এবং গানের প্রতি আকর্ষিত হতে পারেনি। তবে শিল্প নিয়ে তিনি উচ্ছাস প্রকাশ করতেন। তিনি প্রায় সময়ে রাজনীতি এবং ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে ব্যস্ত থাকতেন। ব্রুকস আবার জওহরলালকে বৌদ্ধ, হিন্দু এবং গ্রীক সাহিত্য সম্পর্কে উৎসাহিত করেছিলেন। বৌদ্ধদের ধর্মপদ, উপনিষদ, 'ভাগবত গীতা' নিয়ে চর্চা করতেন। জাতিরজনক মহাত্মা গান্ধি (১৮৬৯-১৯৪৮) ভারতীয় 'উপনিষদ', 'ভাগবত গীতা' পাঠ করেছিলেন তরুণ বয়সকালে তখন তিনি বিলাতে ছিলেন। ১৯০৫ সালে রুশ জাপান যুদ্ধ শুরু হলে জওহরলাল জাপান সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করতে থাকেন এবং জাপান সম্পর্কিত বই নিয়ে এসে পড়তে শুরু করলেন। এই পাঠ গ্রহণ করার ফলে তিনি ভারতের স্বাধীনতা এবং এশিয়ার স্বাধীনতা সম্পর্কে ধারনা লাভ করতে থাকেন। বাড়িতে একাকী থাকতেন জওহরলাল। তাঁর এই একাকী থাকার জীবনটা বিলাতে হ্যারো স্কুলে পড়ার সময়ে কাজে লেগেছিল। সুভাষ চন্দ্র বোস (১৮৯৭-১৮৪৫) কেমব্রিজের অসাধারণ ছাত্র হিসাবে ছিলেন। তবুও তিনি ভাগ্যবান ছিলেন না ফিজউইলিয়াম মাধ্যমের। সুভাষ বোস বেশি ভাগ্যবান ছিলেন তাঁর বন্ধুত্বের সাথে, কিন্তু জওহরলাল কারোর সঙ্গে বেশি মিশতে পারতেন না এবং বন্ধুত্বও বেশি দিন ধরে রাখতে পারতেন না। প্রায় সময়ে তিনি খুব গুরুগম্ভীর ব্যাপারে যুক্ত হয়ে পড়তেন। সুভাষ বোস যেমন সঙ্গীত পচ্ছন্দ করতেন। তিনি কবি নজরুলের 'কারার ওই লোহ কপাট' টি যেমন পচ্ছন্দ করতেন আবার নজরুলের 'দুর্গম গিরি কান্তার মেরু' গানটি নিজের কণ্ঠে গাইতেন। পণ্ডিত জহেরলাল কোনও সময়ে নিজের কণ্ঠে গান গাইতেন না। বা করোর গান শুনতে ভালো লাগলেও নিজ কণ্ঠে গান গাইতেন না। মতিলাল যখন কোর্টে যেতেন সকাল বেলায় তখন তাঁর বাড়িতে লোকে পরিপূর্ণ থাকতো। আবার আদালত থেকে ফিরে আসার পর বাড়িটা আলোয় ঝলমল করতো এবং তার সঙ্গে চলতো হাসাহাসি, আড্ডা এবং বিতর্ক। মতিলাল এই বাড়ির একক মলিক ছিলেন। তাঁর আদেশে বাড়ির সব কাজ সমাপ্ত হতো। তিনি ছিলেন শেষ কথা। কোন চাকরের ওপরে রেগে গেলে তিনি শাস্তি দিতেন। তবে ছোটোখাটো বিষয়ে তিনি মাথা ঘামাতেন না। যখন কোনও সময়ে খারাপ পথ ধরে এগিয়ে চলতে শুরু করে দিয়েছে তখনই তিনি হাল ধরতেন এবং কঠোর হাতে তা দমন করতেন। বড়ির মহিলাদের মধ্যে ধর্মাচরণ করতে তিনি মত দিয়েছিলেন। কিন্তু মহিলারা কোনও সময়ে কোনও অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতে পারতো না। মতিলালের আনন্দভবন দুইটি অন্দরে বিভক্ত ছিল। সামনের প্রথম দিকে ঘরগুলিতে মতিলালের অফিস যেখান দিয়ে বাগান দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে আবার পাশ্চাত্য ঘরানা পদ্ধতিতে ঘরগুলি সন্নিবিষ্ট ছিল। একদিকে ভারতীয় ঘারানা এবং অন্য দিকে পাশ্চাত্য ঘারানা। ভারতীয় ঘারানার দেখভাল করতেন মতিলালের স্ত্রী স্বরূপারানি। সেখানে ভারতীয় রান্নার পরিবেশ ছিল। ব্রাহ্মণ পাচক থেকে শুরু করে উচ্চবর্ণের হিন্দু চাকরও থাকতো। এখানে স্বরূপরানি থাকতেন এবং খানাপিনা করতেন। তাঁর বোন বিবিমা এবং জওহর এই অংশে থাকতেন। বাড়ির পাশ্চাত্য ঘারানা অংশের দায়িত্বে ছিলেন মিস স্মিথ। সেখানে অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান থেকে শুরু করে মুসলিম চাকরও ছিল। সেই সময়ে এই দুই জগতের সঙ্গে কোনও রকম ঝামেলা সৃষ্টি হতো না। সবার মধ্যে একটি সদভাব বজায় ছিল। স্ত্রী স্বরূপরানি স্বামীর সঙ্গে কখনও কখনও খাবার টেবিলে গিয়ে উপস্থিত হতেন এবং ছেলের সঙ্গে খারার টেবিলে যোগ দিতেন। শুধু মাত্র মতিলালের জন্য কাজের সময় তাঁর ইচ্ছা মতো খাবার দেওয়া হতো এবং খেতেন পাশ্চাত্য ঘারানার খাবার টেবিলে। বালক জওহরলাল মা, মাসি, পিসিদের সঙ্গে থাকতেন এবং মাঝে মধ্যে গঙ্গায় যেতেন মায়ের সঙ্গে। তাঁর বড় কাকা ব্রিটিশদের ব্যাপারে সন্তোষ প্রকাশ করতেন এবং কোনও ইংরেজদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করতেন না। তিনি অনুভূতিকে একটি মধ্যস্থতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হতেন। রাজনীতিতে তিনি উচ্চস্থান গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিলেন। জওহরলাল নিজের অনুভূতিকে একটি মধ্যস্থতায় নিয়ে আসতে সক্ষম হন এবং তিনি ভয়ঙ্কর রকমের ভয় পেয়ে যেতেন যদি কেউ উগ্র মেজাজ ধারন করতো। মতিলাল রেগে গেলে চাকরদের মারধোর করতেন তখন জওহরলাল তা দেখেও কোনও কথা বলতেন না। তিনি শুধু চুপ করে পিতার রাগান্বিত আচরণ দেখতেন। পিতা মতিলালের পেন চুরি নিয়ে ছোটবেলায় তাঁকে আঘাত সহ্য করতে হয়। তখন পিতার প্রতি কোনও বিরাগ পোষন করেননি। তবে তিনি তখন বাড়ির একজন ছেলে হয়ে এই সাজাকে মেনে নিয়েছিলেন। জওহরলাল এই সময় থেকে পোগনীয়তা এবং বুদ্ধিচালনা গ্রহণ করতে শিখে নিয়েছিল। এই ধরনের আচরণ দেখত পাওয়া গিয়েছিল রাজনীতির করার সময়ে। জওহরলাল আনন্দ ভবনে থেকে অন্যান্য স্থানীয় ভারতীয়দের মতো চালচলন শিখতে অভ্যস্ত হল না। সেই সময়ে পণ্ডিত নেহরুর মনের মধ্যে কোনও দেশত্ববোধ এবং জাতীয়বোধ জাগ্রত হয়নি। পরিবারের বহুজন দূর দূরান্তে থাকলে তারা এলাহাবাদে এসে বসবাস করতে শুরু করে এবং সেই সময়ে তারা পার্শ্ববর্তী মানুষদের সঙ্গে কোনও সম্পর্ক তৈরি করার ইচ্ছা প্রকাশ করতেন না এবং স্থানীয় মানুষের সঙ্গে দূরত্ব বজায় রাখতেন। এলাহাবাদ শহরের জীবন সংস্কৃতি সম্পর্কে তারা অজ্ঞাত ছিল। জওহরলাল এই বিষয়টাকে প্রকাশ করেছে। তিনি তা চাপা রাখেননি। সেই সময়ে বহু কাশ্মীরা এলাহাবাদে বসবাস করতো এবং তারা দেখতে খুবই সুন্দর ছিল। তারা সবার সঙ্গে স্বাচ্ছন্দে মেলামেশা করতো। তখন সেখানকার মহিলাদের কোনও পর্দা ছিল না যার আড়ালে থাকতে হতো। সবাই লোকসঙ্গীতে পুরুষ এবং মহিলারা অংশ গ্রহণ করতে পারতো। তবে তাদের খাদ্যাভাষ একেবারে ভিন্ন ছিল। বালক জওহরলালের মধ্যে তা অনুভব করতেন। সংস্কৃতিকবান এবং শিক্ষিত পরিবার হিসাবে নাম করতে শুরু করে দিয়েছিল আনন্দ ভবনের নেহরু সদস্যরা। জওহরলাল এই সব তাঁর বাড়ির পার্শ্ববর্তী পরিবেশ দেখে যে অনুভূতি লাভ করেছিলেন তা তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে উল্লেখ করেছেন। সেই যুগের এলাহাবাদ সম্পর্কে একটি মনোরম বাস্তবধর্মী চিত্র অঙ্কিত করে তাকে জওহরলাল নিজের আত্মজীবনীতে বর্ণিত করেছেন। ভারতের রাজনীতিতে জওহরলাল নেহরু নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন তার সোপান তৈরি করা শুরু হয়ে গিয়েছিল বাল্যকাল থেকে। ধাপে ধাপে নিজেকে প্রস্তুত করেছেন ভারতীয় রাজনীতিতে প্রধান এবং মুখ্য পুরুষ হয়ে দাঁড়াতে। সেই শিক্ষার আয়োজন তৈরি করে দিয়েছিলেন জওহরের জন্য মতিলাল। আসলে পিতাই পুত্রের উত্থান শক্তির মূল স্তম্ভ।

(তথ্যসূচি ঃ 'রাইভালরি দ্যাট কস্ট ইণ্ডিয়া', ডক্টর তপন চট্টোপাধ্যায়, এইচপি হ্যামিলটন লিমিটেড ও 'দ্য মেনি ফেসেস অব নেহরু' ড. তপন চট্টোপাধ্যায়, রূপা পাবলিকেশনস ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড)

বাংলার ভাষার মাধুর্য বাংলা সঙ্গীতকে সমৃদ্ধ করেছে সেই কথাই ব্যক্ত করে গিয়েছিলেন সুরকার সলিল চৌধুরী

বিশেষ প্রতিবেদক

(সলিল চৌধুরী জন্মশতবর্ষে যে সলিল সংকলন 'সেই বাঁশিওয়ালা' বের হয়েছে তার থেকে একটি লেখা - সলিল চৌধুরী লিখছেন সুর সৃষ্টি সম্পর্কে।)

অনেক উৎসাহী বন্ধু আমাকে প্রশ্ন করেছেন- 'গানে সুর দেবার

কায়দাটা কি?'দ কেউ কেউ জানতে চেয়েছেন, আমি যখন কোনও গান তৈরি করি আগে তার সুর আসে না কথা আসে- কিছু কিছু উৎসাহী বন্ধুর চিঠি আমি মাঝে মাঝে পেয়ে থাকি, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ সমঝদার শ্রোতা, কেউ তরুণ সুরকার, কেউ-বা গীতিকার, এঁরাও নানা সময়ে নানা রকম প্রশ্ন করে থাকেন- গানে সুর দেওয়া কাউকে শেখানো যায় কিনা? ওটা কি জন্মগত প্রতিভা? একজন লিখেছিলেন, এবার আপনি 'স্বাধীনতা' পত্রিকার সম্পাদকীয়টায় সুর লাগিয়ে দিন, মনে হয় আপনার পক্ষে সম্ভব। আবার কেউ কেউ আমার শুভাকাঙ্ক্ষী সমালোচক, আপনার গানে ভীষণ ইংরেজি সুর এসে পড়ছে', 'আপনার সুর একঘেয়ে হচ্ছে', 'আপনার ক্লাসিকাল সংগীত শেখা উচিত' ইত্যাদি তাঁরা লিখে থাকেন। এই সব কিছু মিলে নিজস্ব সুরসৃষ্টি সম্পর্কে আমার একটা নিজস্ব ধারণা গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা মাঝে মাঝে উপলব্ধি করেছি। অবশ্য সুরসৃষ্টি করা সম্পর্কে প্রবন্ধ লেখার চেয়ে সুরসৃষ্টি করা ঢের বেশি আনন্দ দায়ক। আসল কথা সুরসৃষ্টি করার সময় কি করে সুরটা তৈরি হল, তার বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটি কি, এ সম্বন্ধে ভাবার কোনও অবকাশ থাকে না। সে যাক্, সুরসৃষ্টি সম্পর্কে কিছু ধারণা আমার মনে জন্মেছে, সেটা জন্মেছে আমার নিজস্ব অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে। সেটাই যে অবধারিত সত্য এমন কথা বলছিনে, তবু এক জনের অভিজ্ঞতা আর একজনকে সাহায্য করতেও পারে, বিশেষ করে তরুণ সুরকারদের, এই ভেবেই এই প্রবন্ধের অবতারণা করছি।

ওপরের কোনও প্রশ্নের জবাবের মধ্যে না গিয়ে সুরসৃষ্টি সম্পর্কে আমার মোটামুটি ধারণা ব্যক্ত করার চেষ্টা করব, তার মধ্যেই সব প্রশ্নের কিছু কিছু জবাব পাওয়া যাবে।

কবি যখন কবিতা লেখেন, তিনি কি করেন? তাঁর অন্তরের ভাবকে প্রকাশ করার জন্যে সাধারণত ব্যবহৃত শব্দগুলোকেই এমনভাবে সাজান যাতে দৈনন্দিন জীবনের খুঁটিনাটি সাধারণ কথাগুলো ছন্দে এবং সঙ্গতিতে অসাধারণ রূপ ধারণ করে। অর্থাৎ আমি বলতে চাচ্ছি কবিকে কবিতা লেখার জন্যে ভাষার সৃষ্টি করতে হয় না। প্রত্যেক ভাষারই প্রত্যেকটি শব্দ সেই ভাষাভাষী মানুষের মনে একটি বিশেষ ভাবের সৃষ্টি করে। কবি সেই গৃহীত অবস্থাকে অনুকূলে পান বলেই কবিতা সৃষ্টি করতে পারেন, একথা বলাই বাহুল্য। শুধু কবিতা কেন, আমি যা লিখছি, এর প্রত্যেকটি শব্দের একটি বিশেষ অর্থ এবং ভাব যদি না বাঙালির কাছে থাকত আমি যতই কায়দা করে শব্দগুলো সাজাই না কেন, এর কোনও অর্থই আপনাদের হৃদয়ঙ্গম হত না।

সংগীতের সঙ্গে কবিতার অনেক তফাত থাকলেও প্রায় একইভাবে একথা বলা যায় যে সুরকার যখন সুর সৃষ্টি করেন তখন তিনি একটি বিশিষ্ট জাতীয় মানুষের মনে গৃহীত শব্দ গুলিকে ছন্দে এবং সঙ্গতিতে সাজান মাত্র। বিশিষ্ট জাতীয় বলছি এই জন্য যে ভাষার মতো সংগীতের স্বরসমষ্টিও একটি বিশেষ ভৌগোলিক এবং সামাজিক পরিবেশের মানুষের মধ্যে বিশিষ্ট ভাবে গড়ে ওঠে যা অন্য কোনও পরিবেশের সংগীত থেকে স্বতন্ত্র। এই জন্যেই ভারতীয় সংগীত বিশিষ্টতায় ইউরোপীয় সংগীত থেকে বিশিষ্ট। ভারতীয় সংগীতের মধ্যে আবার দক্ষিণ ভারতের সংগীত উত্তর ভারতের সংগীত থেকে বিশিষ্টভাবে স্বতন্ত্র। তেমন বাংলার লোকসংগীত আবার বিহারের লোকসংগীত থেকে বিশিষ্ট। কিন্তু একটি কথা মনে রাখতে হবে যে সংগীত জীবন্ত এবং জীবন্ত বলেই পরিবর্তনশীল। মানুষের অগ্রগতির সাথে সাথে নতুন শব্দ, নতুন ভাবধারা, নতুন জীবনযাত্রার প্রভাব সংগীতে পড়বেই। যাঁরা কোনও সংগীতের 'অব্যয় 'তায় বিশ্বাস করেন তাঁরা ভুল করেন এবং সংরক্ষণশীল প্রতিক্রিয়াকে সাহায্য করেন।

মানুষের মনে শব্দ সম্বন্ধে অনুভূতিটা জন্মায় কোথা থেকে? নিশ্চয় আকাশ থেকে পড়ে না! বস্তুজগতে আদিমকাল থেকে আজ পর্যন্ত যে বিচিত্র শব্দ সম্ভার ধ্বনিত হচ্ছে- বজ্রাঘাত, ঝড়, বৃষ্টি, পশুর ডাক, পাখির কাকলী, যৌথভাবে শিকার করা থেকে আরম্ভ করে নৌকা বাওয়া, বীজ বোনা, বহন করা ইত্যাদির শব্দ, আজকের যুগে কারখানার শব্দ, ট্রেনের ছন্দ, জাহাজের ভোঁ, ট্রামের ঘড়ঘড়, প্লেনের শব্দ, নিস্তব্ধ দুপুরে ফিরিওয়ালার চিৎকার, দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাঙলার 'মা ফ্যান দাও' এই সবই কিন্তু সংগীতের উৎস। যাঁরা বিখ্যাত রাশিয়ান সুরকার মুসোর্স্কীর জীবনচিত্র দেখেছেন, তাঁরা জানেন, মুসোগস্কী তাঁর একটি বিখ্যাত শব্দছন্দা তৈরি করেছিলেন একটি দৃশ্য দেখে এবং শব্দ শুনে এক অত্যাচারী জমিদার একটি চাষীর ছেলেকে চাবুক মারছিল, স্পাৎ স্পাৎ শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ছেলেটির মুখ থেকে আর্তনাদ বেরিয়ে আসছিল, এটিকেই করে তিনি সঙ্গীত ছন্দ তৈরি করেন। বস্তুজগতের শব্দসম্ভারের প্রতিক্রিয়া সংগীতের ভাবজগতকে সৃষ্টি করে। কিন্তু এটাও সত্যি যে মানুষের ভাবজগতের পাচকরসে আবার নতুন শব্দসম্ভার জন্মগ্রহণ করে; সেই শব্দের সঙ্গতি আবার বস্তুজগতকে স্বর্গীয় করে তোলে এইটাই সমাজে সুরকারের ভূমিকা। তিন হাজার বছর আগের কোনও তপোবনের ঋষির মনে বস্তুজগতের শব্দসম্ভারের প্রতিক্রিয়ায় যে ভাবজগতের সঙ্গতি জন্মানো সম্ভব ছিল (হয়তো তা শুধু ওঙ্কার ধ্বনি মাত্র) আজকের কোনও চিন্তাশীল সুরকার যদি সেইটাকেই একমাত্র পবিত্র সংগীত বলে মনে করেন, তিনি ভুল করবেন। তাঁর সংগীতে বিগত তিন হাজার বছরের শব্দসম্ভারের অভিজ্ঞতা অজ্ঞাতসারে হলেও যুক্ত হচ্ছে এইটাই হওয়া স্বাভাবিক। এটা ঠিক, আমি যখন সুর করি, এসব কথা ভেবে করি না। আমি বিষয়বস্তুর প্রতি আন্তরিক।

পাঠকদের চিন্তাভাবনার প্রকাশ ও লেখনি

পটলডাঙ্গার টেনিদা

চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললে, ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্। এই অদ্বিতীয় টেনিদা কি পুরোপুরি নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়য়ের সৃষ্টি? আর সেই চাটুজ্জেদের রোয়াক কি সত্যিই

কোথাও ছিল? হ্যাঁ। টেনিদা সত্যিই ছিলেন। টেনিদা আর লেখক একই বাড়িতে থাকতেন। টেনিদা বাড়িওয়ালা, লেখক ভাড়াটে। বাড়িওয়ালার আসল নাম প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়। আমহার্স্ট স্ট্রিট আর হ্যারিসন রোডের জংশনের ফুটপাতে একটি গলি। এখানেই সেই চাটুজ্জেদের রোয়াক, ২০ নম্বর পটলডাঙার স্ট্রিট আর ডি লা গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক ইয়াক বলে হুল্লোড়।

প্রভাতবাবু মানে টেনিদা মারা গেলেন বোধহয় ২০০৩ সালে, তারপর ওর স্ত্রীও মারা গেলেন, ওর ছেলেও চলে গেলেন এই বাড়ি ছেড়ে দিয়ে।

২০ নম্বরের দোতলায় থাকতেন প্রভাতবাবু আর এই উল্টোদিকের ২০এ তে থাকতেন নারায়ণবাবু। দোতলায়। ২০, ২০এ আর ২০বি; এই তিনটেই প্রভাতবাবুদের বাড়ি। যৌথ পরিবার ছিল ওনার । সবাই ছেড়ে চলে গেছেন। বাড়ির ঘরগুলোও পুরো রিমডেলিং করা হয়েছে। আঠেরো নাম্বারটা চাটুজ্জেদের রোয়াক এখন আর নেই। যেখানে টেনিদারা আড্ডা দিত । ওটা চাটুজ্জেদের রোয়াক নয়, মুখার্জিদের। নামটা নারায়ণবাবু বদলে দিয়েছিলেন। ইতিহাস বোধহয় এভাবেই হারিয়ে যায়! বাঁদিকে যৌবনের টেনিদা, ডানদিকে ১৯৯৫ সালে ৭৫ বছর বয়স্ক টেনিদা চাটুজ্জেদের রোয়াকে বসে টেনিদা বললে, ডি-লা-গ্র্যান্ডি মেফিস্টোফিলিস ইয়াক্ ইয়াক্। পটলডাঙ্গা বিখ্যাত হয়েছিল নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরেই। আগে এই পটলডাঙ্গার নাম কেউ ভালো করে জানতো না। তবে শিক্ষিত মহলের কাছে পটলডাঙ্গা নামটা খুবই পরিচিত ছিল। এখানে ডেভিড হেয়ার একটি স্কুল তৈরি করেছিলেন। সেই স্কুলে নেটিভ ছাত্ররা এসে ভর্তি হয়ে পড়াশুনা করতো। এই নেটিভ স্কুলে এক সময়ে ভর্তি হয়েছিলেন বহু মেধাবি ছাত্ররা। রেভারেন্ট কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় এই স্কুলে ছাত্র ছিলেন। ডেভিড হেয়ার এই স্কুলে শিক্ষকতা করতেন। তিনি নেটিভ ছাত্রদের শিক্ষিত করে তোলার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই স্কুল খুবই নাম করেছিল। ইয়ং বেঙ্গল দলের সদস্যরা এই স্কুলে প্রতি আগ্রহ প্রকাশ করে। হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও এই স্কুল সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন। সেই কারণে পটলডাঙ্গার একটি বিশেষ পরিচিত ছিল। কথা সাহিত্যিক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় যখন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলার অধ্যাপক ছিলেন তখন তিনি এই পটলডাঙ্গায় এসে বসবাস করতে শুরু করেন। তিনি প্রতিদিন গলিতে প্রবেশ করে দেখতেন একটি চায়ের দোকানকে কেন্দ্র করে পটল ডাঙার ছেলেরা এক জোট হয়ে ঘন্টার পর ঘন্টা আড্ডা দিচ্ছে। এই আড্ডার কেন্দ্রীয় চরিত্র হচ্ছে টেনিদা স্বয়ং। তিনিই ছিলেন আড্ডার নেতা। তাকে কেন্দ্র করে পটলডাঙ্গার আড্ডা জমজমাট ছিল বলা যেতে পারে।

লেখক ঃ শঙ্করলাল কর্মকার, কলকাতা।

দারিদ্রতা কোন প্রতিবন্ধকতা নয় প্রমান করেছে রবিঃ স্বপন দেবনাথ

সুজিত দত্ত, বর্ধমান, ৬ জানুয়ারি ঃ লক্ষ্য স্থির থাকলে দারিদ্রতা যে কখনও প্রতিবন্ধকতা হতে পারে না তা প্রমান করেছে পূর্ব বর্ধমান জেলার গর্ব সন্তোষ ট্রফি জয়ের অন্যতম কারিগর রবি হাঁসদা। সোমবার পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ ও জেলা প্রশাসনের যৌথ উদ্যোগে ৭৮ তম সন্তোষ ট্রফি জয়ী বাংলা দলের সেরা খেলোয়ার রবি হাঁসদাকে সম্বর্ধনা প্রদান করা হয় টাউন হল অডিটোরিয়ামে। ওই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলা পরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, জেলাশাসক আয়েষা রাণী এ, জেলা পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বিধায়ক খোকন দাস, জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক রামশঙ্কর মন্ডল, রবি হাঁসদার কোচ মুদ্রাজ সেডেন সহ অন্যান্য প্রাশাসনিক আধিকারিক ও জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষগন। এদিন রবি হাঁসদার লড়াই কে কুর্নিশ জানিয়ে বলেন, রবি হাসদা সারা পূর্ব বর্ধমান জেলা সহ বাংলার গর্ব। তার লড়াই সন্তোষ ট্রফিতেই শেষ নয়, তাকে ভারতীয় ফুটবল দলের একজন খেলোয়ার হতে হবে। খেলোয়ারের প্রশংসার পাশাপাশি তিনি তাকে সতর্ক করে বলেন, এখন অনেক সম্বর্ধনা পাবেন রবি, তবে এই সম্বর্ধনার স্রোতে যেন তিনি ভেসে না যান। অনেক প্রতিভাই এই সম্বর্ধনার জোয়ারে হারিয়ে গেছে। রবি হাঁসদা যাতে হারিয়ে না যায় সে বিষয়টা আমাদের দেখতে হবে, তাকে পাহারা দিতে হবে। জেলা পরিষদের সবাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার রবি জানান,রবি হাঁসদা ফুটবল জগতে পশ্চিমবঙ্গের একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসাবে উঠে এসেছে। বর্তমান সময়ে সবাই যখন মোবাইল নিয়ে ব্যস্ত, সেখানে রবি মাঠ কে ভালবেসে খেলার জগতে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। এটা বর্তমান প্রজন্মের কাছে একটা ভাল বার্তা। যেহেতু তিনিও একই ব্লক মঙ্গলকোটের মানুষ তাই রবির এই গর্বে সারা বাংলার সাথে তিনি নিজেও গর্বিত। জেলাশাসক আয়েষা রাণী - এ তার এই কৃতিত্বকে অভিনন্দন জানিয়ে তার এই সাফল্যকে ধরে রাখার পরামর্শ দেন। পুলিশ সুপার সায়ক দাস তার বক্তব্যে বলেন, রবি হাঁসদার সাফল্য শুধু বাংলার নয় গোটা ভারতবর্ষের গর্ব। রবি হাঁসদা-কে পুলিশ হেডকোয়ার্টারে ডাকা হয়েছে ও একটা চাকরি পাবে। রবি হাঁসদা পুলিশ ডিপার্টমেন্টের সাথে যুক্ত হতে চলেছে তার জন্য শুভেচ্ছা জানান তিনি। বিধায়ক খোকন দাস রবি হাঁসদার এই সাফল্যকে অভিনন্দন জানিয়ে তার উজ্জ্বল ভবিষ্যত কামনা করেন। কোচ মুদ্রাজ সেডেন বলেন, রবি হাঁসদা আদিবাসী পরিবারের ছেলে তাই খুবই গরীব পরিবারের থেকে আসা। খুব কষ্ট করত দিনমজুরি করে চলতো রবির পরিবার। বলের প্রতি একাগ্রতা চরম ছিল রবির। ৮ থেকে ৯ কিলোমিটার দূরে এসেও নিয়মিত প্র্যাকটিস করত প্র্যাকটিসে কোনদিনই কামাই দেয়নি সে। পাশাপাশি কোথাও খেলা হলে ও নিজেকে কিছু আলাদা করে দেখা তো। তেরো বছর আগে থেকে আমার কাছে প্র্যাকটিস শুরু রবি-র। যাকে কেন্দ্র করে এই সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান সেই রবি হাঁসদা জানিয়েছেন এখন তার লক্ষ্য গায়ে ইন্ডিয়ান জার্সি পরা। ভারতীয় দলের প্রতিনিধিত্ব করতে পারাটাই এখন তার পরবর্তী লক্ষ্য, সেই লক্ষ্যে তিনি এগিয়ে যাবেন। পূর্ব বর্ধমান - হৃদরোগের কারণে শেষের দিকে আর জনমজুরি করতে যেতে না পারায় ঋণ নিয়ে একটি টোটো কিনে ভাড়া খাটাতেন সুলতান অর্থাৎ রবি হাঁসদার বাবা। পরে গত জুন মাস নাগাদ পরলোকে পাড়ি দেন তিনি। মা তুলসী হাঁসদা জনমজুরি করে সংসারটা কোনওরকমে সামলে রেখেছেন। তবুও তুলসীদেবী ছেলেকে মাঠে কাজ করতে পাঠাননি যাতে ছেলের অনুশীলনে ঘাটতি না হয়। সেই ছেলেই ৬ বছর পর বাংলাকে এনে দিল বহু প্রতীক্ষিত সন্তোষ ট্রফি। দীর্ঘ ৬ বছর পর কেরালার মত শক্তিশালী দলকে হারিয়ে ৭৮ তম সন্তোষ ট্রফি। জিতেছে বাংলা। আর ফাইনালে বাংলার এই জয় এসেছে রবি হাঁসদার করা গোল থেকেই। রবির প্রশংসায় পঞ্চমুখ এখন গোটা বাংলা।

পশ্চিমবঙ্গ তো এখন জঙ্গিদের জায়গা হয়ে গেছে, বললেন প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ৬ জানুয়ারি ঃ ২০২০ সালে লকডাউন চলাকালীন অবৈধভাবে জমায়েত করে লকডাউনের আইন ভাঙ্গার অপরাধে এক মামলায় সোমবার দুপুরে নবদ্বীপ আদালতে হাজিরা দিতে আসলেন উত্তর ২৪ পরগনার ব্যারাকপুর লোকসভা কেন্দ্রের প্রাপ্তন সাংসদ অর্জুন সিং। সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে রাজ্য সরকার ও পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। এর পাশাপাশি কাঞ্চন মল্লিকের বিল নিয়েও তীব্র কটাক্ষ করতে ছাড়েননি, পাশাপাশি বলেন খোঁজ নিলে দেখতে পাবেন রাজ্যের বহু তৃণমূল বিধায়কের চশমার বিল দু লক্ষ টাকাও পেয়ে পাবেন। এছাড়াও এই রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় একাধিক জঙ্গি ধরা পড়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন এই রাজ্যতো এখন জঙ্গিদেরই জায়গা হয়ে গেছে, ভালো মানুষের জায়গাতো নেই। পাশাপাশি রাজ্যে জঙ্গি অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজ্য সরকারের কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের সমন্বয়ের অভাব আছে, পাশাপাশি তিনি বলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখবেন সবসময় তিনি বিএসএফ এর বিরুদ্ধে কথা বলতে। এছাড়াও বাংলাদেশ ইস্যু নিয়ে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের অবস্থানেও আশাবাদী বলে জানান। নবদ্বীপ আদালতের কাজ সেরে তিনি ইস্কন মায়াপুর মন্দির দর্শনও করেন।

দাঁতনে ট্রেলার ট্রাক ও অ্যাম্বুল্যান্সের সংঘর্ষে মৃত এক, আহত ৪ জন

দুরন্ত বার্তা, দাঁতন, ৬ জানুয়ারি ঃ পশ্চিম মেদিনীপুরের দাঁতনে কন্টেইনারের পেছনে ধাক্কা মারল রোগীবাহী অ্যাম্বুল্যান্স। প্রবল ওই ধাক্কায় দুমড়ে মুচড়ে যায় অ্যাম্বুল্যান্সটি। ওই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে অ্যাম্বুল্যান্স চালকের। আহত হয়েছেন অ্যাম্বুল্যান্স থাকা ৫ জন। সোমবার সকালে ওই দুর্ঘটনা ঘটেছে বেলদা-ওড়িশা সড়কে বামনপুকুর এলাকায়। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, চন্দ্রকোনার তাতরা এলাকা থেকে অ্যাম্বুল্যান্সে ভুবনেশ্বর এইমসে যাচ্ছিলেন ৪ রোগী। সকাল থেকেই এলাকায় প্রবল কুয়াশা নেমে এসেছিল। ফলে রাস্তায় দৃশ্যমানতা ছিল খুবই কম। সম্ভবত সেই কারণেই দাঁতনের বামনপুকুর এলাকায় অ্যাম্বুল্যান্সটি প্রবল গতিতে একটি কন্টেইনারের পেছনে ধাক্কা মারে। প্রবল ওই ধাক্কায় তালগোল পাকিয়ে যায় অ্যাম্বুল্যান্সটি। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় অ্যাম্বুল্যান্স চালকের। আহত হন অ্যাম্বুল্যান্সে থাকা ৪ রোগী। দুর্ঘটনার খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে ছুটে যায় দাঁতন থানার পুলিস। আহতদের উদ্ধার করে দাঁতন গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে ওই চারজনকে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। উল্লেখ্য, দক্ষিণের ৫ জেলায় এদিন ঘন এবং বাকি সব জেলায় মাঝারি কুয়াশা দেখা দিয়েছে। ঘন কুয়াশা পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান, বীরভূম এবং মুর্শিদাবাদ, নদীয়া এই পাঁচ জেলাতে। বাকি জেলায় সকালের দিকে মাঝারি কুয়াশা। বেলা বাড়লে দুই তিন জেলা বাদ দিয়ে. বাকি জেলায় পরিষ্কার আকাশ থাকবে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

বাঁকুড়া পুষ্পমেলায় বিভিন্ন প্রজাতির ফুল ও আয়ুর্বেদিক

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ৬ জানুয়ারি ঃ বাঁকুড়া পুষ্পমেলায় নানা প্রজাতির বাহারি ফুল, অর্কিড, ক্যাকটাস এবং আশ্চর্য আয়ুর্বেদিক সবজি ফলনের প্রদর্শনী দেখা চলছে। টবের একটি গাছে ফুলকপি, বাঁধাকপি ও ওলকপির একত্রিত ফলন মেলার বিশেষ আকর্ষণ। এছাড়া আয়ুর্বেদিক গুণসম্পন্ন জুকিনি, যা কুমড়ো গাছের মতোই। আয়ুর্বেদিক চিকিৎসায় এই সবজির অনেক কদর। এছাড়াও হাজারো চন্দ্রমল্লিকার টব নজর কেড়েছে পুষ্পপ্রেমীদের। বাঁকুড়ার রুক্ষ মাটিতে অর্কিড যেমন নজর কেড়েছে তেমনই নানা ধরনের ক্যাকটাস দেখে প্রশংসায় পঞ্চমুখ পুষ্পপ্রেমীরা। উল্লেখ্য, রবিবার সন্ধ্যায় বাঁকুড়া পুরসভার চেয়ারম্যান অলোক সেন মজুমদার এই মেলার উদ্বোধন করেন। উদ্যোক্তারা জানান, কলকাতা থেকে আসা বিশেষজ্ঞরা প্রতিযোগিতার বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন। মঙ্গলবার পুরস্কার দেওয়া হবে।

ট্যাবের টাকার মতো আবাসের টাকা গায়েবের ঘটনায় চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, উত্তর দিনাজপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ ট্যাবের টাকার মতো এবার আবাসের টাকা গায়েবের ঘটনায় চাঞ্চল্য গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকারের তরফ থেকে আবাসের প্রথম কিস্তির টাকা বেনিফিশিয়ারির অ্যাকাউন্টে ঢুকেছে। এরেই মধ্যে গোয়ালপোখর ১ নম্বর ব্লকের পাঞ্জিপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের সরকার পাড়া, শান্তি নগর ও নতুন পাড়া ভোতর গ্রাম থেকে প্রায় ৯ জনের টাকা গায়েব হয়েছে। ধাপে ধাপে টাকা তুলে নিয়েছেন প্রতারকরা বলে অভিযোগ। করাও ২০ হাজার, কারও ২১ হাজার ৯০০ আবার কারও ২৬ হাজার ৯০০ টাকা করে গায়েব হয়েছে। এই টাকা গায়েব হতেই মাথায় হাত বেনিফিশিয়ারিদের। এখন কি ভাবে আবাসের বাড়ি তুলবেন এই নিয়ে দিশেহারা হয়ে প।ছেন বেনিফিশিয়ারিরা। এই বিষয়ে ইসলামপুর সাইবার ক্রাইম থানায় অভিযোগ করেছেন অনেকেই।

ট্রাফিক গার্ডের তরফে সকাল থেকে চলল টোটো অভিযানমেট্রোপলিটন পুলিশের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের জংশন ট্রাফিক গার্ডের তরফে সকাল থেকে চলল টোটো অভিযান। নির্দিষ্ট রঙের স্টিকার টোটো নির্দিষ্ট রুটে চলছে না এই অভিযোগ আসছিল দীর্ঘদিন ধরে। আর এই কারণেই সোমবার ময়দানে নামলো ট্রাফিক পুলিশ। নীল হলুদ সবুজ বেগুনি রঙের স্টিকার লাগিয়ে রুট ভাগ করে দেওয়ার পরেও একরুটেই চলছিল সব টোটো। আজ বেশকিছু টোটোকে আটক করে জরিমানা করার পাশাপাশি তাদেরকে সতর্ক করে বলা হয় নির্দিষ্ট রুটে চালাতে। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের তরফ থেকে জানা গেছে রুট ভাগ করে দেওয়ার পরেও এক রুটে সব টোটো চলাতে শহরে যানজট বাড়ছে আর এই কারণেই অভিযান চালানো হলো। এদিন জংশন ট্রাফিক গার্ডের এস আই টিটু সাহার নেতৃত্বে চলে এই অভিযান। বেশ কড়া ভাবেই এই অভিযানে সামিল হন ট্রাফিক পুলিশ।

তিস্তা পাড়ে পিকনিকের উচ্ছিষ্ট সরাতে হাত লাগালো ভিলেজ রিসোর্স পার্সন

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ তিস্তা পাড়ে পিকনিকের উচ্ছিষ্ট সরাতে হাত লাগালো ভিলেজ রিসোর্স পার্সন। শীত মানেই চড়ুইভাতি ,আর চড়ুইভাতি করার অন্যতম আদর্শ স্থান জলপাইগুড়ি শহর লাগোয়া তিস্তা পাড়। এবারও ছুটির দিন গুলোতে কচিকাঁচা দের থেকে শুরু করে প্রবীণ নাগরিকদের জমজমাট পিকনিকের আসর বসছে অধুনা যুবলি পার্ক এলাকায়। ভিড় ছিলো চোখে পরার মতো। আর এতেই কাজ বেড়েছে ভিলেজে রিসোর্স পার্সন দের। সোমবার সকালে তিস্তা নদীর চর এলাকায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা পিকনিকের জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ করে দেখা যায় খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের ভিলেজে রিসোর্স পার্সনদের। এই প্রসঙ্গে ভি আর পি, সুপারভাইজার রুমা রায় বসাক জানান, এক থেকে নয় নম্বর নদী বাঁধের স্পার পর্যন্ত এমন জঞ্জাল সাফাইয়ের কাজ শুরু করেছি, আমরা মোট ১৫ জন ভি আর পি এই সাফাই অভিযানের সঙ্গে যুক্ত রয়েছি।

পচা গলা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য এলাকায়

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ জলপাইগুড়ি বনবিভাগের মরাঘাট রেঞ্জ লাগোয়া গয়ারকাটা মধুবনী পার্ক সংলগ্ন চা বাগানের ঝোপ থেকে পচা গলা দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য এলাকায়। ঘটনাস্থলে পুলিশ। মৃত ব্যক্তির নাম সুরজ নাগ (৪৫)। বানারহাট থানার অন্তর্গত গয়ের কাটার হিন্দুপাড়ায় বাড়ি বলে জানা যায় । বেশ কিছুদিন আগে স্ত্রী র বিয়োগ হয়। প্রতিবেশী সূত্রে খবর মানসিক ভারসাম্যহীন ছিলেন। গত ১ জানুয়ারি থেকে প্রতিবেশীরা তাকে আর দেখতে পায়নি। সোমবার জলপাইগুড়ি বনবিভাগের মরাঘাট রেঞ্জ লাগোয়া গয়ারকাটা, মধুবনী পার্ক সংলগ্ন চা বাগানের ঝোপ থেকে পচা গলা দেহ দেখতে পান পথ চলতি মানুষ। বানারহাট থানায় খবর দেওয়া হলে পুলিশ এসে দেহটি উদ্ধার করে নিয়ে যায়। ঘটনা জানাজানি হতেই প্রতিবেশী থেকে শুরু করে স্থানীয়রা এলাকায় ভিড় জমায়। স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে খবর মৃত ব্যক্তির পরিবারে আর কেউ নেই। তবে তার দিদিকে ইতিমধ্যেই খবর দেওয়া হয়েছে বলে জানা যায়।

মহাকুম্ভে হিন্দুস্থান সমাচারের ক্যাম্প কার্যালয়ের উদ্বোধন

প্রয়াগরাজ, ৬ জানুয়ারি ঃ সম্প্রতি মহাকুম্ভ মেলা প্যারেডে হিন্দুস্থান সমাচার-এর ক্যাম্প অফিসের ভূমিপুজো ও উদ্বোধন হলো পূর্ণাঙ্গ আচার-অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এই উপলক্ষ্যে হিন্দুস্থান সমাচারের চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচাঁদ মার্ডিকার বলেন যে, এই সংবাদ সংস্থাটি ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আগে এটি ১২টি ভাষায় পরিষেবা দিত। এখন মোট ১৫ টি ভাষায় সংবাদ পরিষেবা দেওয়া হচ্ছে। ভূমিপূজার পর চেয়ারম্যান সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানান। তিনি বলেন, এটা আমাদের সৌভাগ্য যে আজ আমি তীর্থক্ষেত্র প্রয়াগে এসেছি এবং শঙ্করাচার্যের উপস্থিতিতে একটি সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে। তিনি বলেন, ১৫ নভেম্বর মালয়ালম, ১২ ডিসেম্বর তামিল এবং ২৫ ডিসেম্বর সংস্কৃত ভাষাতেও পরিষেবা প্রদান শুরু হয়েছে হিন্দুস্থান সমাচারের। তিনি এও বলেন, আমাদের প্রতিনিধিরা এখান থেকে প্রতি মুহূর্তের খবর দিতে থাকবেন। আমাদের সংবাদ উপভোক্তারা সেই খবর পাবেন, সেই সঙ্গে মহাকুম্ভের খবর সারা দেশে প্রচারিত হতে থাকবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, হিন্দুস্থান সমাচার এর প্রতিনিধিরা পূর্ণ নিষ্ঠার সাথে তাঁদের দায়িত্ব পালন করবেন। গোবর্ধন মঠ পীঠধীশ্বর জগদগুরু শঙ্করাচার্য স্বামী অধোক্ষজানন্দ দেবতীর্থ মহারাজ বলেছেন, হিন্দুস্থান সমাচার বহুভাষী সংবাদ সংস্থার উপস্থিতি এবং গ্রহণযোগ্যতা, সংস্থার পরিষেবা ভারতের প্রতিটি প্রান্তে এমনকি ছোট রাজ্যেও সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য। সাধারণ মানুষের আবেগ ও অনুভূতি বুঝছে এবং সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দিচ্ছে। তিনি বলেন, অখন্ড ভারতে আমি ভ্রমণ করেছি, সেখানেও অনেক জায়গায় এর পরিষেবা পাওয়া যায়। এখন কুম্ভে সবচেয়ে বড় সমাগম হচ্ছে। যা চলবে ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত। এতে সারা বিশ্বের সনাতন ধর্মাবলম্বীরা আসবেন এবং বিভিন্ন ধরনের বৈদিক, সনাতন ও সন্তের সমাগম হবে। এখানেও হিন্দুস্থান সমাচার-এর শুভারম্ভ হচ্ছে। তাঁদের সাংবাদিকরা এখানকার ঋষি, সাধক ও ধর্মগুরুদের চিন্তাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেবেন। বিশেষ অতিথি রাজ্য সূচনা আয়ুক্ত পি এন দ্বিবেদী বলেন, আমি হিন্দুস্থান সমাচারের অংশ ছিলাম এবং এখনও নিজেকে সদস্য মনে করি। তিনি বলেন, হিন্দুস্থান সমাচার সংস্থার চেয়ারম্যান অরবিন্দ ভালচাঁদ মার্ডিকার বলেছেন আগে এই এজেন্সি ১২ টি ভাষায় ছিল এবং এখন তা সংস্কৃত, তামিল এবং মালায়ালম-সহ ১৫ টি ভাষায় উন্নীত হয়েছে, যা সারা দেশে সম্প্রচার করবে এবং সারা বিশ্বে যাবে। তিনি কুম্ভ সম্পর্কে বলেছেন, সমুদ্র মন্থন সম্পর্কে তো সবাই জানেন। যার মধ্যে অমৃত পাত্র পাওয়া গেছে। একই অমৃত পাত্র তীর্থরাজ প্রয়াগ, হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। যেখানে প্রতি ছয় বছর পর কুম্ভ হয়। বর্তমানে সারা বিশ্ব থেকে ভক্তরা প্রয়াগে আসেন পুণ্যস্নান করতে। এমনই আমাদের তীর্থস্থান প্রয়াগের মহিমা। এই উপলক্ষ্যে আরএসএস-এর ক্ষেত্র প্রচার প্রমুখ সুভাষ, সুপ্রসিদ্ধ গায়ক মনোজ কুমার গুপ্ত, ডাঃ বিবেক নিগম, সংবাদ সংস্থার জাতীয় সমন্বয়কারী রাজেশ তিওয়ারি, শিব গোপাল, রিতেশ, ডাঃ রঞ্জিত সহ অসংখ্য মানুষ উপস্থিত ছিলেন।

গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস- গোরখপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেন

গোরখপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৫০৫৩০৫০৫৪ গোরখপুর-বান্দ্রা টার্মিনাস- গোরখপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেন ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার গোরখপুর থেকে চালাবে। ফেব্রুয়ারী ১৫, ২০২৫। পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি শনিবার নিম্নলিখিতগুলি করা হবে। ০৫০৫৩ গোরখপুর- বান্দ্রা টার্মিনাস সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেনটি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি শুক্রবার গোরখপুর থেকে ০৭.৫০ মিনিটে ছাড়বে, খলিলাবাদ থেকে ০৮.২৯ ঘটিকায়, বাস্তি ০৮.৫৭ টায, গোন্ডা থেকে ০৭.৫০ টায়, বাদশা ১৩ টায় ১৩.০০ মিনিটে। ১৪.০৫ টায় আইশবাগ, কানপুর সেন্ট্রাল ১৫.৫০ টায, টুন্ডলা থেকে ১৯.২৫ টায়, আগ্রা ফোর্ট থেকে ২০.০০ টায়, বায়ানা থেকে ২২.১৭ টায়, গঙ্গাপুর শহর থেকে ২৩.০৫ টায়, কোটা থেকে ০১.১০ টায়, ভবানী মান্ডি থেকে ২০.০০ টায়, ভবানী মান্ডি থেকে ০২.০০ টায়। রাতলাম ০৬.২৫ টায়, ভাদোদরা থেকে ১০.৩০ টায় এটি সুরাট থেকে ১২.২৮ টায়, ভালসাদ ১৩.২২ টায়, ভাপি ১৩.৪২ টায়, পালঘর ১৬.১২ টায় এবং বোরিভালি থেকে ১৭.১৫ টায় ছেড়ে যাবে এবং বান্দ্রা টার্মিনাস ১৮.০০ টায় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৫০৫৪ বান্দ্রা টার্মিনাস- গোরখপুর সাপ্তাহিক সুপারফাস্ট স্পেশাল ট্রেনটি ১৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ থেকে পরবর্তী আদেশ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি শনিবার বান্দ্রা টার্মিনাস থেকে ২১.২০ মিনিটে ছাড়বে এবং বোরিভালি থেকে ২১.৫০ ঘন্টায়, পালঘর থেকে ২২.৩৫ মিনিটে ছাড়বে। ২৩.৩৬ ঘন্টা, ভালসাদ থেকে ২৩.৫৬ টায় সুরাট থেকে দ্বিতীয় দিন ভাদোদরা থেকে ০৩.১২ টায়, রতলাম থেকে ০৬.৫০ টায়, শামগড় থেকে ০৮.৪০ টায়, ভওয়ানি মান্ডি থেকে ০৯.০৫ টায়, কোটা থেকে ১০.৩০ টায়, গঙ্গাপুর সিটি থেকে ১২.৪০ টায়, ১২ টায় ১২ টায়। ঘন্টা , টুন্ডলা থেকে ১৭.৩৫ টায়, কানপুর সেন্ট্রাল থেকে তৃতীয় দিন, এটি আইশবাগ থেকে ২৩.০০ ঘটিকায়, ০০.৫৮ মিনিটে, বাদশানগর থেকে ০১.২১ মিনিটে, গোন্ডা থেকে ০৩.৪০ মিনিটে, বস্তী থেকে ০৪.৫৩ মিনিটে এবং খলিলাবাদ থেকে ০৫.১৬ ঘটিকায. এবং খলিলাবাদ থেকে ০৫.১৬ মিনিটে ছেড়ে যাবে এবং ৫.১৬ মিনিটে গোঘর ৫০৬ মিনিটে পৌঁছাবে। এই ট্রেনে ০১, ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ যান এবং ২০টি সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণীর কোচ সহ মোট ২২টি এলএইচবি। কোচ বসানো হবে।

বাইসনের আক্রমণে মৃত্যু

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ বাইসনের আক্রমণে মৃত্যু, বন দফতরের বিরুদ্ধে ক্ষোভ স্থানীয়দের। রবিবার সন্ধ্যার ঠিক আগে জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের চিলাপাতা রেঞ্জ লাগোয়া মেন্দাবাড়ির দক্ষিণ সাতালি গ্রামের বাসিন্দা বুধু ওঁরাও(৬০) বাইসনের হানায় নিহত হন। এদিন ওই বৃদ্ধ গরু চড়াতে বনের ধারে গিয়েছিলেন। সেই সময় আচমকা ঝোপের আড়াল থেকে একটি বাইসন তাঁকে আক্রমণ করে। অকুস্থলেই লুটিয়ে পড়েন ওই বৃদ্ধ। তাঁকে উদ্ধার করার আগেই ওই ব্যক্তির মৃত্যু হয়। স্থানীয়দের দাবি বন দফতর কে আগে থেকেই ওই বাইসনের আনাগোনার কথা জানানোর পরেও কোন ব্যবস্থা নেয় নি তারা। যার ফলে মৃত্যুর এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটল।

Cooch Behar Municipality
TENDER NOTICE

The Chairman of Cooch Behar Municipality Invites 2 nos. e-tenders for different works Vide **Tender ID No - 2025_MAD_795442_1**. Est. Cost - Rs. **10,10,708.76**, eTender submission end date - **22/01/2025** and Tender ID No - **2025_MAD_795494_1**, Est. Cost - Rs. **5,73,845.79** eTender submission end date -**15/01/2025** Details information will be available from the website
(i) http://wbtenders.gov.in
(ii)www.coochbeharmunicipality.com

Sd/-
Chairman, Cooch Behar Municipality.

OFFICE OF THE COUNCILLORS OF EGRA MUNICIPALITY
Egra: Purba Medinipur

1st Corrigendum Notice

Corrigenda are being made for the **NI(e)Q No.-WBMAD/ULB/EGRA/NI)e)Q-13/House Connection(amrut-2.0)24-25, Tender ID - 2024_MAD_779060_1**.Extension of Date and time closing of submission of Technical bid & financial bid(online):- **15/01/2025 at 05:00** pm & clause no 4(iv) is changes due to unavoidable circumstances .Others details can be seen from the, https//wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website **www.egramunicipality.org.in**

Sd/- Chairman,
Egra Municipality

B K BIRLA GROUP OF COMPANIES

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেড
CIN: L17114WB1999PLC089148
নিবন্ধিত অফিসঃ ৪২, গার্ডেন রিচ রোড, কলকাতা-৭০০০২৪,
সিটি অফিসঃ ৯ / ১ আরএন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১
ফোনঃ ০৩৩ ২৪৬৯-৭৮২৫ / ৬৭৮৮ / ২৪৮৯ ৩৪৭২, ফ্যাক্সঃ ০৩৩ ২৪৬৯ ৬৭৮৮
ইমেলঃ **office@kesoramtextiles.in** / **ktmltext@gmail.com**
ওয়েবসাইটঃ **www.kesoramtextiles.in**

৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের জন্য অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

ক্রম নং	বিবরণ	চলতি ৩ মাস শেষে ৩১-১২-২৪ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব ৩ মাস শেষে ৩০-৯-২৪ (অনিরীক্ষিত)	আগের বছরের একই সময়ে শেষ ৩ মাস ৩১.১২-২৩ (অনিরীক্ষিত)	শেষ হওয়া বর্তমান সময়ের জন্য বর্ষ থেকে তারিখ ৩১-১২-২৪ (অনিরীক্ষিত)	তারিখে শেষ হওয়া আগের সময়ের জন্য বর্ষ থেকে তারিখ ৩১-১২-২৩ (অনিরীক্ষিত)	পূর্ব বছর শেষ ৩১-০৩-২৪ (নিরীক্ষিত)
১.	কারবার থেকে মোট আয়	-	-	-	-	-	-
২.	নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী আইটেম আগে)	-৬.৩০	-৮.৪৭	-৩৮.৭৯	১২৫.৫৫	-১১৭.১৭	-৩৬.৩৫
৩.	করের পূর্ববর্তী সময়ের জন্য নিট লাভ/ (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	-৬.৩০	-৮.৪৭	-৩৮.৭৯	১২৫.৫৫	-১১৭.১৭	-৩৬.৩৫
৪.	করের পরের সময়ের জন্য নিট লাভ / (ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী আইটেমগুলির পরে)	-৬.৩০	-৮.৪৭	-৩৮.৭৯	১২৫.৫৫	-১১৭.১৭	-৩৫.৪৪
৫.	সময়কালের জন্য মোট ব্যাপক আয় [সম্মিলিত লাভ / (ক্ষতি) সময়ের জন্য (করের পরে) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (করের পরে)]	-৩.৪৩	-৫.৫৯	-৩৫.৭২	১৩৪.১৭	-১০৭.৯৮	-২৩.৯৪
৬.	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪	১,০৪৫.৬৪
৭.	পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ ব্যতীত রিজার্ভ	-	-	-	--	--	-২,৬৭৩.৬৩
৮.	শেয়ার প্রতি আয়(ইপিএস) (বার্ষিক নয়) (ফেসভ্যালু শেয়ার প্রতি ২ টাকা)						
	ক) মূল	-০.০১	-০.০২	-০.০৭	০.২৪	-০.২২	-০.০৭
	খ) মিশ্র	-০.০১	-০.০২	-০.০৭	০.২৪	-০.২২	-০.০৭

দ্রষ্টব্য
ক) উপরোক্তটি ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস যা SEBI (তালিকাগত বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা হয়েছে। এর সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট ৩১ ডিসেম্বর শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং নয় মাসের আর্থিক ফলাফল, ২০২৪ কলকাতা স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটে (www.cse-india.com) এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে www.kesoramtextiles.in -এ উপলব্ধ।

কেসোরাম টেক্সটাইল মিলস লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
উমাশঙ্কর এসোপা
ডিরেক্টর
DIN: 00305010

স্থান ঃ কলকাতা
তারিখঃ ৬ জানুয়ারি ২০২৪

পলিসি হোল্ডার ও এজেন্টস বিরোধী সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে পার্লামেন্ট অভিযান

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ পলিসি হোল্ডার ও এজেন্টস বিরোধী সমস্ত সিদ্ধান্ত বাতিলের দাবিতে পার্লামেন্ট অভিযানে সামিল হতে চলেছে দেশের এলআইসি এজেন্টরা ধর্ণা মঞ্চ থেকে আহ্বান নেতৃবৃন্দের। অবিলম্বে পূর্বের ন্যায় কমিশন ব্যবস্থা চালু করা, ক্লাওব্যাক আইন প্রত্যাহার, এজেন্টের পেনশন গ্রেচুরিটি অবিলম্বে চালু করা, পলিসি হোল্ডারদের বোনাস বৃদ্ধি করা, বীমা সুগম, বীমা বিস্তার, বিমা বাহক, সহ এজেন্ট বিরোধী সমস্ত প্রস্তাব বাতিল করার দাবি জানিয়ে এলআইসি এজেন্টস অর্গানাইজেশন অফ ইন্ডিয়া ডাকে ধর্ণা প্রতিবাদ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় রবিবার - সোমবার এলআইসি ডিভিশনাল কার্যালয়ের সামনে। বিক্ষোভ সমাবেশ উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের বিভিন্ন শাখা থেকে ২ শতাধিক এল আইসিসির এজেন্টরা প্রতিবাদে সামিল হন। বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন ডিভিশনাল কমিটির সভাপতি বিপ্লব সরকার, বক্তব্য রাখেন ডিভিশনাল সম্পাদক দীপক সরকার, অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সম্পাদক মন্ডলীর সদস্য অনিমেষ সরকার, দেবেশ চন্দ্র দাম, রাজনায়ন চৌধুরী, বীমা কর্মচারী আন্দোলনের নেতৃত্ব জলপাইগুড়ি বিভাগীয় কর্মচারী ইউনিয়নের সম্পাদক সৈকত চৌধুরী সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ। ধর্ণা মঞ্চ থেকে সিনিয়র ডিভিশনাল ম্যানেজার কে এজেন্টদের দাবি সম্বলিত স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। ডিভিশনাল সম্পাদক দীপক সরকার জানান, ১১ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট অভিযান করতে চলেছে এলআইসি এজেন্টস অর্গানাইজেশন ওফ ইন্ডিয়া। নেতৃবৃন্দ তাদের বক্তব্যে বলেন যে এজেন্টরা মানুষের জীবন বীমা করে মানুষের জীবন সুরক্ষিত রাখতে পলিসি করেন তাদের জীবন সুরক্ষিত নয়। ১৯৫৬ সালের পর থেকে এই প্রথম কোন সরকার রাষ্ট্র বীমা সংস্থা এলআইসি কে তাদের অঙ্গুলি হেলনে চলতে বাধ্য করছে। এজেন্টস ও পলিসি হোল্ডার বিরোধী বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করে এলআইসি কে দুর্বল করতে চায় বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার এর বিরুদ্ধে পলিসি হোল্ডারদের সাথে নিয়ে এজেন্টদেরই আন্দোলনে সামিল হতে হবে।

ভ্রমণ

গাছের অবস্থা দেখে অগ্ন্যুৎপাতের আগাম তথ্য জানা কি সম্ভব

আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঠিক পূর্বাভাস করা বেশ কঠিন। অগ্ন্যুৎপাতের আগে আগ্নেয়গিরির আশপাশের ভূপৃষ্ঠের নিচে বেশ কিছু পরিবর্তন দেখা যায়। আর তাই বর্তমানে বিভিন্ন পর্যবেক্ষণযন্ত্রের মাধ্যমে সম্ভাব্য অগ্ন্যুৎপাত সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করা হয়ে থাকে। তবে আগ্নেয়গিরির আশপাশে থাকা গাছ পর্যবেক্ষণ করেও অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস পাওয়া সম্ভব বলে দাবি করেছেন কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী। অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস জানার প্রাকৃতিক উপায় খুঁজে পেতে রবার্ট বোগের নেতৃত্বে ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল বিজ্ঞানী

জানিয়েছেন, আগ্নেয়গিরির কারণে আশপাশে থাকা গাছের শেকড়ে পরিবর্তন আসে, যা গাছের বৃদ্ধিতে প্রভাব ফেলে। এ পরিস্থিতি মোকাবিলায় গাছগুলোর সালোকসংশ্লেষণের কার্যক্রমে বেশ পরিবর্তন ঘটে যায়। অনেক সময় পাতার গঠনেও পরিবর্তন আসে। অগ্ন্যুৎপাতের কয়েক মাস আগে গাছের টিস্যুতে এসব পরিবর্তন দেখা যায়। এর ফলে আগ্নেয়গিরির আশপাশে থাকা গাছ পর্যবেক্ষণ করে অগ্ন্যুৎপাতের সম্ভাব্য ঝুঁকি অনুমান করা সম্ভব।

বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, কার্বন ডাইঅক্সাইড, সালফার ও মাটির তাপমাত্রার তারতম্যের সঙ্গে গাছ দ্রুত মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করে। এর ফলে অগ্ন্যুৎপাতের কয়েক মাস বা বছর আগে উদ্ভিদের টিস্যুতে এসব পরিবর্তন দেখা যায়। আর তাই আগ্নেয়গিরির আশপাশের বিশাল বন অগ্ন্যুৎপাতের পূর্বাভাস জানাতে তথ্য দিতে পারে। নতুন এই গবেষণা ফলাফল জিওকেমিস্ট্রি, জিওফিজিক্স ও জিওসিস্টেম সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

ভিন গ্রহে কার্বন ডাইঅক্সাইড থেকে অক্সিজেন তৈরির উপায়

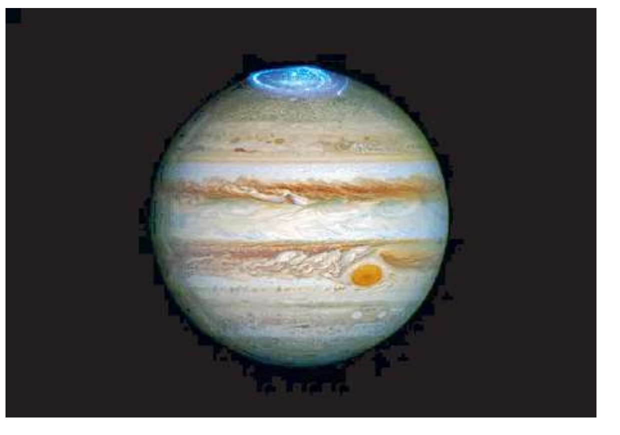

বেশির ভাগ গ্রহে অক্সিজেনের বদলে কার্বন ডাইঅক্সাইডসহ বিভিন্ন গ্যাসের আধিক্য থাকায় সেখানে প্রাণের সন্ধান পাওয়া বেশ কঠিন। শুধু তাই নয়, অক্সিজেন না থাকার কারণে মানুষের পক্ষে সেসব গ্রহে টিকে থাকা সম্ভব নয়। তবে এবার বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে থাকা কার্বন ডাই-অক্সাইড কাজে লাগিয়ে অক্সিজেন তৈরির নতুন কৌশল খুঁজে পেয়েছেন চীনের ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজির একদল বিজ্ঞানী। এই কৌশল বহির্জাগতিক জীবনের সন্ধানপদ্ধতিকে পরিবর্তন করবে বলে ধারণা করছেন তাঁরা। বিজ্ঞানীদের তথ্যমতে, আণবিক অক্সিজেন উত্‌পাদনের জন্য অনেক গ্রহের বায়ুমণ্ডলে কোনো জৈবিক প্রক্রিয়ার প্রয়োজন হয় না। এর ফলে বিভিন্ন গ্রহে হিলিয়াম আয়ন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার ফলে আণবিক অক্সিজেন তৈরি করা সম্ভব। এই কৌশল কাজে লাগিয়ে গবেষণাগারে হিলিয়াম আয়ন ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের মধ্যে প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণায় দেখা গেছে, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও সৌরবায়ুর কারণে সৃষ্ঠ হিলিয়াম আয়ন ব্যবহার করে অক্সিজেন তৈরি করা সম্ভব। যুক্তরাজ্যের হল বিশ্ববিদ্যালয়ের আণবিক পদার্থবিদ ডেভিড বেনোইট বলেন, নতুন এই কৌশল বিভিন্ন গ্রহের বায়ুমণ্ডলে অক্সিজেনের গঠন শনাক্তের ক্ষেত্রে নতুন পথ দেখাচ্ছে। দূরবর্তী গ্রহে আণবিক অক্সিজেনের কার্যকর উত্‌স হিসেবে এই পদ্ধতি নতুন করে ভাবনা তৈরি করছে। এই গবেষণার প্রেক্ষিতে বলা যায়, অক্সিজেন স্বাধীনভাবে গঠিত হতে পারে।

নাসার মনুষ্যবিহীন আর্টেমিস১ অভিযানের ওরিয়ন নভোযান

দীর্ঘ প্রত্যাশিত আর্টেমিস চন্দ্র অভিযানের নতুন তারিখ পাওয়া গেছে। চন্দ্রে মানুষ অবতরণের ৫০ বছরের বেশি সময় পরে আর্টেমিস অভিযানের মাধ্যমে আবারও চাঁদে যাবে মানুষ এমনই প্রত্যাশা মার্কিন মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার। আসলে মহাকাশচারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে নাসা আর্টেমিস ২ ও আর্টেমিস ৩ অভিযান দেরি করছে। নাসা আর্টেমিস প্রোগ্রামে দেরির বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। প্রথম দুটি অভিযাত্রীবাহী (ক্রুড) চন্দ্র অভিযান আপাতত স্থগিত করা হচ্ছে। আর্টেমিস২ অভিযানকে ২০২৫ সালের সেপ্টেম্বর থেকে ২০২৬ সালের এপ্রিল মাসে পুনর্নির্ধারণ করা হয়েছিল। এই অভিযানে চাঁদের চারপাশে নভোচারীর ঘুরে আসার পরিকল্পনা ছিল। আর আর্টেমিস৩ অভিযানে অভিযাত্রীদের নামার কথা ছিল চন্দ্রপৃষ্ঠে। ২০২৬ সালের শেষ থেকে ২০২৭ সালের মাঝামাঝি সময়ে স্থানান্তরিত করা হয়। নাসা সার্বিক পরিস্থিতি বিবেচনা করে আর্টেমিস মিশন স্থগিত করেছে। প্রধানত প্রযুক্তিগত চ্যালেঞ্জের জন্য নাসা পিছিয়ে গেছে। সবচেয়ে বেশি বিপত্তি ঘটেছে ওরিয়ন মহাকাশযানের তাপ ঢালের সমস্যা নিয়ে। ২০২২ সালে অভিযাত্রীহীন আর্টেমিস ১ অভিযানের সময় প্রাপ্ত

ফলাফলের কারণে বিলম্ব করা হচ্ছে। নভোযানে সৃষ্ট অভ্যন্তরীণ চাপের কারণে ওরিয়ন মহাকাশযানের তাপ ঢালে সমস্যা দেখা যায়।

নাসার উপপ্রশাসক পাম মেলরয় বলেন, মহাকাশযানের পুনঃ প্রবেশের সময় গতিপথের সঙ্গে সামঞ্জস্য করে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে। সম্ভাব্য ঝুঁকির কারণে পরিকল্পনা স্থগিত করা হচ্ছে। মহাকাশ অনুসন্ধানে নাসার সবচেয়ে বড় প্রতিযোগিতা চলছে চীনের সঙ্গে। এরই মধ্যে চীন ২০৩০ সালের আগে চাঁদে মহাকাশচারী পাঠানোর পরিকল্পনা ঘোষণা করেছে। নতুন রকেট ও নানা ধরনের চন্দ্র ল্যান্ডার নিয়ে বেইজিং বেশ দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প চলতি মাসে যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। তখন আর্টেমিস প্রোগ্রামের ভবিষ্যত কী হবে তা ঘিরে অনিশ্চয়তা রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প ব্যয়বহুল সরকারি প্রকল্পের সমালোচক, সেই হিসাবে নাসার মহাকাশ উৎক্ষেপণ সিস্টেম পুনর্মূল্যায়ন করা হতে পারে। নাসার বড় বড় খরচের প্রকল্পের চেয়ে তখন স্পেসএক্সের স্টারশিপের মতো বিকল্প উপায়কে গুরুত্ব দেওয়া হতে পারে। স্পেসএক্সের স্টারশিপ রকেটকে আর্টেমিসের ব্যবহারযোগ্য বিকল্প হিসেবে বিবেচিত করা হতে পারে। গুরুত্ব থাকলেও আর্টেমিস প্রোগ্রামের অনিশ্চয়তা দেখছে নাসা। দেখা যাক, ডোনাল্ড ট্রাম্প কী সিদ্ধান্ত দেন।

মহাকাশ থেকে আসা সংকেতের রহস্য উন্মোচনের দাবি বিজ্ঞানীদের

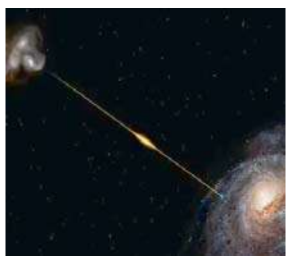

অবশেষে মহাকাশ থেকে আসা সংকেতের রহস্য উন্মোচনের দাবি করেছেন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) একদল বিজ্ঞানী। ২০২২ সালে রেডিও টেলিস্কোপের মাধ্যমে পৃথিবী থেকে প্রায় ২০ কোটি আলোকবর্ষ দূরের গ্যালাক্সি থেকে আসা শক্তিশালী বিস্ফোরণের সংকেত শনাক্ত করা হয়েছিল। বিস্ফোরণটি মাত্র কয়েক মিলিসেকেন্ড স্থায়ী হলেও পুরো ছায়াপথে ছড়িয়ে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট শক্তি ছিল সেই সংকেতে। গ্যালাক্সি থেকে আসা শক্তিশালী বিস্ফোরণের সংকেতের বেশ কিছু রহস্য নতুন করে উন্মোচনের দাবি করেছেন এমআইটির বিজ্ঞানীরা। তাঁদের দাবি, এ ধরনের সংকেত দ্রুত রেডিও বিস্ফোরণ বা এফআরবি নামে পরিচিত। ঘূর্ণনশীল নিউট্রন নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি কোনো ছোট এলাকা থেকে উদ্ভূত হয়েছে সেই সংকেত। ধারণা করা হচ্ছে, ম্যাগনেটোস্ফিয়ার নামে পরিচিত তারকার চারপাশের শক্তিশালী চুম্বকীয় ক্ষেত্রের স্তর থেকে উৎপন্ন হয়েছে সংকেতটি। মহাকাশ থেকে আসা রহস্যময় সংকেতের বিষয়ে বিজ্ঞানী কিয়োশি মাসুই বলেন, 'উচ্চ চুম্বকীয় নিউট্রন নক্ষত্রের চারপাশ ম্যাগনেটার নামে পরিচিত। সেখানে পরমাণু থাকতে পারে না, চৌম্বকক্ষেত্র দ্বারা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় পরমাণু। আমরা দেখতে পাচ্ছি, উৎসের কাছাকাছি সেই চৌম্বকক্ষেত্রের মধ্যে সঞ্চিত শক্তি এমনভাবে ছড়িয়ে পড়ে, যা রেডিও তরঙ্গ হিসেবে মহাবিশ্বের অর্ধেক পথ পাড়ি দিয়ে ফেলছে।' আমাদের সূর্যের আকারের প্রায় ৭ থেকে ১৯ গুণ ভরের একটি তারা সুপারনোভাতে বিস্ফোরিত হলে সাধারণত নিউট্রন তারা তৈরি হয়। পৃথিবীর নিজস্ব গ্যালাক্সি থেকে ৮০০ কোটি আলোকবর্ষ দূরে ঘটা তীব্র বিস্ফোরণও শনাক্ত করেছেন বিজ্ঞানীরা।

স্থানীয় কারিগরদের প্রোৎসাহিত করার জন্য ১৪২টি স্টেশনে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের ''ওএসওপি স্টল

মালিগাঁও, ০৬ জানুয়ারিঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের (এনএফআর) অধিক্ষেত্রের ১৪২টি স্টেশনে গড়ে উঠেছে ''ওয়ান স্টেশন ওয়ান প্রোডাক্ট (ওএসওপি) আউটলেট, যা স্থানীয় ও স্বদেশি সামগ্রীর প্রচার এবং বিক্রির ক্ষেত্রে রেলওয়ে স্টেশনগুলিকে প্রাণবন্ত কেন্দ্রে রূপান্তরিত করে তুলেছে। স্টেশনগুলির এই সমস্ত আউটলেট শুধুমাত্র সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও পরম্পরা প্রদর্শনের মঞ্চ হয়ে থাকেনি, বরং তার পাশাপাশি স্থানীয় কারিগর ও ব্যবসায়ীদের জীবনযাত্রাতেও উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক প্রভাব নিয়ে এসেছে। আর্থিক সুরক্ষা ও স্থায়ী জীবিকা তৈরির পাশাপাশি ওএসওপি স্কিম কারিগর সমাজকে সবলীকরণ ও স্বদেশি কারুশিল্প সংরক্ষণের জন্য এক অনুঘটকে পরিণত হয়েছে। এই উদ্যোগটি ৪ অভিযান প্রচারের সময় উৎপাদিত সামগ্রীর প্রদর্শন ও

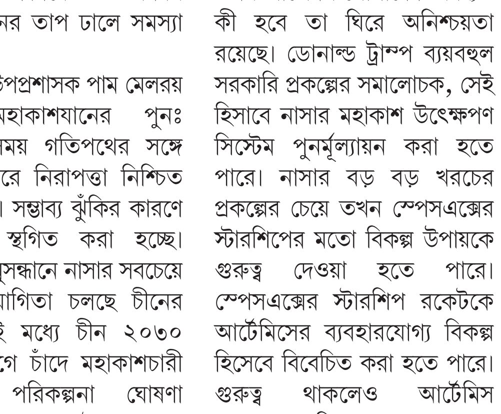

বাজারজাত করতে স্থানীয় শিল্পীদের সবলীকরণ করে তুলেছে। ট্রেন যাত্রীরা এখন নিজেদের যাত্রার বিরতির সময় ওএসওপি আউটলেটগুলিতে স্থানীয় হস্তশিল্পী, হস্ততাঁত, কটন সামগ্রী এবং অন্যান্য হস্তনির্মিত শিল্প কর্মের সমৃদ্ধশীল ঐতিহ্য অন্বেষণ করতে পারবেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে অধিক্ষেত্রের পাঁচটি ডিভিশন জুড়ে ৩১ ডিসেম্বর, ২০২৪ তারিখ পর্যন্ত ১৪২টি স্টেশনে ওএসওপি আউটলেট কাজ করছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে অসমের ৭৯টি স্টল, পশ্চিমবঙ্গে ৪৩টি স্টল, বিহারে ১৩টি স্টল, ত্রিপুরায় ৪টি স্টল, অরুণাচল প্রদেশে ২টি স্টল এবং নাগাল্যান্ডে ১টি স্টল। একত্রিতভাবে এই স্টলগুলি অসংখ্য স্থানীয় কারিগর ও বিক্রেতার আর্থিক উন্নতিতে অবদান রাখছে। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের অধীনে স্টেশনগুলিতে ওএসওপি স্কিম বিভিন্ন ধরনের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও অমূল্য সামগ্রীর বৈচিত্র্যে প্রদর্শন করছে, যার মধ্যে অসমিয়া পিঠা (চালের কেক), ঐতিহ্যবাহী অসমিয়া গামোছা, ঐতিহ্যবাহী দেশীয় পোশাক, ঝাপি, স্থানীয় বস্ত্র, পাটের সামগ্রী (টুপি, পুতুল, গামোছা), বাঁশ ও বেতের সামগ্রী, দার্জিলিং চা, স্থানীয়ভাবে তৈরি করা ডিজাইনার চুরি, গলার হার, কানের দুল, চুলের ক্লিপ ও অন্যান্য খাদ্য সামগ্রী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

নতুন বছরে বিশ্বজুড়ে নতুন সম্ভাবনা যেমন আছে

নতুন সম্ভাবনা, সংশয় আর সংঘাতের আশঙ্কায় শুরু হলো নতুন বছর ২০২৫। বিশ্বজুড়ে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে একদিকে যেমন সম্ভাবনা বাড়ছে, তেমনি যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ট্রাম্পের ফিরে আসায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে। ফিলিস্তিন, ইয়েমেন, মিয়ানমার, ইউক্রেনসহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশে সংঘাত চলছে। নতুন বছরে রাশিয়াইউক্রেনের যুদ্ধবিরতির মতো সম্ভাবনা একদিকে উঁকি দিচ্ছে, আবার ইউরোপের মতো দেশগুলোয় ডানপন্থী রাজনীতিবিদের উত্থানের ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে। এ বছর চোখ রাখতে হবে এমন কয়েকটি সম্ভাব্য বিষয় নিয়ে এ আয়োজন।

ট্রাম্পের নীতি

গত বছরের নভেম্বরে মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে জেতা ডোনাল্ড ট্রাম্প ২০ জানুয়ারি ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। তাঁর ফিরে আসার বিষয়টি অভিবাসন, প্রতিরক্ষা, অর্থনীতি থেকে শুরু করে বাণিজ্যসবকিছুকে প্রভাবিত করতে পারে। তাঁর 'আমেরিকা প্রথম' নীতিতে শত্রু ও মিত্র তৈরি হবে। এটি ভূরাজনৈতিক পুনর্বিন্যাস, উত্তেজনা বৃদ্ধি এবং এমনকি পারমাণবিক বিস্তারের দিকে নিয়ে যেতে পারে।

উগ্রপন্থার দিকে ইউরোপ

ইউরোপের বিভিন্ন দেশে উগ্র ডানপন্থীদের উত্থান দেখা গেছে। ফ্রান্স ও জার্মানি তার উদাহরণ। গত বছর ইউরোপের নির্বাচনগুলোয় দেখা গেছে, কট্টর ডানপন্থী ও অতি রক্ষণশীল দলগুলো থেকে রেকর্ডসংখ্যক আইনপ্রণেতা ইউরোপীয় পার্লামেন্টে নির্বাচিত হয়েছেন। এ ফলাফলে এমন বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় যে ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট এমানুয়েল মাখোঁ আকস্মিকভাবে তাঁর দেশে আগাম পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেন। এ বছরেও ডানপন্থীদের অগ্রযাত্রা চলতে থাকবে। জার্মানিতে তার ইঙ্গিত দেখা গেছে।

পরিবর্তনে প্রত্যাশী ভোটার

গত বছরের বিভিন্ন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন দলগুলো সবচেয়ে খারাপ ফল করেছে। যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের মতো দেশে ক্ষমতাসীন দলগুলো পরাজিত হয়েছে। ভারত ও দক্ষিণ আফ্রিকার মতো দেশের নেতারা জোট গড়ে ক্ষমতা টিকিয়ে রেখেছেন। তাইওয়ান ও ফ্রান্সের মতো দেশকে ঐক্য গড়ার পথে হাঁটতে হয়েছে। তাই ২০২৫ সালকে প্রত্যাশার বছর বলা যেতে পারে। নতুন নেতারা যেসব প্রত্যাশার কথা বলেছেন, তাঁরা কি তা পূরণ করতে পারবেন? নেতাদের মধ্যে কি পরিবর্তন আসবে? যদি নেতারা পরিবর্তন না হন, তবে আরও বেশি বিশৃঙ্খলা দেখা দেবে।

সীমান্তে বিশৃঙ্খলা

ট্রাম্প ক্ষমতায় ফিরে ইউক্রেনকে রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তি করার জন্য চাপ দিতে পারেন। এ ছাড়া গাজা, লেবানন ও সিরিয়ায় ইসরায়েলকে মুক্তভাবে হামলা করার স্বাধীনতা দিয়ে দিতে পারেন। যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বিভিন্ন দেশের বাণিজ্য ও সহযোগিতা নিয়ে সংশয়ের সুযোগ নিতে পারে চীন, রাশিয়া, ইরান ও উত্তর কোরিয়া। তারা আঞ্চলিক শক্তিগুলোর ব্যাপারে আরও বেশি হস্তক্ষেপ করতে পারে। এর আগে সুদানে এমনটাই দেখা গেছে। তবে তাইওয়ান অথবা দক্ষিণ চীন সাগর নিয়ে সংঘাতে যুক্তরাষ্ট্র সরাসরি চীনের মুখোমুখি হবে কি না, তা এখনো স্পষ্ট নয়।

মূল্যস্ফীতির চ্যালেঞ্জ

নতুন বছরে পশ্চিমা অর্থনীতিগুলো ঘাটতি কমানোর মতো নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। এ জন্য তারা কর বৃদ্ধি, ব্যয় হ্রাস বা প্রবৃদ্ধি বাড়াতে উদ্যোগ নিতে পারে। বর্তমান ভূরাজনৈতিক বাস্তবতায় অনেক দেশকে প্রতিরক্ষা বাজেট বাড়াতে হবে।

তিনোতেন্ডা পুদু ৫ দিন বুনো ফল খেয়ে বেঁচে ছিল

আফ্রিকার দেশ জিম্বাবুয়ের অভয়ারণ্যটিতে রয়েছে কয়েক ডজন সিংহ ও হাতি। এতে পাঁচ দিন একাকী বেঁচে ছিল সাত বছর বয়সী এক শিশু। হিংস্র জীবজন্তুর এই পার্ক থেকে এত অল্প বয়সী শিশুটির অক্ষত জীবিত উদ্ধার বিস্ময়ের জন্ম দিয়েছে। জিম্বাবুয়ের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত অভয়ারণ্যে সম্প্রতি এ ঘটনা ঘটে। জিম্বাবুয়ের ম্যাশোনাল্যান্ড পশ্চিমের পার্লামেন্ট সদস্য (এমপি) মুতসা মুরোম্বেদজি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে টুইটারে লিখেছেন, তিনোতেন্ডা পুদু নামের এক শিশু বাসা থেকে বের হয়ে হেঁটে প্রায় ২৩ কিলোমিটার দূরে 'বিপজ্জনক' মাতুসাডোনা গেম পার্কে ঢুকে পড়েছিল। এরপর তার বেঁচে থাকার ভাগ্যপরীক্ষা শুরু হয়েছিল।

Name Change

I , ANAND BHAKAT @ ANAND SHANKAR GUPTA S/O- MAHABIR PROSAD BHAKAT resident of Atamahal Nutanganj, P.S.- Burdwan, Dist-Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'ANAND SHANKAR BHAKAT' vide an affidavit before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 07/12/17. That ANAND BHAKAT, ANAND SHANKAR GUPTA and ANAND SHANKAR BHAKAT all are same and one identical person.

Name Change

I, SUSANTA ROY,SON OF LATE PRAKRITI BHUSHAN ROY, RESIDING AT 536,UTTARA APARTMENT,1ST FLOOR,DUMDUM PARK,PS - LAKE TOWN, BIDHANNAGAR - 700055,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SUSANTA KUMAR ROY VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.THAT SUSANTA ROY AND SUSANTA KUMAR ROY BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, NIRANJAN PODDAR,SON OF NIKUNJA BEHARI PODDAR,RESIDING AT 2/59 NETAJI NAGAR, REGENT ESTATE, KOLKATA - 700092,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS NIRANJAN KUMAR PODDAR VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.THAT NIRANJAN PODDAR AND NIRANJAN KUMAR PODDAR BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, MAJEDEA KHATUN(OLD NAME), W/O SK MIRAJ,RESIDING AT VILL-MOYANA,PO-JAUGRAM, PS-JAMALPUR, DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713166,WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MAJEDA KHATUN(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025. MAJEDEA KHATUN(OLD NAME) AND MAJEDA KHATUN(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Pradeep Kumar Chumaduthangical Sivanachari (old name) son of Sivanachari Kolliapalathu Sankaran Achari, residing at Atri Green Appt, 5E, 5TH Floor, Kamalgazi, Rajpur Sonarpur, South 24 Parganas, Pin-700103, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as C S Pradeepkumar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata, dated 03/01/2025. C S Pradeepkumar (new name) and Pradeep Kumar Chumaduthangical Sivanachari (old name) both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি, Feroze Rana Shamsad Feroz Rana (পুরাতন নাম) স্বামী Shamshad Ahmed, ঠিকানা- 16/H/2, Bright Street, P.S.- Karaya, Kolkata- 700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি পাবলিক, Dated 06.01.2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Firoz Rana (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Firoz Rana (নতুন নাম) এবং Feroze Rana Shamsad Feroz Rana (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি, Shamsad Ahmed (পুরাতন নাম) পিতা Saik Md Imdadullah, ঠিকানা 16/H/2, Bright Street, P.S.- Karaya, Kolkata-700017, West Bengal, India, কলকাতায় নোটারি নোটারি পাবলিক, Dated 06.01.2025 এর Affidavit দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Shamshad Ahmed (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Shamshad Ahmed (নতুন নাম) এবং Shamsad Ahmed (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I, Md Billal Ansari (old name) S/o Md Jamil Ansari, residing at Ningha Sabji Patti, P.O.- Ningha, P.S.- Jamuria, Dist.- Paschim Bardhaman, Pin-713370, West Bengal, INDIA have changed my name and shall henceforth be known as Md Bilal Ansari (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata on 06/01/2025. Md Bilal Ansari (new name) and Md Billal Ansari (old name) both are same and identical person.

NAME CHANGE

I, Mahesh Kedia, S/o Late Shambhu Lal Kedia, R/o: BJ-341, Sector-II, Salt Lake City, Bidhannagar, P.S.: North Bidhannagar, District: North 24 Parganas, Kolkata-700091, previously known as Mahesh Kumar Kedia, notarized at City Civil Court vide affidavit (No. 58) Dated 06.01.2025. Mahesh Kedia & Mahesh Kumar Kedia both are same and identical person.

নাম পরিবর্তন

আমি Nagen Mandal alias Nagen Chandra Mondal (পুরাতন নাম) পিতা Bhundul Mondal ঠিকানা Uttar Ramchandrapur, Biswas Para, Banhugli, Narendrapur, District - 24 Pgs(S), Pin - 700103 West Bengal India কলকাতায় নোটারি পাবলিক Dated 06-01-2025 এর Affidavit no 006/2025 দ্বারা আমার নাম এখন থেকে Nagen Mondal (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। Nagen Mondal (নতুন নাম) ও Nagen Mandal, Nagen Chandra Mondal (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি।

Name Change

I , RAFIQUE ANSARY @ RAFIQ ANSARI S/O- JAMIL ANSARI resident of Vill + P.O.- Kurmun, P.S.-Dewandighi, Dist- Purba Bardhaman, West Bengal, PIN-713102, have changed my name and shall henceforth be known as 'RAFIQUE ANSARI' vide an affidavit before the Executive Magistrate at Purba Bardhaman on 24/12/24. That RAFIQUE ANSARY , RAFIQ ANSARI and RAFIQUE ANSARI all are same and one identical person.

Name Change

I,Dolan Dey Chattaraj (old name) W/O Sabyasachi Dey resident of Sucasa Twins Flat No B/3A Block B 181 Dr B.C.Roy Road Rajpur Sonarpur South 24 Parganas, Pin-700151 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Dolan Chattaraj(New name)vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 06.01.2025.Dolan Dey Chattaraj and Dolan Chattaraj both are same and one identical person.

Name Change

I, LATIF SEKH(OLD NAME), S/O LATE KAUCHHAR SEKH,RESIDING AT VILL & PO- HRIDAYPUR,PS - CHAPRA,DIST-NADIA,PIN-741123,WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LATIB SEKH(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.LATIF SEKH(OLD NAME) AND LATIB SEKH (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, BIMAL KUMAR SHARMA(OLD NAME), S/O LATE KANHAIYA LAL SHARMA, RESIDING AT 7/2,ASHUTOSH MUKHERJEE LANE,BELUR MATH,PS - BELUR,PIN-711202,WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIMAL SHARMA(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.BIMAL KUMAR SHARMA(OLD NAME) AND BIMAL SHARMA(NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, AB SATTAR(OLD NAME), S/O LATE AB JABBAR SEKH,RESIDING AT VILL-MOYANA, PO-JAUGRAM, PS-JAMALPUR,DIST-PURBA BARDHAMAN, PIN-713166, WEST BENGAL,HAVE CHANGED MY NAME AND SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS AB SATTAR SEKH(NEW NAME) AS DECLARED BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.AB SATTAR(OLD NAME) AND AB SATTAR SEKH (NEW NAME) BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,BIJOY SEN, SON OF TARANI MOHAN SEN, RESIDING AT JHALDA MUNCIPALTY WARD NO 3, PO - JHALDA,PURULIA - 723202,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS BIJAY KUMAR SEN VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.THAT BIJOY SEN AND BIJAY KUMAR SEN BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I, Fatema Bibi (old name) wife of Jaynal Abadin Mirja, residing at vill & po-Talpur, P.S-Tarakeshwar, Hooghly Rural, Pin- 712-410, West Bengal, INDIA, have changed my name and shall henceforth be known as Mirja Fatema Begam (new name) as declared before the Notary public at Kolkata, dated 08/12/2024. Mirja Fatema Begam (new name) and Fatema Bibi (old name) both are same and identical person.

Name Change

I,TANJILA BEGUM,W/O SEKH MOFAJEL, RESIDING AT VILL-METEKHAL DAKSHINPARA P.O-BHAGABATIPURP. S-CHANDITALA DIST-HOOGHLYPIN-712-701,WEST BENGAL.SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS MST TANJILA BEGUM VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.THAT TANJILA BEGUM AND MST TANJILA BEGUM BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON.

Name Change

I,SAIDUL,S/O SEKH ABDUL MALEK, RESIDING AT VILL-KUMIRMORA P.O.-KUMIRMORAP.S-CHANDITALADIST-HOOGHLYPIN-712-704,WEST BENGAL. SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS SK SAIDUL VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 06/01/2025.THAT SAIDUL AND SK SAIDUL BOTH ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON PERSON.

Name Change

I,Dolan Dey Chattaraj (old name) W/O Sabyasachi Dey resident of Sucasa Twins Flat No B/3A Block B 181 Dr B.C.Roy Road Rajpur Sonarpur South 24 Parganas, Pin-700151 WEST BENGAL, India I have changed my name to (shall henceforth be known as) Dolan Chattaraj(New name)vide an affidavit sworn before Notary Public at Kolkata on 06.01.2025.Dolan Dey Chattaraj and Dolan Chattaraj both are same and one identical person.

Name Change

I, Nirmal Chandra Ghosh (old name) son of Late Kanai Lal Ghosh Bachhar, residing at Vill: Bachar Para, Chandpur, P.S – Rajarhat, Dist: North 24 Parganas, Pin: 700135, West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as Nirmal Ghosh Bachhar (new name) as declared before the Notary Public at Kolkata dated 02/01/2025. Nirmal Chandra Ghosh (old name) and Nirmal Ghosh Bachhar (new name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ABU KALAM MOLLA (Old Name) S/O OMED ALI MOLLA Residing at Vill-Hasnecha, P.O.-Chak Kashipur, P.S.-Nodakhali, District - South 24 parganas, Pin - 743318 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ABUL KALAM MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 06-01-2025. ABU KALAM MOLLA (Old Name) and ABUL KALAM MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ALAYA BIBI (Old Name) W/O ABUL KALAM MOLLA Residing at Vill-Hasnecha, P.O.-Chak Kashipur, P.S.-Nodakhali, District - South 24 parganas, Pin - 743318 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ALEYA MOLLA (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 06-01-2025. ALAYA BIBI (Old Name) and ALEYA MOLLA (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, ANIL KUMAR MONDAL and ANIL MANDAL (Old Name) S/O MADAN MONDAL Residing at Vill & P.O.-Palla, P.S.-Gopal Nagar, District - North 24 parganas, Pin - 743701 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as ANIL MONDAL (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 06-01-2025. ANIL KUMAR MONDAL and ANIL MANDAL (Old Name) and ANIL MONDAL (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Anil Kumar Singharoy alias Anil Singharay (Old Name) S/o Durgacharan Singharoy Residing at Fatepur, Bamanberia, Fatepur, District - Nadia, Pin- 741249 W.B. India shall henceforth be known as Anil Singharoy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-01-2025. Anil Kumar Singharoy, Anil Singharay (Old Name) and Sk Mojibar Rahaman (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Sanu Singha Ray (Old Name) S/o Anil Singharoy Residing at 85/13/B/1, Chandi Ghosh Road, Regent Park, Circus Avenue , District - Kolkata, Pin- 700040 W.B. India shall henceforth be known as Sanu Singharoy (New Name) as declared before the Notary Public Kolkata vide affidavit Dated 06-01-2025. Sanu Singha Ray (Old Name) and Anil Singharoy (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Pradip Chakrovorty (Old Name) S/o Baneswar Chakraborty Residing at Vill+P.o - Chandpara,District - Birbhum, Pin- 731241 West Bengal India shall henceforth be known as Pradip Kumar Chakraborty (New Name) as declared before the Notary Public, Kolkata vide affidavit Dated 06-01-2025. Pradip Chakrovorty (Old Name) and Pradip Kumar Chakraborty (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Priyanka Kabiraj W/o Avishek Kabiraj Residing at 43B, Sadananda Road, P.o+P.s - Kalighat, District - Kolkata, Pin-700026 West Bengal India shall henceforth be known as Priyanka Chakraborty. I declare that Priyanka Kabiraj and Priyanka Chakraborty is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-01-2025.

Name Change

I, Tapas Chandra Sarkar S/o Pabitra Sarkar Residing at Vill - Rampur Kalurpara,P.o+P.s - Gaighata,District - 24 Pgs (N), Pin-743249 West Bengal India shall henceforth be known as Tapas Sarkar. I declare that Tapas Chandra Sarkar and Tapas Sarkar is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 06-01-2025.

Name Change

I, Rishma Ghosh W/o Sundaram Chowdhury and D/o Tapan Kumar Ghosh residing at AA-23, Prafulla Kanan (West), Kestopur, Kolkata-700101 P.S - Baguiati , Dist-North 24 Pgs hereby declare that Rishma Ghosh, Rishma Chowdhury , Rishma S Chowdhury, Rishma Sundaram Chowdhury and Chowdhury Rishma S. all are self-same and one identical person henceforth i will be known as Rishma Ghosh in all the places vide affidavit No.121 before The Learned Metropolitan Magistrate at Calcutta on 03/06/2024.

Name Change

I, Ajit Ali (Old Name) S/O-Ikat Ali Sk residing at Vill-Arbetai Purbapara, Po-Arbetai, Ps-Nakashipara, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741137.I have change my new name to Ajit Ali Shaikh by notary public Berhampore court on 31/12/2024. My name Ajit Ali Shaikh & Ajit Ali both are same and one identical person.

২৪ তম জেলা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতে চলেছে দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ আগামী ২৪ ও ২৫ জানুয়ারি শিলিগুড়ির টিকিয়াপাড়া সংলগ্ন রেলের মাঠে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে

দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের ২৪ তম জেলা সম্মেলন। সোমবার শিলিগুড়ির অনিল বিশ্বাস ভবনে এক সাংবাদিক বৈঠকের মধ্য দিয়ে সে কথাই জানান দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্ট। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বামফ্রন্টের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক সমন পাঠক, দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের আহ্বায়ক জীবেশ সরকার, প্রাক্তন বিধায়ক তথা প্রাক্তন মেয়র অশোক ভট্টাচার্য্য সহ দার্জিলিং জেলা বামফ্রন্টের অন্যান্য কার্যকর্তারা। এদিন এই সাংবাদিক বৈঠকে ২৪ তম জেলা সম্মেলনের যাবতীয় তথ্য তুলে ধরা হয় এবং জেলা তথা রাজ্য তথা দেশের বিভিন্ন দুর্নীতি এবং বিভিন্ন বিষয়ের বিরোধিতা করে এই জেলা সম্মেলন করা হবে বলে জানান সমন পাঠক। এছাড়াও শিলিগুড়ি পৌরনিগমের বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তুলেও এই জেলা সম্মেলনে আলোচনা করা হবে। পাশাপাশি সাংগঠনিক কার্যক্রমও করা হবে বলে জানানো হয়। অন্যদিকে এই জেলা সম্মেলনে উপস্থিত থাকবেন সিপিএমের রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম।

জেলার ৯ টি চা বাগান বন্ধ থাকায় সঙ্কটে শ্রমিক ও জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ৬ জানুয়ারি ঃ আলিপুরদুয়ার জেলার ৯ টি চা বাগান বন্ধ থাকায় ১০ হাজার শ্রমিক সহ প্রায় ৩০ হাজার জনজাতি গোষ্ঠীর মানুষ সংকটে, আদিবাসী ভোট নিতে সক্রিয় হলেও এখ্যাপারে নেই হেলদোল! রায়মাটাং ও কালচিনি চা বাগান ঘুরে দেখলেই ফুটে ওঠে শ্রমিকদের দুর্দশার করুন দৃশ্য। শ্রমিকরা চান বাগান খুলুক। এদিকে বন্ধ চাবাগানের জন্য রাজ্য সরকার এস ও পি নোটিফিকেশন জারি করেছে। কোন বাগান ৩ মাস বন্ধ থাকলে তার লিজ বাতিল করে অন্য কাউকে দেওয়া হতে পারে। রাজ্য সরকারের এই পরিকল্পনায় খুশি চা বলয়ের শ্রমিকরা। যদিও এখন ও কেউ আবেদন করেনি। এদিকে চা বাগানে পানীয় জল থেকে শুরু করে সব কিছুতেই সমস্যা বাড়ছে। বিজেপির বি ডব্লিউ ইউ নেতা জানান চা বাগান নিয়ে রাজ্য সরকারের ভাবা উচিত। এখন দেখার ৯ টি বন্ধ চা বাগান নিয়ে রাজ্য সরকার কি উদ্যোগ নেয়। বন্ধ হয়ে ওঠে চা বাগান শ্রমিকদের ভোট নিয়ে নির্বাচন আসলেই সক্রিয় হয়ে ওঠে শাসকদল থেকে বিরোধী দল। তবে ধীরে ধীরে ঘন অন্ধকারে পথে যেতে বসা আদিবাসী, নেপালি জনগোষ্ঠীর এই জ্বলন্ত সমস্যা সমাধানে সক্রিয় নয় কোনো মহলই। এমনটাই আভাস দিচ্ছেন আলিপুরদুয়ার জেলার সামগ্রিক উন্নয়নের বিশ্লেষকেরা।

দুর্গাপুরের আবাসনে আগুন, নিয়ন্ত্রণে আনল দমকল

দুরন্ত বার্তা, দুর্গাপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ দুর্গাপুরের সেইলের ডিএসপির স্টিল টাউনশিপের কনিষ্ক রোডের ১ / ১২৬ নম্বর আবাসনে সোমবার সকালে ভয়াবহ আগুন লাগে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় দমকল বাহিনী এবং দুর্গাপুর থানার পুলিশ। প্রায় ঘণ্টা দুয়েকের চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। তবে কোনও হতাহতের খবর নেই। স্থানীয় লোকজন জানান, সকালে আবাসনের ভেতর থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখেন প্রতিবেশীরা। আবাসনের ভেতরে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। তারপরই দমকল বাহিনী ও পুলিশে খবর দেওয়া হয়। দমকল সূত্রে খবর, সোমবার সকালে দুর্গাপুরের ডিএসপির দ্বিতল বন্ধ ঘরে আগুন লাগে। এক আধিকারিক জানান, ডিএসপির দ্বিতল ওই আবাসনটি যাঁদের, তাঁদের দুই ছেলে কর্মসূত্রে বাইরে থাকেন। বিগত কয়েক বছর ধরে তাঁরা ওই আবাসনে থাকেন না। দীর্ঘদিন তালাবন্ধ অবস্থায় পড়ে আছে আবাসন। আগুন নেভানোর সময় আবাসনের পিছনের দিকে একটি জানালার গ্রিল ভাঙা অবস্থায় নজরে পড়ে দমকলকর্মীদের। প্রশ্ন, বন্ধ আবাসনে আগুন কীভাবে লাগল। পিছনের জানলা ভেঙে কি দুষ্কৃতীরা ভেতরে ঢুকেছিল? ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

২০২৪ অর্থবর্ষে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার কমেছে ৪.৮৬ শতাংশ

কলকাতা, ৬ জানুয়ারি ঃ ভারতের গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এসবিআই-এর আর্থিক গবেষণা বিভাগের এক সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৪ অর্থবর্ষে গ্রামীণ দারিদ্র্যের হার আনুমানিক ৪.৮৬ শতাংশ (২০২৩ অর্থবর্ষে ৭.২ শতাংশ এবং ২০১২ অর্থবর্ষে ২৫.৭ শতাংশ) হ্রাস পেয়েছে। শহরাঞ্চলে দারিদ্র্যের হার হ্রাস আনুমানিক ৪.০৯ শতাংশ (২০২৩ অর্থবর্ষে ৪.৬ শতাংশ এবং ২০১১-১২ অর্থবর্ষে ১৩.৭ শতাংশ)। সামগ্রিকভাবে দারিদ্র্যের স্তর হ্রাস এখন দাঁড়িয়েছে ৪-৪.৫ শতাংশ। ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে সরকারের সহায়তা। শুধুমাত্র খাদ্যের ক্ষেত্রে ব্যয় ক্ষমতা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়েনি, সামগ্রিকভাবে মানুষের ক্রয় ক্ষমতা বেড়েছে। ০-৫ শতাংশ পর্যন্ত ক্রয় ক্ষমতা বৃদ্ধির কারণে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার হ্রাস পেয়েছে। দারিদ্র্যের স্তর ২০২২-২৩ এর ৫-১০ শতাংশ থেকে কমে ২০২৩-২৪ এ ০-৫-এ দাঁড়িয়েছে। ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের নমুনা সমীক্ষা অনুযায়ী, ২০২৪ অর্থবর্ষে গ্রামাঞ্চলে ৪.৮৬ শতাংশ এবং শহরাঞ্চলে ৪.০৯ শতাংশ দারিদ্র্যের আনুপাতিক হার কমেছে। এটি ২০২৩ অর্থবর্ষে শহরাঞ্চলে ৭.২ শতাংশ এবং গ্রামাঞ্চলে ৪.৬ শতাংশ -এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কম। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এই সংখ্যা আরও বৃদ্ধি পেত, যদি ২০২১-এর জনগণনায় সামান্য পরিবর্তন করা যেত এবং গ্রাম ও শহরাঞ্চলের নতুন জনসংখ্যার তথ্য প্রকাশ করা সম্ভব হত। গড় হিসেবানুযায়ী, ভারতে এখন দারিদ্র্যের হার ৪ থেকে ৪.৫ শতাংশ-এর মধ্যে রয়েছে। গ্রামাঞ্চলে পরিকাঠামো বৃদ্ধির ফলে এই নতুন পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে বলে সমীক্ষায় বলা হয়েছে। এর অনন্য কারণ হিসেবে গ্রাম ও শহরাঞ্চলের মানুষের মধ্যে আয়ের ব্যবধান কমে আসার বিষয়টি উল্লেখ করা হয়েছে। গ্রাম ও শহরে মাসিক মাথাপিছু ব্যয় / এমপিসিই-এর ব্যবধান গ্রামাঞ্চলে এমপিসিই'র তুলনায় এখন ৬৯.৭ শতাংশ-এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৯-১০-এর ৮৮.২শতাংশ -এর তুলনায় উল্লেখযোগ্য হ্রাস। ডিবিটি হস্তান্তর, গ্রামীণ পরিকাঠামো নির্মাণ, কৃষকদের আয় বৃদ্ধি এবং গ্রামাঞ্চলে জীবন-জীবিকার উল্লেখযোগ্য উন্নতির মতো সরকারি উদ্যোগের ফলে এটি সম্ভব হয়েছে। সমীক্ষায় বলা হয়েছে, গ্রাম ও শহরের আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া শ্রেণীর মানুষের মধ্যে ব্যয়ের ক্ষেত্রে অসাম্য কমেছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রামাঞ্চলে এর কর ও সেস কমেছে, যা জিএসটি'র কারণে হতে পারে। গত ১২ বছরে গ্রাম ও শহরাঞ্চল উভয় ক্ষেত্রেই ক্রেতাদের ব্যবহারগত অগ্রাধিকারের ক্ষেত্রে চমকপ্রদ পরিবর্তন লক্ষ্য করা গেছে। গ্রাম ও শহরে মাসিক মাথাপিছু ব্যয় (এমপিসিই)-এর ব্যবধান গ্রামাঞ্চলের এমপিসিই'র তুলনায় এখন ৬৯.৭ শতাংশ -এ দাঁড়িয়েছে, যা ২০০৯-১০-এর ৮৮.২শতাংশ -এর তুলনায় উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। পাশাপাশি, গ্রামীণ এমপিসিই-র প্রায় ৩০ গ্রামীণ পরিমণ্ডলের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। উল্লেখযোগ্যভাবে, গ্রামীণ ও শহরাঞ্চলের মধ্যে ব্যবধান কমার ক্ষেত্রে যেসব রাজ্য যেমন - বিহার, রাজস্থান প্রভৃতি একসময় পিছিয়ে ছিল। গ্রামীণ পরিমণ্ডলের উন্নতিতে সেগুলি ক্রমবর্ধমান বিকাশের পথে এগিয়েছে। নতুন হিসেবানুযায়ী, ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষে গ্রামাঞ্চলে দারিদ্র্যের স্তর ১,৬৩২ টাকা এবং শহরাঞ্চলে ১,৯৪৪ টাকা দাঁড়িয়েছে।

বল ভেবে খেলতে গিয়ে বিস্ফোরণে জখম ২ নাবালক, আতঙ্ক

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৬ জানুয়ারি ঃ তৃণমূল কাউন্সিলর নেতা খুনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে মালদায়। ওই ঘটনার দিন কয়েকের মধ্যেই এবার জেলার কালিয়াচকে বোমা বিস্ফোরণ হল। বল ভেবে খেলতে গিয়ে ওই বোমা ফেটে জখম হল দুই নাবালক। মর্মান্তিক ওই ঘটনা ঘটেছে সোমবার দুপুরে মালদহের কালিয়াচক থানার আলিপুর ২ নম্বর অঞ্চলের শেরশাহী লক্ষ্মীপুর এলাকায়। জখম দুই নাবালকের নাম আবাদিল খান ও সায়েম খান। সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজে ওই ভয়াবহ ঘটনার দৃশ্য দেখা গেছে। ফুটেজে দেখা গেছে, রাস্তার ধার দিয়ে নয় ও সাত বছরের দুই নাবালক একটি সাইকেল নিয়ে যাচ্ছিল। রাস্তার ধারেই তারা একটু থামে। একজন বল ভেবে গোলাকার কিছু একটা হাতে তুলে নেয়। সাত-পাঁচ কিছু না ভেবে সে হাতের তালুতে ধরা জিনিসটিকে মাটিতে ফেলে। মুহূর্তে ভয়াবহ বিস্ফোরণ হয়। ধোঁয়ায় ভরে যায় আশপাশের এলাকা। বল ভেবে যে তারা বোমা হাতে তুলে নিয়েছিল, তা বুঝতে আর বাকি ছিল না। নাবালক দুটির অদূরেই এক ব্যক্তি যাচ্ছিলেন। তিনিও সেই বিস্ফোরণে আতঙ্কিত হয়ে পড়েন। বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে ওঠে এলাকা। বোমা ফেটে তারা দুজনেই জখম হয়েছে। স্থানীয়রা দ্রুত ছুটে এসে ওই দুই নাবালককে উদ্ধার করে মালদা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। তাঁরা সেখানেই এখন চিকিৎসাধীন। কিন্তু এভাবে লোকালয়ের রাস্তায় বোমা এল কীভাবে? তাহলে কি ওই এলাকাতেও দুষ্কৃতীরা ঘুরে বেড়াচ্ছে? কালিয়াচক থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। ওই জায়গা ঘিরে রেখে নমুনা সংগ্রহ করেছেন তদন্তকারীরা। আশপাশে আর কোথাও বোমা লুকিয়ে রাখা হয়েছে কিনা তাও দেখা হচ্ছে।

স্ত্রীকে খুন স্বামীর! বাড়ি পুড়িয়ে দিল উত্তেজিত গ্রামবাসীরা

দুরন্ত বার্তা, নন্দীগ্রাম, ৬ জানুয়ারি ঃ শনিবার নন্দীগ্রামে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার দেহ উদ্ধারের ঘটনার পর তাঁর পরিচয় জানা যায় রবিবার। জানা গেছে, মহিলার স্বামী তাঁকে খুন করেছে। এই ঘটনা জানাজানি হতেই মহিলার স্বামীর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয় উত্তেজিত গ্রামবাসীরা। বিধ্বংসী আগুনে বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে গেছে। শনিবার

নন্দীগ্রামের হরিপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার শ্রী গৌরীতে জলাশয় থেকে একটি অজ্ঞাত পরিচয় মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার করেছিল পুলিস। পরে সেই মহিলার পরিচয় জানতে পারে পুলিস। মহিলার বাবার বাড়ির লোকজনদের খবর দেয়। তারা এসে মহিলাকে শনাক্ত করে। মহিলার নাম পূর্ণিমা দাস মাইতি। মহিলার স্বামী শ্বশুরবাড়ির লোকজনদের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ করে মহিলার বাপের বাড়ির লোকজন। গতকাল পূর্ব মেদিনীপুরের নিমতৌড়ি থেকে গ্রেফতার করে মহিলার স্বামী জয়ন্ত দাসকে। এরপর উত্তেজিত গ্রামবাসীরা মহিলার শ্বশুর বাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রসঙ্গত, অন্যদিকে পুরুলিয়া শহরের ভাঁটবাঁধ পাড়ার পুকুর থেকে উদ্ধার ভাসমান দেহের নাম ও পরিচয় জানতে পারল পুলিস। পুলিস সূত্রে খবর, মৃত নাবালিকার নাম পায়েল মুর্মু (১৩)। বাড়ি টামনা থানা এলাকায় । পুরুলিয়া শহরের বেলগুমা পুলিস লাইনে পুলিস কোয়ার্টারে পেশায় পুলিস কর্মী মায়ের সঙ্গে থাকত সে। গত ৩০ ডিসেম্বর বাড়ি থেকে বেরিয়ে নিখোঁজ হয়ে যায় ওই নাবালিকা । পাঁচদিন ধরে নিখোঁজ ছিল সে। পরিবারের পক্ষ থেকে টামনা থানায় নিখোঁজ ডায়েরি হয় । সোমবার পুরুলিয়া শহরে পুকুরের মধ্যে ওই নাবালিকার ভাসমান দেহ উদ্ধার হয় । খুন নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোনো রহস্য তার তদন্ত শুরু করেছে পুলিস ।

খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডে ধৃতকে জেরা করতে বহরমপুর জেলে অসম এসটিএফ

দুরন্ত বার্তা, বহরমপুর, ৬ জানুয়ারি ঃ খাগড়াগড় বিস্ফোরণকাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত তারিকুল ইসলাম ওরফে সুমনকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে বহরমপুরের কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে পৌঁছল অসম এসটিএফ। সম্প্রতি গোপন সূত্রে অসম পুলিশের এসটিএফের কাছে খবর পৌঁছায়, অশান্ত বাংলাদেশ থেকে নাশকতা চালাতে বেশ কয়েকজন জঙ্গি ভারতে ঢুকেছে। এরপরই ‘ প্রঘাত’ শুরু হয়। বাংলা, কেরল এবং অসমে অভিযান চালায় অসম পুলিশের এসটিএফ। জালে ধরা পড়ে একের পর এক জঙ্গি। গোয়েন্দা সূত্রে জানা গেছে, সম্প্রতি আনসারুল্লাহ বাংলা টিম বা এবিটি-র বেশ কয়েক জন জঙ্গিকে গ্রেফতার করা হয়। ধৃতদের জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, জেলবন্দি তারিকুলই জেল থেকে বিভিন্ন সময় নির্দেশ দিতেন। ধৃত জঙ্গি আব্বাস আলির সঙ্গেও একাধিকবার কথা হয়। বাংলায় নাশকতা ছড়ানোর ছক কষা হচ্ছিল জঙ্গিদের মধ্যে। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ-সহ একাধিক রাজ্য থেকে যে জঙ্গি-পাকড়াও অভিযান শুরু হয়েছে, সেই সূত্র ধরে বার বার উঠেছে বর্ধমানের খাগড়াগড় প্রসঙ্গ। গোয়েন্দা সূত্রে খবর, ওই বিস্ফোরণকাণ্ডে জড়িতরা আরও কোনও বড় নাশকতার ছক করছে। পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করতে জেল থেকে বসেই নাকি ছক কষছে জঙ্গিরা। রয়েছে বাংলাদেশ-যোগও। জানা গেছে, ধৃত জঙ্গিদের কারও কারও সঙ্গে খাগড়াগড় বিস্ফোরণের ধৃতদেরও যোগ আছে। সেই তালিকায় আছেন তারিকুল।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ৬ জানুয়ারি ঃ বীরভূম জেলা ক্রীড়া কমিটি আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতা আয়োজন হলো রামপুরহাট গান্ধী পার্ক ময়দানে। উপস্থিত ছিলেন ডেপুটি স্পীকার আশীষ বন্দ্যোপাধ্যায়, মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা, বোর্ড মেম্বার মহম্মদ নজরুল ইসলাম, তৃণমূল পরিচালিত জেলা সংগঠন সভাপতি মহঃ ফজলে মৌলা খান সহ প্রমুখ। জানা গেছে, বীরভূম জেলার পঞ্চম থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত মাদ্রাসা, হাইমাদ্রাসা, সিনিয়র মাদ্রাসা, এম এস কে এডেড ও আনএডেড সহ ছিয়াত্তরটি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। একশো, দুশো মিটার সহ মোট ষাটটি ইভেন্ট ছিল। রাজ্য সরকার প্রতিটি স্কুলকে পাঁচ হাজার টাকা করে চার লক্ষ ত্রিশ হাজার টাকা প্রদান করেন।

মাদক পাচার রুখল পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, খড়িবাড়ি, ৬ জানুয়ারি ঃ ফের মাদক পাচার রুখল খড়িবাড়ি থানার পুলিশ। পুলিশের অভিযানে খড়িবাড়ির গৌরসিং জোত থেকে গ্রেফতার ২ যুবক ! ধৃতরা হল অভিরুল সুবা এবং প্রজ্জল রাই। ধৃতরা দার্জিলিংয়ের জোরবাংলোর বাসিন্দা। গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবর পেয়ে খড়িবাড়ির পানিট্যাঙ্কি সংলগ্ন গৌরসিংজোতে একটি বাড়িতে হানা দেয় পুলিশ! বাড়ি থেকে চম্পট দেয় মাদক ব্যবসায়ীরা! ঘটনায় আটক করা হয় মাদক কিনতে আসা দুই যুবককে। যুবকদের তল্লাশি চালিয়ে উদ্ধার হয় ৫৮ গ্রাম ব্রাউন সুগার ও লক্ষাধিক টাকা। ধৃতদের সোমবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়েছে। একটি বাইক বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। পলাতক ব্যবসায়ীর খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ।

সুরক্ষা ও নদী প্রশিক্ষণ কাজের ব্যবস্থা

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ এসসিএল/ইএনজিজি/০৪ অব ২০২৪, তারিখঃ ৩০-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ ক্র. নং. ১। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/বদরপুর ঘাটের অধীনে মুখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ ব্রিজগুলিতে সুরক্ষা ও নদী প্রশিক্ষণ কাজের ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৫,৮৫,৮৩,৩৩৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৪,৪৩,০০০ টাকা। **ই-টেন্ডার** ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় **বন্ধ হবে ও খুলবে** ২৮-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৭-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম/ওয়ার্কস, শিলচর
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

আমোক্তারনামা

আমোক্তার পত্র নং- ০৫০৮১২৫৬ /২০২৪
আমোক্তার দাতাঃ-শ্রী হারাধন পাল, প্যান নং- BQWPP3600G পিতা- স্বর্গীয় জহর পাল। সাং + পোষ্ট- পাঁতিহাল, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন-৭১১৪১০। জাতি হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক) পেশা ব্যাবসা।
আমোক্তার গ্রহীতাঃ- মোল্লা মহম্মদ হালিম, প্যান নং- ALCPM6739K পিতা- মরহুম মোল্লা হাবিবুল্লা। সাং- বাঁকুল, পোষ্ট+ থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৪০৮। জাতি মুসলমান (ভারতীয় নাগরিক) পেশা চাকুরী।
ক্রেতা-প্রশান্ত ঘোষ পিতা- অমর ঘোষ, সাং বাদেবালিয়া, পোষ্ট নিজবালিয়া, থানা জগৎবল্লভপুর, জেলা হাওড়া পিন ৭১১৪০৪, রাজ্য পশ্চিমবঙ্গ। জাতি হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক) পেশা ব্যবসা।
বিক্রেতা-হারাধন পাল, পিতা-স্বর্গীয় জহর পাল। সাং+ পোষ্ট- পাঁতিহাল, থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৪১০। জাতি হিন্দু (ভারতীয় নাগরিক) পেশা ব্যাবসা। ইহার পক্ষে আমোক্তার মোল্লা মহম্মদ হালিম পিতা মরহুম মোল্লা হাবিবুল্লা সাং-বাঁকুল, পোষ্ট + থানা- জগৎবল্লভপুর, জেলা- হাওড়া, পিন- ৭১১৪০৮। জাতি মুসলমান (ভারতীয় নাগরিক) পেশা চাকুরী।
আমোক্তারকৃত সম্পত্তির পরিচয়ঃ-
দলিল নং- ০৫০৮০২৩৫০ / ২০২৪ মৌজা- পাঁতিহাল (জে এল ৪৯) খতিয়ান নং-৮০১৭, সাবেক ও হাল দাগ নং- ২৮০৯, পরিমাণ- ৪.১৩ (চার দশমিক এক তিন) শতক বিক্রয় হইয়াছে। এই সম্পত্তিটা মিউটেশন হচ্ছে। যদি কাহারোও কোনোরকম আপত্তি কিংবা কিছু বলার থাকে তা হইলে ১০ দিনের মধ্যে যোগাযোগ করতে হবে বি. এল এন্ড এল আর ও জগৎবল্লভপুর হাওড়া।

N.I.Q. No- WBIW/SDO/ M.Inv.S.D./NIQ NO - 01/ 2024-25 (3rd Call)
On behalf of the Governor of W.B., the Sub Divisonal Officer, Malda Investigation Sub Divisin, Green Park, Malda invites sealed quotation. Last date of application:- **15.01.2025 till 15:00 Hours IST**. Details may be seen in the website **www.wbiwd.gov.in**
Sd/-
Sub Divisional Officer, Malda Investigation Sub Division.

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং এমসি-৬০-০-ডিআরএমএলএস-এইচএবিডি-২৪, তারিখ ০২.০১.২০২৫। সিনিয়র ডিভিসনাল মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (ক্যারেজ ও ওয়াগন), পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট ডিআরএম ভবন, হাওড়া-৭১১১০১, নিম্নলিখিত কাজের জন্য সিল করা টেন্ডার আহ্বান করছেন : **কাজের নাম:** হাওড়া ডিভিশন, পূর্ব রেলওয়েতে হট অ্যাক্সল বক্স ডিটেকশন সিস্টেম সরবরাহ, স্থাপন এবং চালুকরণ। **টেন্ডার মূল্য :** ৬০,০৯,৫৫৯.৯৩ টাকা। **বায়নামূল্য জমা করতে হবে :** ১,২০,২০০ টাকা। **চুক্তি মেয়াদ:** কাজ শুরুর তারিখ থেকে ৩ মাস। **অনলাইনে টেন্ডার জমার জন্য ওয়েবসাইট বিবরণ :** www.ireps.gov.in **বিড বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৪.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ২টো।
(HWH-526/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, আসানসোল ডিভিসন, স্টেশন রোড, আসানসোল, পিন-৭১৩৩০১ চুক্তি প্রদানের জন্য আইআরইপিএস পোর্টাল অর্থাৎ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এর মাধ্যমে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন, যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নরূপ : **অকশনের শ্রেণী :** পার্সেল স্পেসের (এসএলআর) লিজিং। **ই-অকশন ক্যাটালগ নং :** সি-৩-পিএআরসিএএসএন১৬০১। **অকশন শুরুর তারিখ :** ১৬.০১.২০২৫ তারিখ সকাল ১১টা।। **ট্রেন নং ও এসএলআর:** (১) ২২৪৬৫ (এমডিপি-এএনভিটি) এফএসএলআর-১। (২) ১২৩৭৬ (জেএসএমই-টিবিএম) এফএসএলআর-১। (৩) ২২৩০৬ (জেএসএমই-এসএমভিবি) এফএসএলআর-১। (৪) ১৭৩২২ (জেএসএমই-ভিএসজি) এফএসএলআর-১। (৫) ২২৪৫৯ (এমডিপি-এএনভিটি) এফএসএলআর-১। (৬) ১৩৫০৯ (এএসএন-জিডি) এফএসএলআর-১। (৭) ১৩৫০৭ (এএসএন-জিকেপি) আরএসএলআর-১। (৮) ১৩৫০৯ (এএসএন-জিডি) এফএসএলআর-২। (৯) ১৩৫০৭ (এএসএন-জিকেপি) এফএসএলআর-২। (১০) ১২২৩৫ (এমডিপি-এএনভিটি) এফএসএলআর-১। (১১) ১২৯৪২ (এএসএন-বিভিসি) এফএসএলআর-১। (১২) ১১৪২৮ (জেএসএমই-পুনে) এফএসএলআর-১। বিস্তারিত বিবরণের জন্য সকল সম্ভাব্য দরদাতাকে ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে এবং সময়ানুসারে ই-অকশনে অংশগ্রহণ করতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। (ASN-292/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

DHULASIMLA GRAM PANCHAYAT
NOTICE INVITING-E.TENDER
Office of the Dhulasimla Gram Panchayat Nit no-57 to 65. Published Date- **07/1/2025 at 11.00 AM**. Bid Submission End Date- **14/01/2025 at 11.00 AM**. Opening Date-**16/01/2025 at 11.30 AM. http:// www.wbtenders.gov.in**
Sd/- Pradhan
Dhulasimla Gram Panchayat

JAMTORA GRAM PANCHAYAT
SALCHURA: MANTUMRA: CHHATNA: BANKURA
CORRIGENDUM NOTICE
Please visit at **www.wbtenders.gov.in** for participating in **eTender Notice no, 16 /JAM /2024- 25 [SI-1] dated 26/12 /2024**, date has been extended upto **11/01/2025 at 2.00 P.M.**
Sd/-
Pradhan
Jamtora Gram Panchayat
Chhatna: Bankura

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইএল/এইচডব্লুএইচ/২৫/২১(নোটিস)/৬৩৩, তারিখ : ০৩.০১.২০২৫। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, রেলওয়ে স্টেশনের নিকট, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত বৈদ্যুতিক কাজের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **টেন্ডার নং : ইএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-২১-৩৩০০। কাজের নাম:** এইএন/বিডব্লুএন-এর অধীনে কামনারা, খেতিয়া, চামরদীঘি, করজানা গ্রাম, অমারুণে ক্লোরিনেশন প্লান্ট সহ গভীর নলকূপের (২০০ মিমি x ১৫০ মিমি) ব্যবস্থা তৎসহ কেএএন ও এসকেজি স্টেশনে স্ট্যান্ডবাই বোরিং। **টেন্ডার মূল্য:** ২৪,৮৮,৯৯১ টাকা। **বিড সিকিউরিটি (বায়নামূল্য জমা):** ৪৯,৮০০ টাকা। **কাজ শেষের মেয়াদ:** ১২০ দিন। **বন্ধের তারিখ ও সময়:** ২৪.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। যদি কোনও অপ্রত্যাশিত কারণে টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত টেন্ডার বন্ধের তারিখে ছুটি/বন্ধ/স্ট্রাইক ঘোষিত হয় তাহলেও অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোন রকম হেরফের হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। যদিও, টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পর যে কোনও সুবিধামতো তারিখে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। (HWH-525/2024-25)
ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

সহযোগী এসঅ্যান্ডটি কাজ

ই-টেন্ডার নং: এসএনটি-৪৩-এলএমজি-২০২৪-২৫, তারিখঃ ৩০-১২-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ও এর স্থান ঃ** ডিমাপুর, চোঙ্গাজান, রাঙ্গাপাহাড়, বোকাজান ও খটখটিতে টিবিআর কাজের জন্য বিসিএম-৩৮৯ ও ডিইউও-৮১২৯ দ্বারা সহযোগী এসঅ্যান্ডটি কাজ। টেন্ডার মূল্যঃ ১৫,২৮,৪৮৭.৫২ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩০,৬০০.০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২২-০১-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। সবিশেষের জন্য ww.ireps.gov.in দেখুন।

সিনি. ডিএসটিই, লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

জেএম ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস লিমিটেড
রেজি অফিস ঃ ৭ম তলা, চেনার্জি, আপ্পাসাহেব মারাঠে মার্গ,
প্রভাদেবী, মুম্বাই - ৪০০ ০২৫

পাবলিক নোটিশ

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে জেএম ফাইন্যান্সিয়াল প্রোডাক্টস লিমিটেড (‘কোম্পানি’) এর নিম্নোক্ত শাখা অফিস ব্যবসায়িক কৌশল সংশোধনের কারণে ০৭.০৪.২০২৫ থেকে বন্ধ হয়ে যাবে।
১. কলকাতা- ৮ম তলা, কাঙ্করিয়া এস্টেট, ৬ লিটল রাসেল স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭১
কোম্পানির বিদ্যমান গ্রাহকরা কোম্পানির নিম্নোক্ত প্রশাসনিক অফিসের মাধ্যমে যথারীতি সমস্ত পরিষেবা পেতে থাকবেন
ঠিকানা - ১ তল, প্লট নং ৬৮ ই, বিএলডিজি বি, সুহাশিষ আইটি পার্ক, অফ দত্তপাদা রোড, মুম্বাই - ৪০০০৬৬
ইমেইল আইডি- mtf.queryjmfl.com
তারিখঃ ০৭.০১.২০২৫
স্থানঃ মুম্বাই
স্বা /-অনুমোদিত স্বাক্ষরকারী

ডায়ানা টি কোম্পানি লিমিটেড
CIN : L15495WB1911PLC002275
রেজি অফিসঃ স্যার আরএনএম হাউস (৪র্থ তলা), ৩বি, লালবাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০০১
ফোনঃ (০৩৩) ৪০৬৬ ১৫৯০-৯৩, ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৪৮-৭৫৭১
ই-মেইলঃ contactus@dianatea.in ওয়েবসাইটঃ www.dianatea.in

পোস্টাল ব্যালট নোটিশ এবং দূরবর্তী ই-ভোটিং তথ্য

এতদ্বারা নোটিশ দেওয়া হল যে কোম্পানি আইন, ২০১৩-এর ধারা ১১০ এবং অন্যান্য প্রযোজ্য বিধানগুলির বিধান অনুসারে এবং সম্মতিতে, কোম্পানি (ব্যবস্থাপনা ও প্রশাসন) বিধিমালা, ২০১৪ (কোনও সংবিধিবদ্ধ পরিবর্তন সহ) এর বিধি ২০ এবং ২২ এর সাথে পড়া এর পুনঃপ্রণয়ন), প্রবিধান ৪৪ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশন, ২০১৫, সাধারণ সভার সেক্রেটারিয়াল স্ট্যান্ডার্ড, সাধারণ সার্কুলার নং ১৪ / ২০২০ তারিখ ৮ এপ্রিল ২০২০, সাধারণ সার্কুলার নং ১৭ / ২০২০ তারিখ ১৩, এপ্রিল ২০২০ সর্বশেষ সাধারণ সার্কুলার নং ০৬/ ২০২৩ ২৫ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রনালয় দ্বারা জারি করা হয়েছে (সম্মিলিতভাবে সার্কুলার হিসাবে উল্লেখ করা হয়), এবং অন্য যেকোন প্রযোজ্য আইন, নিয়ম, প্রবিধান, সার্কুলার এবং বিজ্ঞপ্তি, ডায়ানা টি কো লিমিটেডের সদস্যদের অনুমোদন চাওয়া হচ্ছে পোস্টাল ব্যালট এবং পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে নির্ধারিত বিশেষ ব্যবসায়িক আইটেমগুলির জন্য দূরবর্তী ই- ভোটিং এর মাধ্যমে **২৪ ডিসেম্বর** ২০২৪ তারিখে মিঃ দেবাং সিংহানিয়া (ডিআইএনঃ ০৮৬৬২৩০৫) কোম্পানির সার্বক্ষণিক পরিচালক হিসাবে নিয়োগের জন্য।
এমসিএ সার্কুলারে প্রদত্ত স্পষ্টীকরণ অনুসারে, লেনদেনের প্রস্তাবিত বিশেষ ব্যবসার শর্তাবলীতে সদস্যদের সম্মতি বা ভিন্নমতের যোগাযোগ শুধুমাত্র দূরবর্তী ই- ভোটিং সুবিধার মাধ্যমে সঞ্চালিত হবে। পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে লেনদেন করা ব্যবসায় ইলেকট্রনিক উপায়ে ভোট দেওয়ার যোগ্যতা নির্ধারণের **কাট-অফ** তারিখ হল **মঙ্গলবার, ৩১ ডিসেম্বর** ২০২৪।
কোম্পানি সেন্ট্রাল ডিপোজিটরি সার্ভিসেস লিমিটেড (CDSL) এর রিমোট ই-ভোটিং পরিষেবা নিযুক্ত করেছে। দূরবর্তী ই- ভোটিং শুরু হবে **সকাল ৯.০০ ১ ST বুধবার, ৮ জানুয়ারী ২০২৫ তারিখে এবং শেষ হবে বিকাল ৫.০০ ১ ST বৃহস্পতিবার, ৬ ফেব্রুয়ারী ২০২৫ তারিখে**। কাট-অফ তারিখ অনুসারে সদস্যরা প্রকৃত বা ডিমেটেরিয়ালাইজড আকারে শেয়ার ধারণ করে শুধুমাত্র দূরবর্তী ই- ভোটিংয়ের মাধ্যমে প্রস্তাবিত রেজুলেশনগুলিতে তাদের সম্মতি বা ভিন্নমত রেকর্ড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। একবার একটি প্রস্তাবের উপর ভোট দেওয়া হলে, সদস্যকে পরবর্তীতে এটি পরিবর্তন করার অনুমতি দেওয়া হবে না। দূরবর্তী ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত পদ্ধতি পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে।
সদস্যদের এতদ্বারা জানানো হচ্ছে যে কোম্পানি **সোমবার, ৬ জানুয়ারী ২০২৫ তারিখে** পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাঠানো সম্পন্ন করেছে সেই সমস্ত সদস্যদের কাছে ইমেলের মাধ্যমে যাদের নাম ডিপোজিটরি দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা সুবিধাজনক মালিকদের রেজিস্টারে বা কোম্পানির সদস্যদের রেজিস্টারে উপস্থিত রয়েছে। কাট-অফ তারিখে এবং যাদের ইমেল আইডি কোম্পানি, এর রেজিস্ট্রার বা ডিপোজিটরিতে নিবন্ধিত।
পোস্টাল ব্যালট বিজ্ঞপ্তিটি কোম্পানির ওয়েবসাইটে (www.dianatea.in), CDSL (https://www.evotingindia.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জ যেখানে কোম্পানির শেয়ার তালিকাভুক্ত (BSE) সেখানেও পাওয়া যায়। কাট-অফ তারিখে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা তাদের ইমেল ঠিকানার নিবন্ধন না করার কারণে বা অন্য কোনো কারণে পোস্টাল ব্যালট নোটিশ পাননি তাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটগুলি থেকে এটি ডাউনলোড করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
ভৌত আকারে শেয়ার ধারণকারী সদস্যরা যারা তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধন করেননি তাদের কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর সাথে ই-মেইল mdpldc@yahoo.com - এর মাধ্যমে একটি যথাযথভাবে পূরণ করা ফর্ম ISR-১ জমা দিয়ে নিবন্ধন করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অথবা ডাকযোগে ২৩, আর.এন. মুখার্জি রোড, ৫ম তলা, কলকাতা ৭০০০০১। আরটিএ ওয়েবসাইট https://www.mdpl.in-এ ডাউনলোডের জন্য ফর্ম ISR-১ উপলব্ধ। ডিম্যাটেরিয়ালাইজড ফর্মে (ডিম্যাট) শেয়ার ধারণ করা সদস্যদের আপনার ডিআরের পরামর্শ অনুযায়ী তাদের ইমেল ঠিকানা আপডেট করার জন্য তাদের ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীর (ডিপি) সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।
পোস্টাল ব্যালট এবং ই-ভোটিং প্রক্রিয়া সুষ্ঠু ও স্বচ্ছভাবে পরিচালনার জন্য কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ শ্রী মোহন রাম গোয়েঙ্কা, একজন প্র্যাকটিসিং কোম্পানি সেক্রেটারিকে নিযুক্ত করেছে। স্ক্রুটিনাইজার তার রিপোর্ট চেয়ারপার্সন বা একজন অনুমোদিত ব্যক্তির কাছে জমা দেবেন এবং পোস্টাল ব্যালটের ফলাফল কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসে **৮ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ শনিবার বা তার আগে** ঘোষণা করা হবে। ফলাফল কোম্পানির ওয়েবসাইট (www.dianatea.in) এবং BSE, এবং CDSL-এর ওয়েবসাইটেও দেওয়া হবে।
দূরবর্তী ই- ভোটিং-এর সাথে যুক্ত কোনো প্রশ্ন / অভিযোগের ক্ষেত্রে, সদস্যরা প্রায়শই জিজ্ঞাসিত প্রশ্ন (FAQs) এবং CDSL ওয়েবসাইটে উপলব্ধ ই-ভোটিং ব্যবহারকারী ম্যানুয়াল দেখতে পারেন বা helpdesk.evoting@cdslindia.com-এ CDSL-এর সাথে যোগাযোগ করুন বা কল করুন টোল ফ্রি নং ১৮০০-২০০-৫৫৩৩
আরো বিস্তারিত জানার জন্য, সদস্যদের পোস্টাল ব্যালট নোটিশ উল্লেখ করার জন্য অনুরোধ করা হয়।

ডায়না টি কোম্পানী লিমিটেডের পক্ষে,
স্বা /-
নম্রতা সরফ
কোম্পানী সেক্রেটারি ও কমপ্লিয়েন্স অফিসার
এম. নং. এ৪০৮২৪
স্থান ঃ কলকাতা
তারিখ ঃ জানুয়ারি ৬, ২০২৫

রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড
45/B, শুভম কমপ্লেক্স, ১ম A মেইন, জেপি নগর ৩য় ফেজ, বেঙ্গালুরু – 560078

স্বর্ণ নিলাম বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারন জনসাধারণকে জানানো হচ্ছে যে, নিচে উল্লেখিত ঋণের ক্ষেত্রে বন্ধক রাখা সোনা, বকেয়া পরিশোধ না করার কারণে নিলাম করা হবে। একটি অনলাইন পোর্টাল **https://gold.samil.in**-এর মাধ্যমে **15/01/2025** তারিখে নিলাম হবে।
যদি উপরে উল্লিখিত তারিখে কোনো কারণে ই-নিলাম বাস্তবায়িত না হয়, বন্ধক রাখা অলঙ্কারগুলির যে কোনও বা সমস্ত আইটেমের ক্ষেত্রে, রুপিক পরবর্তী যে কোনও তারিখ/সেগুলিতে পরবর্তী কোনও বিজ্ঞপ্তি ছাড়াই আইটেমগুলির ই-নিলাম/ব্যক্তিগত বিক্রয় পরিচালনা করবে।

ঋণের তালিকা (LOS ID)

12010944, 12010817

আরও তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন - **1800 419 8000**
এসডি/- অনুমোদিত অফিসার
রুপিক ক্যাপিটাল প্রাইভেট লিমিটেড

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDER

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (E)/Water Suppy, MGPS&WPS, KMC** invites e-tender online in two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/WS/TKG/03/2024-25 (1st Call)
Name of work : **Replacement of power contactors within LT Panel and other allied works at 15 MGD Tuktaghat Raw Water intake pumping station, KMC.** Estimated Amount : **Rs.1,92,551.45.** Earnest Money : **Rs.3,860.00.** Period of Completion : **15 Days.** Last Date and Time for Submission of Bid (Online) : **18.01.2025 upto 1 p.m.** The bid forms and other details will be available shortly from the website : **https://etender.wb.nic.in**

The **Executive Engineer, Water Suppy (West), KMC** invites e-tender for the following works :-
1. NIT No. : KMC/WS/West/W88/T-15/2024-25
Name of work : **Laying of 100 MM Dia D.I Pipe along Tollygung Road from the junction of R.B Avenue to Sahanagar Burning Ghat in Ward No.88.** Estimated Amount : **Rs.1,89,445.00.** Earnest Money : **Rs.3,800.00.** Period of Completion : **10 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (Online) : **14.01.2025 upto 1 p.m./16.01.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website : **https://etender.wb.nic.in & http://wbtenders.gov.in**
2. NIT No. : KMC/WS/WEST/W-76/T-06/2024-25
Name of work : **Restoration of U.F.W. supply by replacement of Old & Worn Out 150 MM Dia existing C.I. main to New D.I. Pipe along 15,15/1 etc. J.K. Pal Road and its adjacent area, in Ward No.76.** Estimated Amount : **Rs.2,98,687.00.** Earnest Money : **Rs.6,000.00.** Period of Completion : **21 Days.** Last date of receipt/opening of Tender (Online) : **20.01.2025 at 12.30 p.m./22.01.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details are available from the website : **https://wbtenders.gov.in**

The **Dy. Chief Engineer (Parks & Squares), KMC** invites quotation online percentage rate two bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/DYCE(PS)/VI/51/3/24-25 (1st Call)
Name of work : **Renovation of Vivekananda Park (Bhanga Math) in Ward No.51, Borough-VI.** Estimated Cost : **Rs.3,94,024.67.** Earnest Money : **Rs.8,000.00.** Period of Completion : **30 Days.** Last date and time of submission of bid : **16.01.2025 at 1 p.m.** The bid forms and other details shall be available on and from **08.01.2025 at 10 a.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in**

The **E.E./WS/(ARSM SQ.BPS), KMC** invites e-tender online in two-bid system for the following work :-
NIT No. : KMC/WS/ARSM/76/2024-25
Name of work : **Provision of cable tranch at CESC room for 2nd point HT connection at Jorabagan WTP cum BPS.** Estimated Amount : **Rs.1,46,424.00.** Earnest Money : **Rs.2,930.00.** Period of Completion : **25 Days.** Last date and time of submission of bid : **16.01.2025 upto 2 p.m.** For detailed information please visit website : **https://wbtenders.gov.in**

The **D.G. (S&D)/KMC** invites percentage e-tender through e-procurement portal in two bid system for the following works :-
1. NIT No. : GRBU/STP/E1/24-25 (1st Call)
Name of work : **Supply, manufacturing and installation of 2 (Two) nos. Glow sign Board and allied works at Garden Reach STP under GRBU (S&D).** Estimated Cost : **Rs.2,30,569.00.** Earnest Money : **Rs.4,700.00.** Period of Completion : **7 Days.** Last date and time of submission of Bid : **15.01.2025 at 12 noon.** The Bid forms and other details are available from **08.01.2025 at 5 p.m.** on website **https://wbtenders.gov.in**
2. NIT No. : KMC/S_D/UDPS/PAN8/24-25 (1st Call)
Name of work : **Repairing with replacement of burnt out spare parts of motor starter panel including Auto transformer and busbar panel of 400 amp OCB incomer side of pump unit no. 8 at Ultadanga drainage pumping station.** Estimated Amount : **Open quotation.** Earnest Money : **2% of quoted amount.** Period of Completion : **10 days.** Last date and Time of submission of Bid : **14.01.2025 at 5 p.m.** The Bid forms and other details are available on and from **06.01.2025 at 5 p.m.** from the website **https://etender.wb.nic.in.** For corrigendum etc., if any, the same website has to be seen. 1173/ 24-25

গম্ভীরদের হাতে আর ৬ দিন!

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি নিয়ে ডেডলাইন আইসিসির

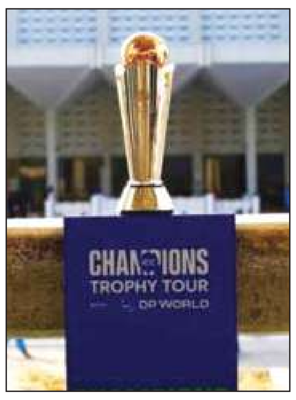

দুবাই, ৬ জানুয়ারিঃ বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হারের ক্ষতে প্রলেপ পড়তে সময় লাগবে। কিন্তু ভারতীয় টিমকে এগিয়ে যেতে হবে। কয়েকদিন পর ভারতের মাটিতে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি-২০ সিরিজ খেলবে টিম ইন্ডিয়া। তারপর রয়েছে ওডিআই সিরিজ। আর ফেব্রুয়ারিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। ১৯ ফেব্রুয়ারি টুর্নামেন্টে শুরু হতে চলেছে। আইসিসির এই টুর্নামেন্টে কেমন হবে ভারতের টিম? তা নিয়ে চলছে আলোচনা। এই পরিস্থিতিতে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির স্কোয়াড নিয়ে ডেডলাইন দিল আইসিসি। এক আইসিসি কর্তা বলেছেন, ''প্রতিটি দলকে ১২ জানুয়ারির মধ্যে তাদের প্রাথমিক স্কোয়াড জমা দিতে হবে। ১৩ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত এতে পরিবর্তন করার সুযোগ রয়েছে। এ বার দলগুলো ঠিক করবে যে তারা এখনই স্কোয়াড ঘোষণা করবে নাকি নয়। আইসিসির পক্ষ থেকে ১৩ ফেব্রুয়ারি স্কোয়াডগুলো ঘোষণা করা হবে।'' সেই দিক থেকে দেখতে হলে আর ১ মাস ৬ দিন পর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির অংশগ্রহণকারী দেশগুলোর স্কোয়াড কী হবে জানা যাবে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের কাছে এ বার বড় পরীক্ষা। কারণ সদ্য বর্ডার গাভাসকর ট্রফি হারল ভারত। তার উপর সামনেই ইংল্যান্ড সিরিজ। আসন্ন ইংল্যান্ড ওডিআই সিরিজে ৩টি ম্যাচ খেলবে ভারত। এটিকে ধরা হবে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির প্রস্তুতির মঞ্চ। যে ক্রিকেটারদের চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির জন্য ভাববেন গৌতম গম্ভীর, অজিত আগরকরের নেতৃত্বাধীন নির্বাচন কমিটি তাঁদের ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে দেখা যাবে। সেখানে জসপ্রীত বুমরাকে দেখা যাবে কিনা, সেদিকেও সকলের নজর থাকবে।

গাভাসকরের কাছে ক্ষমা চাইল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্ন, ৬ জানুয়ারিঃ গত রবিবার (৫ জানুয়ারি) ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে আয়োজিত বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি শেষ হয়ে গেল। এই সিরিজে ক্যাঙারুবাহিনী ৩-১ ব্যবধানে জয়লাভ করেছে। অস্ট্রেলিয়া ক্রিকেট দল এই জয়ের আনন্দে এতটাই বিভোর হয়ে যায়, তারা নিজেদের অজান্তেই টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন ক্রিকেটার সুনীল গাভাসকরকে অপমান করে বসেন। আসলে ভারতের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের এই টেস্ট সিরিজ জয় করার পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি দেওয়ার জন্য টিম ইন্ডিয়ার এই কিংবদন্তী ক্রিকেটারকে আমন্ত্রণই জানানো হল না। এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে শুধুমাত্র অ্যালান বর্ডারকেই আমন্ত্রণ জানানো হয়। এই ঘটনা নিয়ে ইতিমধ্যে যথেষ্ট বিতর্কের ঝড় বইতে শুরু করেছে। অবশেষে পরিস্থিতি

বুঝে অস্ট্রেলিয়া ক্ষমা চাইতে বাধ্য হয়েছে। ক্রিকবাজকে দেওয়া একটি বিবৃতিতে ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, 'আমরা জানি যে অ্যালান বর্ডার এবং সুনীল গাভাসকার দুজনকেই একসঙ্গে মঞ্চে ডাকা উচিত ছিল। এটা করতে পারলে অবশ্যই ভাল হত।' প্রসঙ্গত, ৭৫ বছর বয়সি গাভাসকর রবিবার অভিযোগ করেছিলেন, ''অস্ট্রেলিয়া দলের পক্ষ থেকে আমাকে ট্রফি দেওয়ার জন্য ডাকা হয়নি।'' আপাতভাবে মনে হচ্ছে, ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পরিকল্পনাই ছিল যে অ্যাওয়ার্ড সেরিমনিতে গাভাসকার কিংবা বর্ডারের মধ্যে কোনও একজনকে আমন্ত্রণ জানানো হবে। এই সিরিজে যে দল জয়লাভ করবে, সেই দলের থেকেই অতিথি আমন্ত্রণ করা হবে। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার একজন আধিকারিক জানিয়েছেন, যদি ভারতীয় ক্রিকেট দল এই সিরিজ জিতত, তাহলে অবশ্যই সুনীল গাভাসকরকে আমন্ত্রণ জানানো হত। ক্যাঙারু দল জেতার কারণেই অ্যালান বর্ডারকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত, ভারত এবং অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে বর্ডার-গাভাসকার ট্রফি ১৯৯৬-৯৭ সাল থেকে শুরু হয়েছে। প্রথমবার এই সিরিজটা ভারতেই আয়োজন করা হয়েছিল। নামকরণ হওয়ার পর এই দুটো দলের মধ্যে মোট ১৭টি সিরিজ খেলা হয়েছে। মোট এই দুটো দলের মধ্যে ২৯ সিরিজের আয়োজন করা হয়েছে। এরমধ্যে অস্ট্রেলিয়া ১৩ বার এবং ভারত ১১ বার জয় হাসিল করেছে। আর পাঁচটি সিরিজ ড্র হয়েছে। ১৯৪৭-৪৮ সালে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে ভারত এবং অজিদের মধ্যে প্রথম টেস্ট সিরিজ আয়োজন করা হয়।

ইস্ট-মোহন হাইভোল্টেজ ম্যাচ প্রতিবেশী রাজ্যেই, পড়ল শিলমোহর

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৬ জানুয়ারিঃ অবশেষে জট কাটল আইএসএলের ফিরতি ইস্ট-মোহনের লড়াই নিয়ে। দীর্ঘদিনের অস্থিরতার পর, ১১ জানুয়ারি নির্ধারিত দিনে খেলা অনুষ্ঠিত হবে কলকাতা ময়দানের দুই চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী ইস্টবেঙ্গল এবং মোহনবাগানের মধ্যে। তবে এই ডার্বি কলকাতায় হবে না, গুয়াহাটিতে আয়োজন করা হচ্ছে ম্যাচটি। কলকাতার বাইরে ডার্বি আয়োজনের জন্য বেশ কয়েকটি ভেন্যু চিন্তা করা হয়েছিল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত গুয়াহাটিতেই চূড়ান্ত শিলমোহর পড়েছে বলে জানা গিয়েছে। কিন্তু এবার অপেক্ষা শুধু সরকারি ঘোষণার। প্রথমে আইএসএল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে ভুবনেশ্বর, জামশেদপুর এবং দিল্লি এই তিন শহরে ডার্বি আয়োজনের কথা ভাবা হয়েছিল। তবে নানা কারণে এগুলো বাতিল হয়ে যায়। গঙ্গাসাগর মেলার কারণে কলকাতার পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ৮ থেকে ১৭ জানুয়ারি পর্যন্ত গঙ্গাসাগর মেলা অনুষ্ঠিত হবে এবং এই সময় সাগরদ্বীপে পুণ্যার্থীদের সুরক্ষার জন্য ১৩ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে আগেই জানানো হয়, গঙ্গাসাগর মেলা উপলক্ষে এমন নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণের কারণে ১১ জানুয়ারি ডার্বির জন্য পুলিশ মোতায়েন করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এদিকে, এফএসডিএল (ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেড) জানিয়ে দেয় যে, ১১ জানুয়ারির ম্যাচ বাতিল করলে ক্রীড়াসূচিতে সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে, কারণ

পুরো মরসুমের সূচি চূড়ান্ত করা হয়ে গেছে। তাই ১১ জানুয়ারি ম্যাচটি খেলতেই হবে। তবে কলকাতার বাইরে কোথায় এই ম্যাচ আয়োজন করা যেতে পারে, তা নিয়ে অনেক আলোচনা হয়। জামশেদপুর, দিল্লি এবং ওডিশার নাম প্রথমে উঠে আসে, কিন্তু একাধিক কারণে এই শহরগুলিতে ডার্বি আয়োজন সম্ভব হয়নি। ওডিশায় পূর্ব নির্ধারিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠান ছিল, যার কারণে ওই অঞ্চলে ডার্বি আয়োজন করা সম্ভব হবেনা। দিল্লিতে এই সময় প্রচন্ড শীত থাকতে পারে, যা খেলার পরিবেশের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। জামশেদপুরে দর্শকের উপস্থিতি নিয়ে আশঙ্কা ছিল, কারণ এখানে সাধারণত বেশি দর্শক আসে না। এসব কারণেই শেষ পর্যন্ত গুয়াহাটি শহরকে ডার্বির জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। তবে প্রশ্ন গুয়াহাটির মাঠে ১১ জানুয়ারি ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান তাদের জমকালো যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত কি? কারণ ১০ জানুয়ারি এই মাঠে রয়েছে নর্থ-ইস্ট ইউনাইটেড এফসি বনাম পাঞ্জাব এফসি ম্যাচ। কিন্তু সেই সব বাধা কাটিয়ে সেই স্টেডিয়ামেই আসর বসছে কলকাতা ময়দানের এই মহারথীর লড়াইয়ের। উল্লেখযোগ্য যে, গত ডার্বিতে মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গলকে ২-০ গোলে পরাজিত করেছিল। সেটা ছিল ইস্টবেঙ্গলের ঘরের মাঠে খেলা, যেখানে মোহনবাগান তাদের প্রতিদ্বন্দ্বীকে সহজেই হারিয়ে দেয়। ১১ জানুয়ারি গুয়াহাটির মাঠে খেলা হলে, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে, কারণ এটি একদিকে যেমন উৎসাহী ফুটবল ভক্তদের জন্য এক বিশাল আর্কষণ, তেমনি এই ম্যাচের ফলাফল দলের আত্মবিশ্বাসে বড় প্রভাব ফেলতে পারে। এবারের ডার্বি নিয়ে উন্মাদনা তুঙ্গে এবং ম্যাচের ফলাফল কেমন হয়, তা নিয়ে টানটান উত্তেজনা বিরাজ করছে দুই শিবিরের ফুটবলার থেকে সমর্থকদের মধ্যে। গুয়াহাটির মাঠে ফুটবল প্রেমীদের জন্য একটি বিশেষ মুহূর্ত অপেক্ষা করছে, যেখানে কলকাতার দুই প্রধান শক্তি নিজেদের সম্মান এবং গৌরব বজায় রাখতে একে অপরের বিরুদ্ধে মাঠে নামবে।

'জোয়ারে গা ভাসিও না'
সন্তোষ জয়ী রবি হাঁসদাকে পরামর্শ মন্ত্রীর

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ৬ জানুয়ারিঃ রবি হাঁসদার একমাত্র গোলে আট বছরের প্রতীক্ষার পর বাংলায় ফিরেছে সন্তোষ ট্রফি। এই নিয়ে ৩৩ বার সন্তোষ ট্রফি চ্যাম্পিয়ন বাংলা। শুধু ভারতীয় দলের হয়ে খেলা নয়, তাঁকে জাতীয় ফুটবল দলের অধিনায়ক হিসেবে দেখতে চাই বলে মন্তব্য করেছেন রাজ্যের মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ। সন্তোষ ট্রফি জয়ী ফুটবলার রবি হাঁসদাকে সংবর্ধনা জানাল পূর্ব বর্ধমান জেলা প্রশাসন ও পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ। সোমবার সকালে বর্ধমানের টাউনহলে এই সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে রবিকে অবিভাবক হিসেবে পরামর্শও দেন স্বপন দেবনাথ। টাউনহলের সংবর্ধনা সভায় মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ বাংলার ফুটবলার রবিকে বলেন, ''এখন সকলে সংবর্ধনা দেবে। সবই ঠিক আছে। কিন্তু খেলাটা ঠিক ভাবে চালিয়ে যেতে হবে। জোয়ারে গা ভাসালে হবে না।'' সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী স্বপন দেবনাথ, জেলাশাসক আয়েশা রানী এ, পুলিশ সুপার সায়ক দাস, বর্ধমান দক্ষিণের বিধায়ক খোকন দাস, জেলাপরিষদের সভাধিপতি শ্যামাপ্রসন্ন লোহার, রবি হাঁসদার কোচ মুদ্রাজ সাডেন সহ পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা। রবিবার গ্রামে ফেরেন সন্তোষ ট্রফি জয়ের নায়ক রবি। তারপর থেকেই তিনি আবেগে, ভালোবাসায় ভাসছেন। পূর্ব বর্ধমানের মঙ্গলকোট থানার মুশারু গ্রামের আদিবাসী পাড়ায় বাড়ি রবির। তাঁর বাবা সুলতান হাঁসদার স্বপ্ন ছিল যে, ছেলে একদিন অনেক বড় ফুটবলার হয়ে সকলের মুখ উজ্জ্বল করবে। রবি তাঁর বাবার সেই স্বপ্ন পূরণ করেছেন। তবে ছেলের সাফল্য চোখে দেখে যাওয়া হয়নি সুলতান হাঁসদার। কারণ, ২০২৪ সালে জুনে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গিয়েছেন তিনি। জনমুজরি করে সংসার চালাতেন রবি হাঁসদার বাবা। হৃদরোগের কারণে শেষের দিকে আর জনমজুরি করতে যেতে পারছিলেন না রবির বাবা। তাই ঋণ নিয়ে একটি টোটো কিনে ভাড়ায় তা খাটাতেন সুলতান। রবির মা তুলসী হাঁসদা জনমজুরি করে সংসারের হাল সামলাচ্ছেন। তবুও তুলসীদেবী ছেলেকে মাঠে কখনও কাজ করতে পাঠাননি। যাতে ছেলের অনুশীলনে ঘাটতি না হয়। মুশারু আদিবাসীপাড়া মিলন সংঘ ক্লাবের মাঠে ফুটবলচর্চা করেন রবি। তাঁর যখন ৬-৭ বছর বয়স, সেই সময় থেকেই ওই মাঠে ফুটবল খেলা শুরু করেন রবি। আর্থিক অনটনের মধ্যেই ১২ বছর বয়সে তিনি ভাতারে একাদশ অ্যাথলেটিক্স ক্লাবের ফুটবল কোচিং ক্যাম্পে ভর্তি হন। এ বারের সন্তোষ ট্রফিতে সর্বাধিক গোলদাতা রবি। মরসুম জুড়ে করেছেন ১২টি গোল। রবির কোচ মুদ্রাজ সেডেন বলেন, ''রবি সারাদিনে ৬ ঘণ্টা অনুশীলন করতো। আর তারই ফলে আজ ও এই জায়গায় পৌঁছেছে। এ বার চাই জাতীয় দলের জার্সি যেন রবির গায়ে ওঠে।''

কতটা গুরুতর বুমরাহের চোট? আদৌ কি খেলতে পারবেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে?

মুম্বই, ৬ জানুয়ারিঃ টিম ইন্ডিয়ার তারকা পেস বোলার জসপ্রীত বুমরাহকে সিডনি টেস্ট ম্যাচ চলাকালীন যথেষ্ট অস্বস্তিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। এই ম্যাচের প্রথম ইনিংসে তিনি মাত্র ১০ ওভারই বল করতে পেরেছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে তিনি বল করতে পারেননি। এই ম্যাচ চলাকালীন বুমরাহকে হাসপাতালে দৌড়তে হয়েছিল। প্রসিদ্ধ কৃষ্ণা জানিয়েছিলেন, বুমরাহের পিঠের পেশিতে টান ধরেছে। সেকারণে তিনি বল করতে পারেননি। যদিও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফ থেকে এখনও পর্যন্ত বুমরাহের কোনও হেলথ আপডেট দেওয়া হয়নি। কবে আবারও ক্রিকেট ময়দানে ফিরতে পারবেন জসপ্রীত বুমরাহ, তা নিয়েও ইতিমধ্যে যথেষ্ট জলঘোলা শুরু হয়েছে। বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির পর ভারতীয় ক্রিকেট দল ঘরের মাঠে ওয়ানডে এবং টি-২০ সিরিজ খেলতে নামবে। এই দুটো সিরিজের জন্য এখনও পর্যন্ত টিম ইন্ডিয়ার স্কোয়াড ঘোষণা করা হয়নি। তবে ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকদের মনে একটাই চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে আয়োজিত আসন্ন সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ আদৌ খেলতে পারবেন কি না? আগামী ২২ জানুয়ারি থেকে ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে টি-২০ সিরিজ শুরু হবে। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে এই সিরিজের পরই শুরু হবে আইসিসি চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি। তার আগে ভারতীয় ক্রিকেট সমর্থকরা আশা করছেন, জসপ্রীত বুমরাহ যেন ১০০ শতাংশ ফিট হয়ে মাঠে নামতে পারেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের টেস্ট সিরিজে জসপ্রীত বুমরাহ নজরকাড়া পারফরম্যান্স করেছিলেন। এই সিরিজে তিনিই সর্বাধিক উইকেট শিকার করেন। সিরিজের ৫ ম্যাচে বুমরাহ মোট ৩২ উইকেট নিজের ঝুলিতে পুরে নেন। সেকারণে তাঁর হাতে প্লেয়ার অফ দ্য সিরিজের পুরস্কারও দেওয়া হয়েছে। এই সিরিজে বুমরাহ মোট তিনবার এক ইনিংসে ৫ উইকেট শিকার করেন। ৭৬ রানে ৬ উইকেট শিকার তাঁর সেরা পারফরম্যান্স। এছাড়া ২ ম্যাচে তিনি টিম ইন্ডিয়াকে নেতৃত্বও দেন।

'দলে থাকারই যোগ্য নয়' কোহলিকে নিয়ে অগ্নিশর্মা ইরফান

মুম্বই, ৬ জানুয়ারিঃ বিরাট কোহলি কি শেষ টেস্ট খেলে ফেলেছেন? আপাতত বলা কঠিন। বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালের দৌড় থেকে বিদায় হয়ে গিয়েছে ভারতের। নতুন সংস্করণ শুরু হবে ইংল্যান্ডের মাটিতে। এখন থেকে পাঁচ-ছয় মাস পর পরিস্থিতি কী হবে বলা মুশকিল। সামনে ভারতের সাদা বলের সিরিজ। ঘরের মাঠে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টি-টোয়েন্টি ও ওয়ান ডে সিরিজ রয়েছে। আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টি থেকে বিশ্বকাপের পরই বিদায় নিয়েছেন। ওয়ান ডে-তে খেলার সম্ভাবনা রয়েছে। যদিও বিশ্বজয়ী প্রাক্তন অলরাউন্ডার মনে করছেন, জাতীয় দলে থাকারই যোগ্য নন বিরাট কোহলি। তার কারণও ব্যাখ্যা করেছেন। টেস্টে বিরাট কোহলির গত দেড় দু-বছরের পারফরম্যান্স প্রচণ্ড হতাশার। অস্ট্রেলিয়া সফরে পারথ টেস্টে সেঞ্চুরি করেছিলেন। প্রথম ম্যাচেই সেঞ্চুরি পাওয়ায় মনে করা হয়েছিল, ফর্মে ফিরছেন কোহলি। কিন্তু হতাশ করেছেন বাকি ম্যাচগুলিতে। আট ইনিংসে খোঁচা দিয়ে উইকেটের পিছনে আউট হয়েছে এই সিরিজে। সেট হয়েও একই ভাবে আউটে বিরাট নিজেও অস্বস্তিতে পড়েছিলেন। বিরাট কোহলির মতো একজন ক্রিকেটার একই ভুল বারবার করছেন, যা মেনে নিতে পারছেন না ইরফান পাঠান। বিরাট কোহলি শেষ কবে ঘরোয়া ক্রিকেটে খেলেছেন, গুগলও হয়তো ভুলে গিয়েছে। শেষ বার

২০১২ সালে ঘরোয়া ক্রিকেটে দিল্লির হয়ে নেমেছিলেন বিরাট। নেটে যে ম্যাচের মতো প্রস্তুতি হয় না, এ আর নতুন করে বলার প্রয়োজন পড়ে না। কোহলির একই ভুলের বারবার পুনরাবৃত্তিতে যারপরনাই ক্ষুব্ধ ইরফান। ভারতীয় টিমে সুপার স্টার সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত বলেই মনে করেন তিনি। পাশাপাশি কোহলিকে নিয়ে বিরাট মন্তব্য। ইরফান পাঠান স্টার স্পোর্টসে বলেন, ''সুপার স্টার সংস্কৃতি বন্ধ হওয়া উচিত। নিজেকে উন্নত করতে হবে, তাতেই টিমের উন্নতি হবে। অস্ট্রেলিয়া সিরিজের আগে প্রস্তুতি ম্যাচ ছিল। ঘরোয়া ক্রিকেট খেলারও সুযোগ ছিল। বিরাট কোহলি শেষ কবে ঘরোয়া ক্রিকেট খেলেছে? এক দশকেরও বেশি সময় হয়ে গিয়েছে। গত বছরের কথা যদি ধরা যায়, ম্যাচের প্রধান হল প্রথম ইনিংস। সেখানে বিরাটের গড় ১৫। গত পাঁচ বছরে ওর গড় ৩০ ও নয়। ওর মতো সিনিয়র প্লেয়ারের কি টিমে সুযোগ পাওয়া উচিত?'' বিরাট নিজে ভুল শোধরানোর ক্ষেত্রে সিরিয়াস নয় বলেই মনে করেন। ইরফান আরও বলছেন, ''এই ব্যক্তিপুজো থামা জরুরি। বিরাট কোহলি দেশের জার্সিতে অনেক অবদান রেখেছে। দুর্দান্ত সব পারফরম্যান্স দিয়েছে। কিন্তু একই ভুল যখন বারবার হয় তখন ভাবতে হবে। তার মানে ও ভুল শোধরানোর চেষ্টা করছে না। সুনীল গাভাসকরের মতো ক্রিকেটারকেও তো সামনে পেয়েছে। একটু কথা বলতে কতক্ষণ লাগে? কিংবা অন্য কোনও সিনিয়রের সঙ্গেও তো কথা বলতে পারে। টেকনিক্যাল সমস্যাটা মিটিয়ে নিতেই পারত।''

লিভারপুলের আঙিনায় রোমাঞ্চ ছড়িয়ে পয়েন্ট পেল ইউনাইটেড

প্রথমার্ধের গড়পড়তা ফুটবলের পর জমে উঠল লড়াই। আগের তিন ম্যাচে গোল করতে না পারা ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড চমক জাগিয়ে এগিয়ে গেল দ্বিতীয়ার্ধের শুরুতে। দারুণ ছন্দে থাকা লিভারপুল তেতে উঠল খানিক পরেই, এগিয়েও গেল তারা। তবে ভীষণ খারাপ সময়ে চলা হুবেন আমুরির দল এবার সুযোগ হাতছাড়া করল না, আরেকটি গোল করে তুলে নিল মূল্যবান একটি পয়েন্ট।

লিভারপুল, ৬ জানুয়ারিঃ অ্যানফিল্ডে রবিবার প্রিমিয়ার লিগের ম্যাচটি ২-২ গোলে ড্র হয়েছে। লিসান্দ্রো মার্তিনেজ ইউনাইটেডকে এগিয়ে নেওয়ার পর সমতা টানেন কোডি হাকপো। এরপর মোহামেদ সালাহর সফল স্পট কিকে এগিয়ে যায় লিভারপুল কিন্তু পরে আমাদ দিয়ালোর লক্ষ্যভেদে অমীমাংসিত রয়ে যায় লড়াই। ইংল্যান্ডের উত্তরে ভারি তুষারপাতে ম্যাচটি মাঠে গড়ানো নিয়ে জেগেছিল শঙ্কা। অনিশ্চয়তা মুছে শেষ পর্যন্ত দারুণ এক লাাইয়ের দেখা মিলল, যদিও সমতায় শেষ হওয়া ম্যাচটি দুই দলের জন্য হয়ে রইল ভিন্ন স্বাদের। লিগে টানা তিন জয়ের পর পয়েন্ট হারাল লিভারপুল। আর সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে টানা চার হারের পর পয়েন্ট পেল ইউনাইটেড। ১৯ ম্যাচে ১৪ জয় ও ৪ ড্রয়ে ৪৬ পয়েন্ট নিয়ে শীর্ষে লিভারপুল। তাদের চেয়ে ৬ পয়েন্ট কম নিয়ে দুইয়ে ২০ ম্যাচ খেলা আর্সেনাল। ২০ ম্যাচে ২৩ পয়েন্ট নিয়ে একধাপ উঠে ১৩ নম্বরে ইউনাইটেড। প্রথম ১০ মিনিটের গতিহীন ফুটবলের পর ত্রয়োদশ মিনিটে প্রথম উল্লেখযোগ্য আক্রমণটি করে লিভারপুল। তবে ট্রেন্ট অ্যালেকজ্যান্ডার আর্নল্ডের শট রক্ষণে প্রতিহত হওয়ার পর, ফিরতি বল পেয়ে উড়িয়ে মারেন লুইস দিয়াস। লক্ষ্যে প্রথম শট দেখা যায় ষোড়শ মিনিটে তবে সালাহর থ্রু বল বক্সে পেয়ে আলেক্সিস মাক আলিস্তেরের শট পা দিয়ে আটকান গোলরক্ষক আন্দ্রে ওনানা। কিছুক্ষণ পর পাল্টা আক্রমণে

ইউনাইটেডও ভালো একটি সুযোগ পায়। কিন্তু সতীর্থের ক্রস ছয় গজ বক্সে মুখে ফাঁকায় পেলেও ঠিকঠাক হেড করতে পারেননি তরুণ ইংলিশ মিডফিল্ডার কোবি মাইনো। প্রতিপক্ষের ছোট্ট এক ভুলের সুযোগ কাজে লাগিয়ে দ্বিতীয়ার্ধের সপ্তম মিনিটে অসাধারণ একটি গোল করে ইউনাইটেড। লিভারপুলের তিন খেলোয়াড়ের মধ্যে থেকে রক্ষণচেরা থ্রু পাস বক্সে বাড়ান ব্রুনো ফার্নান্দেজ, আর বল ধরে বুলেট গতির কোনাকুনি শটে ক্রসবার ঘেঁষে জালে পাঠান আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডার মার্তিনেজ। চলতি আসরে এটাই আর্জেন্টাইন ডিফেন্ডারের প্রথম গোল। পাল্টা জবাব দিতে অবশ্য দেরি করেনি আয়োজকরা। মাক আলিস্তেরের পাস পেয়ে বক্সে ঢুকে একজনকে কাটিয়ে একইরকম কোনাকুনি শটে সমতা টানেন হাকপো। লিগে টানা তৃতীয় ম্যাচে জালের দেখা পেলেন এই ডাচ ফরোয়ার্ড। দারুণ ছন্দে এগিয়ে চলা এবং নিয়মিত গোলের ধারায় থাকা সালাহর সফল স্পট কিকে ৭০তম মিনিটে এগিয়ে যায় লিভারপুল। ডি-বক্সে ডাচ ডিফেন্ডার মাটাইস ডি লিখটের হাতে বল লাগলেও শুরতে রেফারির চোখ এড়িয়ে যায় পরে ভিএআর মনিটরে দেখে পেনাল্টির বাঁশি বাজান তিনি। এবারের লিগে মিশরের এই স্ট্রাকারের গোল হলো ১৮টি। আর্লিং হলান্ডের চেয়ে দুটি গোল বেশি নিয়ে তালিকার শীর্ষে আছেন তিনি। এই গোলের পর মাঠে লিভারপুলের আধিপত্য বাড়ছিল। এর মাঝেই ৮০তম মিনিটে তাদেরকে স্তব্ধ করে সমতা টানে সফরকারীরা। আলেহান্দ্রো গার্নাচোর পাস বক্সের মাঝামাঝি পেয়ে প্লেসিং শটে গোলরক্ষককে পরাস্ত করেন কোত দি ভোয়ার ফরোয়ার্ড দিয়ালো। নির্ধারিত সময়ের শেষ মিনিটে দারুণ দুটি সুযোগ পেয়েও কাজে লাগাতে পারেনি লিভারপুল দিয়োগো জটা ও কনর ব্র্যাডলির প্রচেষ্টা রুখে দেন আন্দ্রে ওনানা। সাত মিনিট যোগ করা সময়ের অন্তিম মুহূর্তে ব্যবধান গড়ে দিতে পারতেন ইউনাইটেডের ডিফেন্ডার হ্যারি ম্যাগুইয়ার কিন্তু বক্সে ফাঁকায় বল পেয়ে অবিশ্বাস্যভাবে উড়িয়ে মারেন তিনি।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar
Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
E-mail: dailydurantabarta@gmail.com